প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

"মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

সূচিপত্র

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ		i
শব্দ-সংক্ষেপ (Abbreaviations)		iii
নির্ঘণ্ট (Glossary)		iv
প্রথম অধ্যায়	**প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ**	**১**
	১.১ ভূমিকা	১
	১.২ প্রকল্পের পরিচিতি	১
	১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
	১.৪ অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি	২
	১.৫ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)	২
	১.৬ প্রকল্পের ব্যয়	৩
	১.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ	৫
	১.৮ অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৫
	১.৯ কর্ম পরিকল্পনা	৭
	১.১০ ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম	৭
	১.১১ লগ ফ্রেম	১৭
	১.১২ টেকসইকরণ পরিকল্পনা	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	**প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology)**	**১৯**
	২.১ পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR)	১৯
	২.২ এলাকা নির্বাচন	২২
	২.৩ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ	২২
	২.৪ নমুনা বাছাই প্রক্রিয়া	২২
	২.৫ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	২৩
	২.৬ সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২৩
	২.৭ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ	২৪
	২.৮ খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন	২৫
	২.৯ সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা	২৫
তৃতীয় অধ্যায়	**ফলাফল পর্যালোচনা**	**২৭**
	৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি	২৭
	৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ, অগ্রগতি ও পর্যালোচনা	২৭
	৩.৩ অর্থবছর অনুযায়ী প্রকল্পের বরাদ্দ এবং অগ্রগতি	৩১
	৩.৪ প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	৩১
	৩.৫ কেস স্টাডি	৩২
	৩.৬ উদ্দেশ্য অর্জন: প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৩৯
	৩.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৩৯
	৩.৮ প্রভাব মূল্যায়ন	৩৯
	৩.৯ ফোকাস গ্রুপ আলোচনার সার-সংক্ষেপ	৫৫
	৩.১০ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের মতামতের তথ্যের বিশ্লেষণ	৫৮
	৩.১১ স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা	৬২

চতুর্থ অধ্যায়	**প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই ও পরিচালনা ইত্যাদির বিষয়ে SWOT Analysis**	**৬৫**
	৪.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths)	৬৫
	৪.২ প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weaknesses)	৬৫
	৪.৩ সুযোগ (Opportunities)	৬৬
	৪.৪ ঝুঁকি (Threats)	৬৬
পঞ্চম অধ্যায়	**পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ**	**৬৭**
	৫.১ প্রশাসনিক বিষয়	৬৭
	৫.২ ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়	৬৭
	৫.৩ অবকাঠামো	৬৮
	৫.৪ প্রকল্পের ক্রয়কৃত পণ্য ও যন্ত্রপাতি	৬৮
	৫.৫ অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনা	৬৮
	৫.৬ প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, টেকসই ও প্রভাব বিশ্লেষণ	৬৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ**	**৭১**
	৬.১ প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়	৭১
	৬.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়	৭১
	৬.৩ প্রকল্প সমাপ্ত পর্যায়	৭২
	৬.৪ উপসংহার	৭২
রেফারেন্স		৭৩
পরিশিষ্ট-ক প্রশ্নমালা (সেট ১ থেকে ৬)		৭৪-৮৭

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক "মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি সর্বমোট ২৪৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয়ে এপ্রিল ২০১০ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্প গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল- জলযান নির্মাণ ও জলযান পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রথমবার ২০১২ সালে ভূমি অধিগ্রহণে বিভিন্ন জটিলতা এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক রেইট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ভবনের প্রাক্কলনের ধারনার চেয়ে অতিরিক্ত পাইলিং এবং কতিপয় নতুন অঙ্গ সংযোজিত হওয়ায় প্রকল্পের ডিপিপি ২০১৪ সালে সংশোধন করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে পাঁচটি আইএমটি'র খালি জায়গায় স্থাপত্য অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী পৃথক ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণসহ আনুসাংগিক ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৬ সালে পুনরায় আরডিপিপি সংশোধন করা হয়। মোটের উপর প্রকল্প ব্যয় ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা (২৪.৬০%) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ৪৮ মাস (৯৬%) বৃদ্ধি পায়। চুড়ান্ত বিবেচনায় প্রকল্পটি ২৩৯ কোটি ৭১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয়ে এপ্রিল ২০১০ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'ইউসুফ এ্যান্ড এসোসিয়েটস' এ সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন ভৌত পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ, নির্মাণ কাঠামোর গুণগতমান পরীক্ষা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি-পত্র পর্যালোচনা, এফজিডি, কেআইআই, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পটি অনুমোদনের পর্যায় থেকে শুরু করে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী এবং একাধিক উৎস থেকে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ সংশ্লিষ্ট জেলার গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি ভৌত কাজ ও পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের প্রাক্কালে উপর্যুক্ত উত্তরদাতা ও ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, কাজের গুণগত মান রক্ষার্থে নির্মাণ সামগ্রী ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে চারজন প্রকল্প পরিচালক এবং আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণের জন্য উপকারভোগী ও প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, পাশ করা ও চাকরিরত প্রাক্তন শিক্ষার্থী। পাশ করা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ১৪০৩ জন। তন্মধ্যে দেশে ৪৯.৭৫% (৬৯৮ জন) ও বিদেশে ১৩.৯৭% (১৯৬ জন) চাকরি পেয়েছেন। উত্তরদাতাগণ (৮৬.৭%) জানিয়েছেন শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। পাশ করার পর চাকরির নিশ্চয়তা রয়েছে মর্মে বেশির ভাগ (৬৮%) উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন। দেশে চাকরির নিশ্চয়তা দেশে ৫৭% এবং বিদেশে ৫৩% মর্মে মত প্রকাশ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের ৯০% জানিয়েছেন বিদ্যমান পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষকের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পদ অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না। ৪৬% জানিয়েছেন ব্যবহারিক কাজের পর্যাপ্ত সুবিধা রয়েছে। পাঠ্যক্রমে সম্পর্কে ৫৯% উত্তরদাতা অনুযোগ আছে এবং তা হলো পড়াশোনার সাথে কাজের সাদৃশ্য কম, প্রযুক্তির দিক থেকে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশ আশানুরূপ অগ্রগতি লাভ করেনি।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয়ভাবে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে, উচ্চশিক্ষা ও স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে, জাহাজ শিল্পে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, দেশে-বিদেশে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের সুফল প্রাপ্তিতে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো- পাশ করা প্রশিক্ষণার্থীদের চাকুরীর জন্য সিডিসি প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ধরণের অন্তরায় এবং অভিন্ন কারিকুলামে পাঠদান না করা।

ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই আবশ্যিকভাবে যথোপযুক্ত স্ট্র্যাটিজিক পরিকল্পনা, সার্বিক অবকাঠামোর নক্সা প্রণয়ন ও অনুমোদন, প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনাসমূহ সম্মিলিত পরিকল্পনা ইউনিফরম (একত্রীভূত) করা কাম্য। প্রকল্পের স্থান সঠিকভাবে নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে পাঠদানে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত হয়, বাস্তবায়ন কাল বিবেচনায় রেখে প্রকল্প ব্যয়ের সঠিকভাবে প্রাক্কলন করা, প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার জন্য সংস্থানকৃত জনবল নিয়োগ ও প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা কাম্য নহে। নির্মাণকৃত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও তহবিলের বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত আইএমটি-সমূহ দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান এবং জাহাজ নির্মাণ ও পরিচালনা শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে। সার্বিক বিবেচনায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে মর্মে- প্রতীয়মান হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলযান ও এর পরিচালনায় দক্ষ জনবলের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এ খাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। বিকাশমান এখাতে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহ উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ক্ষেত্রে সিডিসি, অভিন্ন কারিকুলাম চালুসহ একটি সুষ্ঠু সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও চাহিদা মোকাবেলা করার জন্য দেশে আরো মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপনের দাবি বিবেচনাযোগ্য।

শব্দ-সংক্ষেপ (Abbreaviations)

ADP	Annual Development Program
BOQ	Bill of Quantity
BMET	Bureau of Manpower, Employment and Training
CDC	Continuous Discharge Certificate
DPP	Development Project Proposal
FGD	Focus Group Discussion
GPS	Global Positional Services
IA	Important assumptions
IMT	Institute of Marine Technology
IGAs	Income Generating Activities
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
MOV	Means of Verifications
NS	Narrative Summary
OVI	Objectively Verifiable Indicators
PCR	Project Completion Report
PPA-২০০৬	Public Procurement Act-২০০৬
PPR-২০০৮	Public Procurement Rules-২০০৮
RFQ	Request for Quotation
RDPP	Revised Development Project Proposal
SWOT	Strength, Weakness, Opportunity and Threat
ToR	Terms of Reference

নির্ঘণ্ট (Glossary)

CDC Continuous Discharge Certificate, কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ সার্টিফিকেট (সিডিসি) একটি সমুদ্রযাত্রীর পরিচয় যা তার দেশ কর্তৃক জারি করা হয়।

FGD Focus Group Discussion, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) হল একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরূপ অভিজ্ঞতার লোকদের একত্রিত করার একটি ভাল উপায়।

GPS Global Positioning System, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম: একটি ইলেকট্রনিক সিস্টেম যা স্যাটেলাইটের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে রিসিভারে গাড়ি, জাহাজ, ব্যক্তি ইত্যাদির অবস্থান নির্দেশ করে।

MOV Means of Verifications, অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালা/সরঞ্জাম এবং প্রক্রিয়াগুলি হলো যাচাইকরণের উপায় (MOV)।

NS Narrative Summary, ন্যারেটিভ সামারি (NS) হল গবেষণার ফলাফলের একটি লিখিত সারাংশ। গবেষণা অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় করা, গবেষণা করার উদ্দেশ্য, প্রধান ফলাফল এবং প্রভাবকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করার জন্য এটি একটি কার্যকর উপায়।

OVI Objectively Verifiable Indicators, বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (OVI) উদ্দেশ্যগুলির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং পরিমাণ, গুণমান, সময় এবং অবস্থান উদ্দেশ্য অর্জনের প্রত্যাশিত কর্মক্ষমতা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কতটা লক্ষ্য পূরণ হয়েছে তার মানকে নির্দেশ করে ।

প্রথম অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ ভূমিকা

সমুদ্রকে সম্পদের আধার হিসেবে গণ্য করা হয়, যার সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় রয়েছে উপকূল। উপকূলবাসী এলাকা তথা দেশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য "মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন শীর্ষক" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের অর্থনীতির ওপর চাপ পড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেকারত্ব, দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ সরকার দরিদ্রতা বিমোচনের জন্য অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাতে তারা জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে।

দারিদ্র্য দূরীকরণের মৌলিক উপায় হলো কারিগরি উন্নয়ন, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত উৎপাদনমুখী কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এখানে ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। এই অভাবের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন, উৎপাদন ও উন্নয়ন ব্যাপকভাবে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই অভাবের প্রধান কারণ হচ্ছে: (ক) বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থী পাশ করে বের হচ্ছে, (খ) নৌযান নির্মাণ ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ক্ষেত্রে সীমিত পরিমাণ প্রশিক্ষণ, (গ) বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে না পারা, (ঘ) চাহিদার সাথে দক্ষতার গুণগত মানের পার্থক্য।

নৌযান নির্মাণ ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। নৌযান নির্মাণ ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সেক্টরে দক্ষ জনবলের দেশে এবং বিদেশে নিয়োগের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা প্রয়োজন। সারা দেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো প্রতিটি জেলায় একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অথবা ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপনের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে।

১.২ প্রকল্পের পরিচিতি

(i) প্রকল্পের নাম: "মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।

(ii) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(iii) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

সারণি ১.১: প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল

(লক্ষ টাকা)

বিবরণ	ব্যয়	বাস্তবায়ন কাল
মূল	১৯২৩৭.৫৮	১ এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১৪
প্রথম সংশোধিত	২১১০৬.৯৩	১ এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১৪
দ্বিতীয় সংশোধিত	২১৪৫১.৮২	১ এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫
তৃতীয় সংশোধিত	২৪৪১৮.৩৩	১ এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭
সর্বশেষ	২৩৯৫১.২৬	১ এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১৮

(iv) প্রকল্পের অবস্থান: ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি),মুন্সীগঞ্জ; ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি),ফরিদপুর; ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি), চাঁদপুর; ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি), সিরাজগঞ্জ; ও ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি), বাগেরহাট।

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা;
- জলপথ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করা; এবং
- দেশে-বিদেশে কর্ম সংস্থান, বেকারত্ব দূরীকরণ।

১.৪ অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩০/০৩/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত "একনেক" সভায় অনুমোদিত হয়। পর্যায়ক্রমে মোট তিনবার সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনের কারণসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলো।

প্রথম বার ২০১২ সালে ভূমি অধিগ্রহণে বেশি সময় লাগায় সময় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল পরিবর্তনের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, মুন্সীগঞ্জের মেরিন ইনস্টিটিউট নির্মাণের স্থান পরিবর্তন হওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হয়।

দ্বিতীয় বার অতিরিক্ত পাইলিং লাগায় এবং নতুন অঙ্গের ক্ষেত্রে গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল ব্যবহার করে প্রকল্পের ডিপিপি ২০১৪ সালে সংশোধন করা হয়।

তৃতীয় বার প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন পাঁচটি আইএমটিতে খালি জায়গায় স্থাপত্য অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী পৃথক ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণের এবং অন্যান্য ব্যয় যেমন আরইবির বিদ্যুৎ সংযোগ, ইনস্টিটিউটে পানি পরিশোধন প্লান্ট স্থাপন, ছাত্র/ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ ও হোস্টেলের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও তৈজস পত্র এবং যানবাহন ক্রয়ের ব্যয় বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করে ২০১৬ সালে ডিপিপি সংশোধন করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সর্বশেষ ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১.৫ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)

প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা সারণি নং ১.২ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১.২: অর্থায়নের অবস্থা

ডিপিপির ধরন	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	মেয়াদ বৃদ্ধি (%)
মূল	১ এপ্রিল ২০১০	৩০ জুন ২০১৪	-
সময় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ডিপিপি সংশোধন (১ম)	১ এপ্রিল ২০১০	৩০ জুন ২০১৪	-
ব্যয় ও সময় বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধন (২য়)	১ এপ্রিল ২০১০	৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	৩৫%
ব্যয় ও সময় বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধন (৩য়)	১ এপ্রিল ২০১০	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	৮২%
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি	১ এপ্রিল ২০১০	৩০ জুন ২০১৮	৯৬%

(সূত্রঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, সেপ্টেম্বর ২০১৯।)

১.৬ প্রকল্পের ব্যয়

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সারণি ১.৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১.৩: প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত চিত্র

(লক্ষ টাকা)

	মূল প্রাক্কলিত ব্যয়	১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়	২য় সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়	তৃতীয় ও সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়	পার্থক্য (মুল ও সর্বশেষ সংশোধিত)	
					টাকায়	শতকরা হার
মোট	১৯২৩৭.৫৮	২১১০৬.৯৩	২১৪৫১.৮২	২৪৪১৮.৩৩	৫১৮০.৭৫	২৬.৯%
জিওবি	১৯২৩৭.৫৮	২১১০৬.৯৩	২১৪৫১.৮২	২৪৪১৮.৩৩	৫১৮০.৭৫	২৬.৯%

(সূত্রঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, সেপ্টেম্বর ২০১৯।)

সারণি ১.৪: অবমুক্তকৃত অর্থ হতে কোড ভিত্তিক প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র

(লক্ষ টাকায়)

কোড		ব্যয়ের খাত	অবমুক্তকৃত টাকা	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	অব্যয়িত/সমর্পণ (টাকা)
১		২	৩	৪	৬
৪৫০০		অফিসারদের বেতন	১.৫০	০.০০	১.৫০
৪৬০০		প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১.০০	০.০০	১.০০
৪৭০০		ভাতাদি	১.২৫	০.০০	১.২৫
৪৮০০	৪৮০১	ভাতাদি	১.৫০	০.০০	১.৫০
	৪৮১০	পৌরকর	১.৫০	০.০০	১.৫০
	৪৮১১	ভূমি ট্যাক্স	১.২৫	০.০০	১.২৫
	৪৮১৫	সার্ভিস স্ট্যাম্প	০.৫০	০.০৫	০.৪৫
	৪৮১৬	টেলিফোন ও ইন্টারনেট	০.৫০	০.০০	০.৫০
	৪৮২১	বিদ্যুৎ বিল	৪.০০	০.০০	৪.০০
	৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানি	১০.০০	৩.৩১	৬.৬৯
	৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	৭.০০	১.১৬	৫.৮৪
	৪৮২৭	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	২.০০	১.১০	০.৯০
	৪৮২৮	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	৫.০০	০.০০	৫.০০
	৪৮৩১	বই পত্র ও সাময়িকী	৫.০০	০.০৩	৪.৯৭
	৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৬.০০	০.৩০	৫.৭০
	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ	২৮.১০	২২.৯৬	৫.১৪
	৪৮৪৪	মেসেঞ্জার	১.০০	৭.০০	০.৯৩
	৪৮৪৫	অ্যাপায়ন ব্যয়	৫.০০	১.৮৯	৩.১১
	৪৮৪৬	পরিবহন	১.৫০	০.০০	১.৫০
	৪৮৫১	অনিয়মিত শ্রমিক	১.৫০	০.০০	১.৫০
	৪৮৫৬	প্রশিক্ষণ কাঁচামাল/মালামাল	১৫.০০	৪.৭০	১০.৩০
	৪৮৭১	ইউটেনসিল (জাজিম এন্ড ক্রোকারিজ)	১৫.০০	০.০০	১৫.০০
	৪৮৭৫	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১.০০	০.০০	১.০০
	৪৮৮১	নিরাপত্তা প্রহরী	০.৭০	০.০০	০.৭০
	৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা	৩.০০	০.৪৮.০০	২.৫২
	৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	৩.১৫	০.৩৫.০০	২.৮০

কোড		ব্যয়ের খাত	অবমুক্তকৃত টাকা	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	অব্যয়িত/সমর্পণ (টাকা)
	৪৮৯০	অনুষ্ঠান	২.০০	০.৬৫.০০	১.৩৫
	৪৮৯৫	কমিটি মিটিং/কমিশন	২.৩০	০.০০	২.৩০
	৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয় (আউট সোসিং)	১৯.২৫	১১.৯৩	৭.৩২
	৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	১৭.৬০	০.৫৫	১৭.০৫
		উপমোট=	১৬৪.১০	৪৯.৫৩	১১৪.৫৭
৪৯০০		মেরামত ও সংরক্ষণ			
	৪৯০১	মোটর যানবাহন	২.৬০	২.১৬	০.৪৪
	৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	১.৪০	০.২৫	১.১৫
	৪৯১৬	মেশীনারী ও ইকুইপমেন্ট	১.৫০	০.০০	১.৫০
	৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	১.৪০	০.০০	১.৪০
		উপমোট=	৬.৯০	২.৪১	৪.৪৯
		মোট রাজস্ব ব্যয়=	১৭১	৫১.৯৪	১১৯.০৬
৬৮০০-মূলধন ব্যয়					
	৬৮০৭	যানবাহন ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০
	৬৮১৩	যন্ত্রপাতি	৩০.০০	২০.৩৮	৯.৬২
	৬৮১৯	অফিস ইকুইপমেন্ট	১৩.০০	৩.১৮	৯.৮২
	৬৮২১	আসবাবপত্র	৭.০০	৬.৭৪	০.২৬
		উপমোট=	৫০.০০	৩০.৩০	১৯.৭০
	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০
	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	১৯০৭.৫০	১৬৬৮.৯৯	২৩৮.৫১
		উপমোট=	১৯০৭.৫০	১৬৬৮.৯৯	২৩৮.৫১
		মোট মূলধন ব্যয়=	১৯৫৭.৫০	১৬৯৯.২৯	২৫৮.২১
		সর্বমোট প্রকল্প ব্যয়=	২১২৮.৫০	১৭৫১.২৩	৩৭৭.২৭

(সূত্রঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, সেপ্টেম্বর ২০১৯।)

অতএব, অব্যয়িত ৩৭৭২৭.০০ হাজার টাকা (তিন কোটি সাতাত্তর লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা) সমর্পণ করা হয়।

সারণি ১.৫: আর্থিক বছর অনুসারে এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব কাজের অগ্রগতি

(লক্ষ টাকা)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		অবমুক্ত কৃত টাকার পরিমাণ	প্রকৃতি আর্থিক অগ্রগতি	
	বরাদ্দকৃত	বাস্তব কাজের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত	আর্থিক	বাস্তব (%)
২০০৯-২০১০	-	-	-	-	-
২০১০-২০১১	৭৮৫.১১	৩.২২	৭৮৫.১১	৭৮৫.১০	৯৪.৯০%
২০১১-২০১২	১৮৪০.৩৪	৭.৫৪	১৮৪০.৩৪	১৮৪০.২৫	১০০.০০%
২০১২-২০১৩	৩৪০৫.৪১	১৩.৯৫	৩৪০৩.০০	৩৪০৩.০০	১০০.০০%
২০১৩-২০১৪	৩৩৯০.৪১	১৩.৮৮	৩৪০০.০০	৩৩৯২.২৫	৯৯.৭৭%
২০১৪-২০১৫	৭৮৯৮.১৭	৩২.৩৫	৭৯৭৮.০০	৭৮৮০.৭২	৯৮.৭৮%
২০১৫-২০১৬	৪০৪২.০০	১৬.৫৫	৩৩৬০.০০	৩২০৫.৯৭	৯৫.৪২%
২০১৬-২০১৭	২১০০.০০	৮.৬০	২২৫০.০০	১৬৯২.৭৪	৭৫.২৩%
২০১৭-২০১৮	৯৫৬.৮৯	৩.৯২	২১২৮.৫০	১৭৫১.২৩	৮২.২৮%
মোট	২৪৪১৮.৩৩	১২৬.৯৩	২৫১৪৪.৯৫	২৩৯৫১.২৬	৯৫.২৫%

(সূত্রঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, সেপ্টেম্বর ২০১৯।)

১.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ

- অফিসার ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি;
- ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন;
- পূর্ত নির্মাণ;
- এপ্রোচ রোড নির্মাণ; এবং
- যানবাহন, অফিস যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় ইত্যাদি।

১.৮ অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পের খাত ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন অনুসারে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও আইএমইডি থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে অগ্রগতি নিম্নবর্ণিত সারণিতে (১.৬) উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১.৬: প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব)

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অগ্রগতি	
		সংখ্যা/ পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:						
১	অফিসারদের বেতন	০৪ জন	২৬.৫০	০.১১%	১৬.৩৩	৬১.৬২%
২	কর্মচারীদের বেতন	১০ জন	১৭.৫০	০.০৭%	১২.১৫	৬৯.৪৩%
৩	ভাতাদি	১৪ জন	২২.০০	০.০৯%	১৩.৫১	৬১.৪১%
৪	ভ্রমণ ভাতা	থোক	০৫.০০	০.০২%	১.৯৬	৩৯.২০%
৫	পৌর কর	থোক	০৩.০০	০.০১%	০.০০	০.০০%
৬	ভূমি কর	থোক	০৩.০০	০.০১%	০.০০	০.০০%
৭	সার্ভিস স্ট্যাম্প	থোক	০১.৫০	০.০১%	০.১০	৬.৬৭%
৮	টেলিফোন/ইন্টারনেট বিল	থোক	০২.০০	০.০১%	১.৬৬	৮৩.০০%
৯	বিদ্যুৎ বিল	থোক	১০.০০	০.০৪%	১.৮৪	১৮.৪০%
১০	গ্যাস ও ফুয়েল	০২টি গাড়ি	৫৫.০০	০.২৩%	৪২.৯১	৭৮.০২%
১১	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	০৬.০০	০.০২%	২.৬৪	৪৪.০০%
১২	স্টেশনারী	থোক	২৫.০০	০.১০%	১১.৩০	৪৫.২০%
১৩	বই/সাময়িকী/টেক্সটওরিফারেন্সবই	থোক	৩২.০০	০.১৩%	৩২.০৫	১০০.১৬%
১৪	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২৫.০০	০.১০%	১০.৬৩	৪২.৫২%
১৫	স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	থোক	১১০.৭৬	০.৪৫%	১০৯.০৫	৯৮.৪৬%
১৬	মেসেঞ্জার	থোক	০২.০০	০.০১%	০.৩১	১৫.৫০%
১৭	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	০৪.৭৫	০.০২%	০৪.৭৫	১০০.০০%
১৮	পরিবহণ ব্যয়	থোক	০১.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১৯	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	০৩.০০	০.০১%	০.০০	০.০০%
২০	প্রশিক্ষণ কাঁচা মাল	থোক	১৫১.৫০	০.৬২%	১৪৭.৮৫	৯৭.৫৯%
২১	ইউটেনসিল (জাজিম ও ক্রোকারিজ)	থোক	৩৮.৪২	০.১৬%	৩৮.২৩	৯৯.৫১%

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অগ্রগতি	
		সংখ্যা/ পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	থোক	০১.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
২৩	নিরাপত্তা প্রহরী	থোক	০১.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
২৪	সম্মানী ভাতা	থোক	১০.০০	০.০৪%	৭.১০	৭১.০০%
২৫	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	০৫.৫০	০.০২%	২.৬৭	৪৮.৫৫%
২৬	অনুষ্ঠান	থোক	০২.০০	০.০১%	০.৬৫	৩২.৫০%
২৭	কমিটি মিটিং	থোক	০২.৫০	০.০১%	০.০০	০.০০%
২৮	অন্যান্য ব্যয় (আউট সোর্সিং)	থোক	৮৬.০০	০.৩৫%	৮১.৭৫	৯৫.০৬%
২৯	মেরামত, সংরক্ষণ পুনর্বাসন	থোক	২৫.০০	০.১০%	২১.৫৪	৮৬.১৬%
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়):		**৬৭৭.৯৩**	**২.৭৮%**	**৫৬০.৯৮**	**৮২.৭৫%**
(খ) মূলধন						
৩০	ট্রান্সপোর্ট/ভেহিকেল	০৭টি	২৬১.০০	১.০৭%	২৫৮.৪৭	৯৯.০৩%
৩১	মেশিনারি ইকুইপমেন্ট	১৫১৫০৭টি	৪৩৬০.৮৫	১৭.৮৬%	৪৩০১.০৫	৯৮.৬৩%
৩২	অফিস ইকুইপমেন্ট	২২টি	১৮.০০	০.০৭%	১৬.৪৬	৯১.৪৪%
৩৩	আসবাব পত্র	৮০৮৯টি	৮৮৫.৮০	৩.৬৩%	৮৮২.১৩	৯৯.৫৯%
৩৪	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	১২.৫ একর	৮৫৭.৮২	৩.৫১%	৮৫৭.৭২	৯৯.৯৯%
	(খ) উপ-মোট		**৬৩৮৩.৪৭**	**২৬.১৪%**	**৬৩১৫.৮৩**	**৯৮.৯৪%**
(গ) পূর্ত নির্মাণ:						
৩৫	মেইন ভবন	০৫টি	৮৯৯৫.৮৮	৩৬.৮৪%	৮৯৪৯.৩২	৯৯.৪৮%
৩৬	ডরমিটরি ভবন	০৫টি	২৯২১.৬২	১১.৯৬%	২৮৯৮.১৪	৯৯.২০%
৩৭	প্রিন্সিপাল কোয়াটার	০৫টি	৬১২.৫৫	২.৫১%	৬০৮.৩৭	৯৯.৩২%
৩৮	সীমানা প্রাচীর	-	৪৯০.৪১	২.০১%	৪৮১.৫৫	৯৮.১৯%
৩৯	ভূমি উন্নয়ন	-	৩১৫.৫৬	১.২৯%	২৭৮.৪৯	৮৮.২৫%
৪০	সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ ভবন	০৫টি	৮০.৬৪	০.৩৩%	৭৯.৬৩	৯৮.৭৫%
৪১	আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার	০৫টি	১৪৬.২৩	০.৬০%	১৪০.৭৭	৯৬.২৭%
৪২	গ্যারেজ ও সাইকেল শেড	০৫টি	৭১.৭১	০.২৯%	৬৮.১১	৯৪.৯৮%
৪৩	আরসিসি সংযোগ সড়ক	-	১৫৭.৯৩	০.৬৫%	১৪৩.৭৩	৯১.০১%
৪৪	কম্পাউন্ড ড্রেন	-	৫৫.৮২	০.২৩%	৫৩.৭৪	৯৬.২৭%
৪৫	৬ ইঞ্চি ডিপ টিউবওয়েল	০৫টি	১৫২.৬০	০.৬২%	১৩২.৫৮	৮৬.৮৮%
৪৬	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	০৫টি	২৪.৯৭	০.১০%	৪.৯৭	১৯.৯০%
৪৭	সয়েল টেস্ট	-	১৩.৩৫	০.০৫%	১১.৬৬	৮৭.৩৪%
৪৮	আরবরিকালচার	-	১৫.৬০	০.০৬%	১৪.৬০	১০০.০০%
৪৯	কম্পাউন্ডলাইট/ওভার হেডলাইন	-	৪৮.৮০	০.২০%	৪৮.৬৮	৯৯.৭৫%
৫০	লাইটেনিং এরেস্টার ড্রপ আউট ফিউজ	-	১১.২১	০.০৫%	১০.৯৬	৯৭.৭৭%
৫১	৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন	০৫টি	৪৭২.৪০	১.৯৩%	৪৮৭.৪৫	১০৩.১৮%
৫২	এয়ারকুলার	-	৭৮.৭৮	০.৩২%	৭৮.১৭	৯৯.২৩%
৫৩	পাম্প মোটর	০৫টি	৫৬.৯৫	০.২৩%	৫৬.৮৯	৯৯.৮৯%

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অগ্রগতি	
		সংখ্যা/ পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৫৪	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম	-	০৯.৯৩	০.০৪%	৯.৯১	৯৯.৮০%
৫৫	পিএবিএক্স সিস্টেম	-	১৫.৩৬	০.০৬%	২০.৪৭	১৩৩.২৭%
৫৬	কনফারেন্স সিস্টেম	-	৫৫.৭৩	০.২৩%	৫৫.১৩	৯৮.৯২%
৫৭	সোলার প্যানেল	০৫টি	৬৫.৪৪	০.২৭%	৬৫.৬৩	১০০.২৯%
৫৮	পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ	-	৮৩.৩৫	০.৩৪%	৫৬.৮৯	৬৮.২৫%
৫৯	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	০৫টি	১২৫.০০	০.৫১%	১১৪.০৪	৯১.০৭%
৬০	মহিলা ডরমেটরি ভবন	০৫টি	২২৭৯.১১	৯.৩৩%	২২০৪.৫৭	৯৬.৭৩%
	(গ) উপ-মোট -		**১৭৩৫৬.৯৩**	**৭১.০৮%**	**১৭০৭৪.৪৫**	**৯৮.৩৭%**
	(খ+গ) উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):		**২৩৭৪০.৪০**	**৯৭.২২%**	**২৩৩৯০.২৮**	**৯৮.৫২%**
	সর্বমোট (ক+খ+গ):		**২৪৪১৮.৩৩**	**১০০%**	**২৩৯৫১.২৬**	**৯৮.০৯%**

(সূত্রঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, সেপ্টেম্বর ২০১৯।)

১.৯ কর্ম পরিকল্পনা

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রথমে এপ্রিল ২০১০ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত না হওয়ায় দ্বিতীয়বার ডিপিপি সংশোধন করা হয় এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়। তৃতীয়বার ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ সংশোধনীর আলোকে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করা হয়। প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সারণি ১.৭ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১.৭: সর্বশেষ কর্মপরিকল্পনা

	বিষয়	প্রাক্কলিত সময়	
		শুরুর তারিখ	শেষ তারিখ
১	পণ্য ক্রয়	জুন ২০১১	জুন ২০১৭
২	মুন্সীগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি নির্মাণ	জুন ২০১২	জুন ২০১৮
৩	ফরিদপুর ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি নির্মাণ	মার্চ ২০১১	নভেম্বর ২০১৭
৪	চাঁদপুর ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি নির্মাণ	ফেব্রুয়ারি ২০১১	নভেম্বর ২০১৭
৫	সিরাজগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি নির্মাণ	জুন ২০১১	জুন ২০১৮
৬	বাগেরহাট ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১১	নভেম্বর ২০১৭

১.১০ আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম

মূল ডিপিপিতে ক্রয় পরিকল্পনার মধ্যে পণ্য, কাজ ও সেবাখাতে ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। পণ্য ক্রয়ের মধ্যে ছিল মাইক্রোবাস/জীপ; মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, টেলিফোন ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি; অফিস যন্ত্রপাতি, টেক্সট ও সংশ্লিষ্ট বই, প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও কাঁচামালের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫৬০৫.৬৫ লক্ষ টাকা। কাজের মধ্যে ছিল ৩৯৪৯৮ বর্গমিটার একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ১২৭১০ বর্গ মিটার ডরমেটরি ভবন নির্মাণ, ১৫১০ বর্গমিটার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বাসভবন নির্মাণ, ভূমি/সাইট উন্নয়ন ও অন্যান্য খরচ বাবদ মোট ১২,৩০৩.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়। সেবা খাতের মধ্যে ভূমি ক্রয়, সেবা ও সরবরাহ, যানবাহন ও অন্যান্য মেরামতের জন্য মোট ১,১৮৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। মূল প্রকল্পে মোট ১৯০৯৬.২৫ লক্ষ টাকার ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়।

মূল ডিপিপিতে যানবাহনের সংখ্যা এবং ব্যয় ও ক্রয়ে সময় উল্লেখ ছিল না। দ্বিতীয় সংশোধনীতে পরিমাণ ও সময় উল্লেখ করা হয়। সমস্ত পণ্য ক্রয় জুন ২০১৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা করা হয় এবং পণ্য ক্রয়ের ব্যয় ৫,৮৩০.৬৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয় যা মূল ডিপিপি থেকে ২২৫.০০ লক্ষ টাকা বেশি।

দ্বিতীয় সংশোধনীতে কাজের পরিমাণ ও ব্যয় বরাদ্দ বিভিন্ন খাত অনুযায়ী বিভাজন করা হয়। অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ১৭৪২৫ বর্গ মিটার নির্ধারণ করা হয় এবং বরাদ্দ রাখা হয় ৪,৩৪০.১৩ লক্ষ টাকা। সকল নির্মাণ কাজ আগস্ট ২০১৪ এর মধ্যে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয় সংশোধনীতে পণ্য ক্রয়ের পরিকল্পনা আরও বিস্তৃতভাবে করা হয় এবং পরিকল্পিত পণ্য ক্রয়ের জন্য ৫,৫২৫.৬৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়। ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল পণ্য ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ক্রয় সমাপ্ত করা হয়। প্রত্যেক ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির জন্য আলাদাভাবে ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়। ক্রয় পরিকল্পনা সারণি নং ১.৮ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১.৮: প্রকল্পের পণ্য ক্রয়

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
					দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জিপ	সংখ্যা	১	সরাসরি ক্রয়	৫০.০০	ফেব্রুয়ারি ২০১১	মে ২০১১	জুন ২০১১
মাইক্রোবাস	সংখ্যা	৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	১৩৪.০০	ফেব্রুয়ারি ২০১২	মে ২০১২	জুন ২০১২
মাইক্রোবাস	সংখ্যা	২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	৭৭.০০	অক্টোবর ২০১৫	ডিসেম্বর ২০১৫	ফেব্রুয়ারি ২০১৬
মেশিনারি ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	১১ ট্রেড	উন্মুক্ত দরপত্র / সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি	৪৩৬০.৮৫	জুলাই ২০১৩	ডিসেম্বর ২০১৪	জুন ২০১৫
আসবাব পত্র	সংখ্যা	৫০৫৯	সরাসরি ক্রয়	৫১৭.৮০	অক্টোবর ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	জুন ২০১৫
আসবাব পত্র	সংখ্যা	৩০৩০	সরাসরি ক্রয়	৩৬৮.০০	ডিসেম্বর ২০১৬	মার্চ ২০১৭	জুন ২০১৭
অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	৬.০০	জুলাই ২০১১	আগস্ট ২০১৩	ডিসেম্বর ২০১৪
অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	৫.০০	জুলাই ২০১৬	সেপ্টেম্বর ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৬
অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	৭.০০	জুলাই ২০১৬	সেপ্টেম্বর ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৬

সারণি ১.৯: প্রকল্পের কাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
						দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মুন্সীগঞ্জ								
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৩০৫.৪৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	মন্ত্রণালয়	১৭৩০.০০	৮ জুলাই ২০১২	৬ জানুয়ারি ২০১৩	৩০ এপ্রিল ২০১৬
ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৫২৪.৬২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	৬০৫.০০	১২ জুন ২০১২	১২ নভেম্বর ২০১২	৩১ জানুয়ারি ২০১৬
অধ্যক্ষের	বর্গ	৩০১.৯৩	উন্মুক্ত দরপত্র	এসই,	১১০.০০	১২ ফেব্রুয়ারি	১৭ জুলাই	১৫

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
						দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ	মিটার		পদ্ধতি (স্থানীয়)	পিডব্লিউডি		২০১২	২০১৩	ফেব্রুয়ারি ২০১৬
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	৪০২.৩১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৯৫.০০	১২ ডিসেম্বর ২০১২	২৫ এপ্রিল ২০১৩	৩১ জানুয়ারি ২০১৬
সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৬৯.৬৭	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১৯.২৪	১৯ মার্চ ২০১৫	২১ মে ২০১৫	২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫
আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার নির্মাণ	গ্যালন	২০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৩৫.৮৭	১৯ মার্চ ২০১৫	২১ মে ২০১৫	২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫
গ্যারেজ ও সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	৫৮.৬৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	২২.০০	১১ জুন ২০১৫	১৫ অক্টোবর ২০১৫	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
ডিপটিউবওয়েল ও সরবরাহ লাইন স্থাপন	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৪১.৯৮	১৯ মার্চ২০১৫	১৫ জুন ২০১৫	১৫ অক্টোবর ২০১৫
কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মাণ	মিটার	১৮৮.৩৫	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	১২.০০	১ মার্চ ২০১৬	১ এপ্রিল ২০১৬	১ জুন ২০১৬
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	বর্গ মিটার	১২১৯.৯৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	২৯.৮০	১১ জুন ২০১৫	১৫ অক্টোবর ২০১৫	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	সংখ্যা	১	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	৫.০০	৭ মার্চ ২০১৬	৭ এপ্রিল ২০১৬	৭ জুন ২০১৬
সয়েল টেস্ট	সংখ্যা	১	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	২.৭০	৬ জুন ২০১২	১৯ জুন ২০১২	২৯ জুন ২০১২
আরবরি কালচার	সংখ্যা	১	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	৩.৬০	৫ মার্চ ২০১৬	৫ এপ্রিল ২০১৬	৫ মে ২০১৬
মহিলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৫২৩.৪৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	৪৩২.৫১	১১ মে ২০১৬	১১ আগস্ট ২০১৬	১১ নভেম্বর ২০১৭
সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৭.৮৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	৫.৯৩	২৯ এপ্রিল ২০১৬	২৯ জুলাই ২০১৬	২৯ ডিসেম্বর ২০১৬
ফরিদপুর								
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৩০৫.৪৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	মন্ত্রণালয়	১৮২০.২৬	১৪ মার্চ ২০১২	১৮ জানুয়ারি ২০১২	৩০ জুন ২০১৫
ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৫২৪.৬২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	৫৩৩.২৩	১৫ মার্চ ২০১১	৬ জুন ২০১১	৩০ জুন ২০১৫
অধ্যক্ষের কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৩০১.৯৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১৩৪.৯৮	২৩ নভেম্বর ২০১১	১৩ মে ২০১২	৩০ জুন ২০১৫
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	৫০৯.৮৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১৩২.৯৯	২১ ডিসেম্বর ২০১১	২ এপ্রিল ২০১২	২ এপ্রিল ২০১৩
সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	২২৬৪৬.২৯	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৪৭.৫০	২০ ডিসেম্বর ২০১১	৫ মে ২০১৩	৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
						দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার নির্মাণ	গ্যালন	৬৯.৬৭	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১৩.০৬	২১ এপ্রিল ২০১৩	২৮ মে ২০১৩	৩০ জুলাই ২০১৩
গ্যারেজ ও সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	২০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	২৬.৬০	১ এপ্রিল ২০১২	২৬ জুন ২০১২	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২
ডিপটিউবওয়েল ও সরবরাহ লাইন স্থাপন	সংখ্যা	৫৮.৬৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১১.৭৯	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২	২৯ এপ্রিল ২০১২	২৯ জুলাই ২০১২
কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মাণ	মিটার	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৩৩.৫০	২ জুন ২০১৩	২২ অক্টোবর ২০১৩	২২ জানুয়ারি ২০১৪
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৮৮.৩৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১৫.৩৬	৮ জুন ২০১৫	২৫ জুন ২০১৫	২৫ জুলাই ২০১৫
রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	সংখ্যা	১২১৯.৯৩	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৩১.৫০	১ এপ্রিল ২০১৫	১৬ জুন ২০১৫	১৬ আগস্ট ২০১৫
সয়েল টেস্ট	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৪.৯৭	৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	২৫ এপ্রিল ২০১৫
আরবরি কালচার	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	১.০০	১৬ আগস্ট ২০১০	১৩ নভেম্বর ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১১
মহিলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৩.০০	৫ মে ২০১৫	২৬ মে ২০১৫	২৬ জুলাই ২০১৫
সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৫২৩.৪৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	৪২৯.৭৬	১১ মে ২০১৬	১১ আগস্ট ২০১৬	১১ নভেম্বর ২০১৬৭
চাঁদপুর								
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৩০৫.৪৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	মন্ত্রণালয়	১৮৮০.০০	১১ আগস্ট ২০১২	২৯ জানুয়ারি ২০১৩	৩০ জুন ২০১৬
ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৬৩০.২৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	৫৪৬.১৭	২২ ফেব্রুয়ারি ২০১১	৯ এপ্রিল ২০১২	৩০ ডিসেম্বর ২০১৫
অধ্যক্ষের কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৩৪৮.৩৮	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১২৯.৬৪	১৭ ডিসেম্বর ২০১২	২৮ মে ২০১৩	৩০ ডিসেম্বর ২০১৫
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	৪১৫.৭২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৬৫.২৬	২৭ নভেম্বর ২০১১	২৬ জানুয়ারি ২০১২	৩১ এপ্রিল ২০১৬
জমি উন্নয়ন	বর্গ মিটার	৪০১৩১.৩৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১২৭.৫০	১১ জুন ২০১২	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২	৩০ জুন ২০১৬
সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৬৯.৬৭	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১৪.০০	২৪ এপ্রিল ২০১২	২৫ জুলাই ২০১২	৩১ ডিসেম্বর ২০১৫
আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার	গ্যালন	২০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	২৫.৩৫	২০ মার্চ ২০১২	১৭ জুলাই ২০১২	৩০ জুন ২০১৪

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
						দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
নির্মাণ								
গ্যারেজ ও সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৮.৬৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৫.০৩	৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	১৫ মার্চ ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬
ডিপটিউবওয়েল ও সরবরাহ লাইন স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	২৫.০০	২৯ ডিসেম্বর ২০১৫	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬
কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মাণ	মিটার	১৮৮.৩৫	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৯.২৫	৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	১৫ মার্চ ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	বর্গ মিটার	১২১৯.৯৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৩৮.৩৫	১ অক্টোবর ২০১৫	৭ ডিসেম্বর ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬
রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৫.০০	৩০ মার্চ ২০১৬	৩০ এপ্রিল ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬
সয়েল টেস্ট	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	৩.৫০	১ জুন ২০১১১	২৪ জুন ২০১১	২৪ জুলাই ২০১১
আরবরি কালচার	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	৩.০০	১৫ এপ্রিল ২০১৬	১৫ মে ২০১৬	১৫ জুন ২০১৬
মহিলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৯৭৯.৬২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৫৫২.৫৬	১১ মে ২০১৬	১১ আগস্ট ২০১৬	১১ নভেম্বর ২০১৭
সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৪০.০০	২২ এপ্রিল ২০১৬	২২ মে ২০১৬	২২ আগস্ট ২০১৬
সিরাজগঞ্জ								
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮২১২.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	মন্ত্রণালয়	১৭২৬.৭০	৮ আগস্ট ২০১১	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৬৩০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৫৮৭.৯৫	৭ ডিসেম্বর ২০১১	১৮ জুন ২০১২	১৬ মে ২০১৫
অধ্যক্ষের কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৩০১.৯৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১২২.১৪	১৬ অক্টোবর ২০১২	২৭ জানুয়ারি ২০১৩	২৪ মে ২০১৫
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	৩৯৭.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১৫৩.৩৬	২০ অক্টোবর ২০১৩	১৪ জানুয়ারি ২০১৪	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
ভূমি উন্নয়ন	বর্গ মিটার	১৭৬১৬.৭৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৪৭.২৬	১২ আগস্ট ২০১২	১০ ডিসেম্বর ২০২১২	৩১ সেপ্টেম্বর ২০১৪
সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৫৬.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১৯.৪৮	২৪ নভেম্বর ২০১৩	৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	৩০ ডিসেম্বর ২০১৪
আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার নির্মাণ	গ্যালন	২০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	২৫.০০	২০ অক্টোবর ২০১৩	১২ ডিসেম্বর ২০১৩	১৪ মার্চ ২০১৩
গ্যারেজ ও সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	৫৮.৬৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১৬.৫০	২৪ নভেম্বর ২০১৩	৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	৩০ ডিসেম্বর ২০১৪
ডিপটিউবওয়েল ও সরবরাহ	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	২৫.০০	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	১৫ মার্চ ২০১৪	১৫ জুন ২০১৪

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
						দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
লাইন স্থাপন								
কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মাণ	মিটার	১১৬.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	৬.৩৭	৩ জুন ২০১৪	১২ অক্টোবর ২০১৪	১০ নভেম্বর ২০১৪
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৫০০.৮১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৩২.৮০	১ এপ্রিল ২০১৪	১১ জুন ২০১৪	১০ জুন ২০১৫
রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	৫.০০	৩০ মার্চ ২০১৫	৩০ এপ্রিল ২০১৫	৩০ জুন ২০১৫
সয়েল টেস্ট	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	৩.৫০	১ জুন ২০১১	২৪ জুন ২০১১	২৪ জুলাই ২০১১
আরবরি কালচার	বর্গ মিটার	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	৩.০০	৫ মে ২০১৫	২৬ মে ২০১৫	২৬ জুলাই ২০১৫
মহিলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৫২৩.৪৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	৪৩৩.৩৯	১১ মে ২০১৬	১১ আগস্ট ২০১৬	১১ নভেম্বর ২০১৭
বাগেরহাট								
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৩০৫.৪৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	মন্ত্রণালয়	১৮৩৮.৯২	১২ এপ্রিল ২০১১	২৬ মে ২০১৫	৩০ জুন ২০১৫
ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৫২৪.৬২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	৬৪৯.২৭	১০ জুলাই ২০১১	১১ আগস্ট ২০১৬	৩০ জুন ২০১৫
অধ্যক্ষের কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৩০১.৯৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১১৫.৭৯	২২ সেপ্টেম্বর ২০১১	১১ সেপ্টেম্বর ২০১১	৯ জুন ২০১৪
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	৪০৩.৫৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৪৩.৮ ০	৭ আগস্ট ২০১১	১৯ অক্টোবর ২০১১	৩০ জুন ২০১৫
জমি উন্নয়ন	ঘন মিটার	১১৩৯৮.৬৭	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১৩.৩০	২৯ মার্চ ২০১১	১২ জানুয়ারি ২০১২	২৯ মার্চ ২০১২
সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৬৯.৬৭	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১৪.৮৬	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	৫ জানুয়ারি ২০১২	২১ এপ্রিল ২০১৪
আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার নির্মাণ	গ্যালন	২০০০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৩৩.৪১	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	২৫ আগস্ট ২০১১	২৪ মে ২০১৫
গ্যারেজ ও সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	৫৮.৬৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১০.৪৬	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	৩ জুলাই ২০১৩	২১ এপ্রিল ২০১৪
ডিপটিউবওয়েল ও সরবরাহ লাইন স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	২৭.১২	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	১৮ আগস্ট ২০১৩	২৪ জুন ২০১৫
কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মাণ	মিটার	১৮৮.৩৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	১২.৮৪	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	১৮ আগস্ট ২০১৩	২৪ জুন ২০১৫
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	বর্গ মিটার	১২১৯.৯৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	২৫.৪৮	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	১৮ আগস্ট ২০১৩	২৪ জুন ২০১৫
রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৫.০০	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	১৮ আগস্ট ২০১৩	২৪ জুন ২০১৫

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
						দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
সয়েল টেস্ট	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	২.৬৫	১১ জানুয়ারি ২০১১	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১১	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১
আরবরি কালচার	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	৩.০০	৫ মার্চ ২০১৫	২৬ মে ২০১৫	২৬ জুন ২০১৫
মহিলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৫২৩.৪৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	৪৩০.৮৭	১১ মার্চ ২০১৬	১১ আগস্ট ২০১৬	১১ নভেম্বর ২০১৭
পানি শোধনাগার নির্মাণ	সংখ্যা	১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	৮৫.০০	২২ এপ্রিল ২০১৬	২২ মে ২০১৬	২২ আগস্ট ২০১৬

সারণি ১.১০: প্রকল্পের পণ্য ক্রয়ের পরিকল্পনা

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
						দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মুন্সীগঞ্জ								
কম্পাউন্ডলাইট সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৯.০০	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫	২৯ ডিসেম্বর ২০১৫	৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
লাইটিং এরেস্টার ড্রপ আউটফিউজ সরবরাহ	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৩.৩৬	৬ ডিসেম্বর ২০১৫	৩০ ডিসেম্বর ২০১৫	৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	১০০.০০	১৯ জুন ২০১৫	২ নভেম্বর ২০১৫	১ মার্চ ২০১৬
এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন	টন	৮.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসিই, পিডব্লিউডি	১৫.০০	২১ জানুয়ারি ২০১৬	২১ মার্চ ২০১৬	২১ এপ্রিল ২০১৬
পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১৬.০০	১ মার্চ ২০১৫	১৫ জুন ২০১৫	১৫ জুলাই ২০১৫
ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	২.০০	১ নভেম্বর ২০১৫	১৩ ডিসেম্বর ২০১৫	২৮ ডিসেম্বর ২০১৫
পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৩.০০	১ নভেম্বর ২০১৫	১৩ ডিসেম্বর ২০১৫	২৮ ডিসেম্বর ২০১৫
পিএ/কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসিই, পিডব্লিউডি	১২.০০	২৩ নভেম্বর ২০১৫	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	২৩ এপ্রিল ২০১৬

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
						দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ	সংখ্যা	১.০০	সরাসরি	এসিই	২০.০০	২৫ মে ২০১৫	২৫ জুন ২০১৫	২৫ এপ্রিল ২০১৬
সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন	কেডব্লিউপি	৪.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৮.০০	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫	২৩ ডিসেম্বর ২০১৫	২৬ জানুয়ারি ২০১৬
ফরিদপুর								
কম্পাউন্ডলাইট সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৭.৮৩	২৫ আগস্ট ২০১১	৩১ জানুয়ারি ২০১২	৩১ জানুয়ারি ২০১৩
লাইটিং এরেস্টার ড্রপ আউটফিউজ সরবরাহ	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	২.৭৫	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	১৩ এপ্রিল ২০১৪	১৩ অক্টোবর ২০১৪
৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	১৪৯.৯০	১৬ এপ্রিল ২০১২	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন	টন	৮.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসিই, পিডব্লিউডি	১৮.৫৬	৫ আগস্ট ২০১৩	২ জানুয়ারি ২০১৪	২ জানুয়ারি ২০১৫
পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	২.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৯.৯৫	১২ আগস্ট ২০১২	১৬ জানুয়ারি ২০১৩	১৬ জানুয়ারি ২০১৪
ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	১.৯৯	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	১৩ এপ্রিল ২০১৪	১৩ অক্টোবর ২০১৪
পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৩.৩৮	১৩ জানুয়ারি ২০১৪	১৩ এপ্রিল ২০১৪	১৩ অক্টোবর ২১৪
পিএ/কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসিই, পিডব্লিউডি	৯.৯৬	২১ এপ্রিল ২০১৪	৩১ আগস্ট ২০১৪	৩১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ	সংখ্যা	১.০০	সরাসরি	এসই	৯.৩১	২৫ মে ২০১৫	২৫ জুন ২০১৫	২৫ ডিসেম্বর ২০১৬
সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন	কেডব্লিউপি	২০.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	১৯.৯৮	১২ আগস্ট ২০১২	১৬ জানুয়ারি ২০১৩	১৬ জানুয়ারি ২০১৪
চাঁদপুর								
কম্পাউন্ডলাইট সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	১০.০০	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫	১ মার্চ ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬
লাইটিং এরেস্টার ড্রপ আউটফিউজ সরবরাহ	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	২.৫০	১২ অক্টোবর ২০১৫	৩ মার্চ ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬
৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	এসিই, পিডব্লিউডি	৫০.০০	২৯ ডিসেম্বর ২০১৫	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
						দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
			(স্থানীয়)					
এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন	টন	২৪.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	১৫.১১	৯ ডিসেম্বর ২০১৫	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬
পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	২.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১০.৫০	১২ অক্টোবর ২০১৫	১ মার্চ ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬
ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	২.০০	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫	৩ মার্চ ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬
পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৩.০০	৮ অক্টোবর ২০১৫	৬ মার্চ ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬
পিএ/কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	১২.০০	৮ অক্টোবর ২০১৫	৬ মার্চ ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬
পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ	সংখ্যা	১.০০	সরাসরি	এসিই	২৫.০০	২৫ মে ২০১৫	২৫ জুন ২০১৫	২৫ এপ্রিল ২০১৬
সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন	কেডব্লিউপি	৪.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইন, পিডব্লিউডি	৮.০০	১২ অক্টোবর ২০১৫	৮ মার্চ ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬
সিরাজগঞ্জ								
কম্পাউন্ডলাইট সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	১১.৯৭	১১ ডিসেম্বর ২০১৩	১৩ মার্চ ২০১৪	১৭ জুন ২০১৫
লাইটিং এরেস্টার ড্রপ আউটফিউজ সরবরাহ	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	২.৬০	১ নভেম্বর ২০১৩	১৫ জানুয়ারি ২০১৪	১৫ এপ্রিল ২০১৫
৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	৮৪.৫০	২ জানুয়ারি ২০১৪	২০ মার্চ ২০১৪	১৪ জুন ২০১৫
এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন	টন	২১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসিই, পিডব্লিউডি	১৫.১১	২ সেপ্টেম্বর ২০১৪	৭ জানুয়ারি ২০১৫	১৩ এপ্রিল ২০১৫
পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	৪.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসই, পিডব্লিউডি	১০.০০	২০ নভেম্বর ২০১৪	৪ মার্চ ২০১৫	১৭ জুন ২০১৫
ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইন, পিডব্লিউডি	১.৯৪	২ সেপ্টেম্বর ২০১৪	২৬ নভেম্বর ২০১৪	১৩ এপ্রিল ২০১৫
পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৮.০০	২ সেপ্টেম্বর ২০১৪	২৬ নভেম্বর ২০১৪	১৩ এপ্রিল ২০১৫
পিএ/কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইন, পিডব্লিউডি	৯.৭৭	২ সেপ্টেম্বর ২০১৪	৩ মার্চ ২০১৫	১৩ এপ্রিল ২০১৫

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
						দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ	সংখ্যা	১.০০	সরাসরি	এসিই, পিডব্লিউডি	১৯.২০	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	২৫ মার্চ ২০১৫	২৫ এপ্রিল ২০১৫
সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন	কেডব্লিউপি	৪.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসই, পিডব্লিউডি	৯.৮২	২ সেপ্টেম্বর ২০১৪	১০ ডিসেম্বর ২০১৪	১৩ এপ্রিল ২০১৫
বাগেরহাট								
কম্পাউন্ডলাইট সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসিই, পিডব্লিউডি	১০.০০	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	৪ আগস্ট ২০১৩	২৩ জুন ২০১৩
৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	৮৮.০০	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	৪ আগস্ট ২০১৩	২৩ জুন ২০১৩
এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন	টন	৮.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসিই, পিডব্লিউডি	১৫.০০	২৭ মার্চ ২০১৩	৪ আগস্ট ২০১৩	২৫ জুন ২০১৫
পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	২.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (স্থানীয়)	এসিই, পিডব্লিউডি	১০.৫০	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	৪ আগস্ট ২০১৩	২৩ জুন ২০১৩
ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইন, পিডব্লিউডি	২.০০	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	৪ আগস্ট ২০১৩	২৩ জুন ২০১৩
পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এক্সইন, পিডব্লিউডি	৩.০০	৩০ এপ্রিল ২০১৫	১১ জুন ২০১৫	২৭ জুন ২০১৫
পিএ/কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসিই, পিডব্লিউডি	১২.০০	৩০ এপ্রিল ২০১৫	২৫ জুন ২০১৫	২৮ জুন ২০১৫
পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ	সংখ্যা	১.০০	সরাসরি	এসিই, পিডব্লিউডি	৯.৮৪	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	২৫ মার্চ ২০১৫	২৫ এপ্রিল ২০১৫
সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন	কেডব্লিউপি	৪.০০	স্থানীয় দরপত্র	এসিই, পিডব্লিউডি	১৯.৬৪	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	৪ আগস্ট ২০১৩	২৭ মে ২০১৪

১.১১ লগ ফ্রেম

প্রকল্পের লগফ্রেম বিশ্লেষণের জন্য যাচাইযোগ্য কিছু সূচকের বিবরণ সারণি ১.৬ এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ১.১১: প্রকল্পের লগফ্রেম বিশ্লেষণের জন্য যাচাইযোগ্য কিছু সূচকের বিবরণ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমতি (IA)
কার্যক্রমের লক্ষ্য: (ক) মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন। দেশ ও বিদেশের শিল্পের উপযোগী দক্ষ করে তৈরি করা। (খ) দেশ ও বিদেশের শ্রম বাজারের জন্য নৌযান ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।	(ক) প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ৫৭০০ জন (পুরুষ ও নারী) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবে। (খ) বেকারের হার কমবে (গ) বৈদেশিক টাকা প্রেরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পাবে।	(ক) প্রশিক্ষণ পরিসংখ্যান (খ) নিয়োগ তথ্য (গ) বৈদেশিক টাকা পাঠানোর তথ্য।	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন। দেশ ও বিদেশের শিল্পের উপযোগী দক্ষ করে তৈরি করা। (খ) প্রতি বছর ৫৭০০ জনবল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করবে।	(ক) ৫টি আইএমটি নির্মাণ (খ) ৫৭০০ জনবল প্রশিক্ষিত।	(ক) প্রয়োজনীয় মান অনুযায়ী নির্মাণ সমাপ্তির পর সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প প্রতিবেদন। (খ) প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন।	(ক) প্রকল্প জনবলের দক্ষ ব্যবস্থাপনা। (খ) পণ্য ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহে কোন বিলম্ব না হওয়া।
ফলাফল: (ক) মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন। (খ) প্রতি বছর ৫৭০০ জন প্রশিক্ষিত জনবল।	(ক) এই আইএমটিসমূহ হবে ৫৭০০ জন প্রশিক্ষিত জনবল ও নিয়োগ প্রাপ্ত। (খ) অবকাঠামো উন্নয়ন। (গ) যন্ত্রপাতি সংগৃহীত। (ঘ) ৫টি আইএমটিতে ১১৪০ জনবল নিয়োগ।	(ক) আইএমইডির পিসিআর প্রতিবেদন। (খ) পিসিআর।	(ক) সময়মত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। (খ) সময়মত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়। (গ) সময়মত জনবল নিয়োগ।
যোগান দেয়া ও আদান জিওবি ২২৮৮২.৫৮ লক্ষ টাকা। (১) একাডেমিক ও অন্যান্য ভবন নির্মাণ। (২) যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ। (৩) প্রকল্প পরিচালনায় জনবল নিয়োগ।	মন্ত্রণালয়: কার্যক্রম পরিবীক্ষণ পিডব্লিওডি: নির্মাণ তদারকি ও সমাপ্ত করা বিএমইটি: যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও জনবল নিয়োগ।	(ক) পিডব্লিওডি প্রতিবেদন। (খ) আইএমইডি প্রতিবেদন।	(ক) সময়মত জমি অধিগ্রহণ। (খ) সময়মত অর্থ ছাড়। (গ) সময়মত দরপত্র আহ্বান।

১.১২ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

প্রকল্পের টেকসই বিবেচনায় জনবল, আর্থিক, অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নির্বাচন ও নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারি রাজস্ব খাত থেকে জনবলের বেতন ও অন্যান্য খরচ নির্বাহ করা হয়। অবকাঠামো উন্নয়নে সংস্থানকৃত ব্যয় যথাযথভাবে নির্বাহ হয়েছে। স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সম্পদের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি। সামাজিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ইতিবাচক দিক প্রতিফলিত হয়েছে। জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। জনগণের চাহিদার দিকটি বিবেচিত হয়েছে। টেকসই অর্জনে যে শতগুলো পূরণ হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে

সার্বিক দিক নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে। পরিবেশের ক্ষতি হয়নি। ভৌতিক অবকাঠামো টেকসই নিশ্চিত হয়েছে। টেকসই বাস্তবায়নে দক্ষভাবে পরিচালিত হয়েছে ও ভবিষ্যতে হবে। আইএমটিগুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী নিয়মিত ভর্তি হচ্ছে। এ সকল বিবেচনায় প্রকল্পটি টেকসই বলা যায়। তবে অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের পিডব্লিওডি দায়িত্ব পালন করে এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতে জন্য কোন জনবল ও অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে। সুপারিশ করা হচ্ছে প্রকল্পটি প্রডাকটিভ ক্ষেত্রে দৃশ্যমান এবং বাস্তবায়নে কোন বাধা আসেনি। একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মালটিফেরিয়াস আউট কাম অর্জিত হয়েছে।

আইএমটি থেকে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের সিডিসি প্রদান করার দায়িত্ব হচ্ছে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের। কিন্তু বর্তমানে বিএসসি আনুষ্ঠিকভাবে সিডিসি দেয়া বন্ধ রেখেছে। নারায়নগঞ্জ আইএমটি সহ নতুন ৫টি আইএমটির শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি পর্যায় বিএসসিকে ম্যানেজ করে অনেকেই সিডিসি পেতে সামর্থ হয় এবং তারাই বিদেশী জাহাজে চাকরি করার সুযোগ পায়। এমনকি সিডিসি হোল্ডাররা দেশি মার্চেন্ট-শীপেও কাজ পেতে অগ্রাধিকার পায়। কাজেই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আইএমটি থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা যাতে সিডিসি পেতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে আলোচিত ৫টি আইএমটি এবং নারায়ণগঞ্জ আইএমটির কারিকুলাম একই হওয়ার কথা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সমস্ত দেশে এ ধরনের ইনস্টিটিউট আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিন্ন কারিকুলাম চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। কাজেই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology)

২.১ পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR)

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য যে সকল লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে তা সুনিপুণভাবে প্রতিপাদন করার জন্য চুক্তিপত্রে নির্দেশিত সময়সূচি অনুসারে কর্ম পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রভাব (Impact) মূল্যায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রাইমারি উৎস (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রকল্প সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা ও সমীক্ষা) এবং মাধ্যমিক উৎস (Secondary Information) (প্রতিবেদন, সংরক্ষিত তথ্য, দলিল ইত্যাদি) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্মাণ কার্যক্রমের মান যাচাই করা হয়েছে। মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য টুলস (Tools) হিসেবে প্রকল্পের ডিপিপি, আরডিপিপি, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি এবং প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়নের কার্যবিধিসমূহ ও কাজ পরিচালনা পদ্ধতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সংখ্যা	কার্যপরিধি	পদ্ধতি
১	প্রকল্পের বিবরণ (প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/ সংশোধনের অবস্থা, বাস্তবায়ন কাল, অনুমোদিত ব্যয়, বছর ভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন ও অর্থায়ন বিষয়ে তথ্য পর্যালোচনা।	সম্ভাব্যতা যাচই প্রতিবেদন পর্যালোচনা; ডিপিপি ও আরডিপিপি এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২	প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে পর্যালোচনা;	ডিপিপি ও আরডিপিপি এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা, সমীক্ষা, এফজিডি (FGD), মুখ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।
৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা;	ডিপিপি ও আরডিপিপি এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৪	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন (পিপিএ) ও বিধিমালা (পিপিআর) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয় পর্যালোচনা (দরপত্র প্রক্রিয়া করণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা, ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ পৃথক করা হয়েছে কিনা, পৃথক করা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা যাচাই করণ);	ডিপিপি ও আরডিপিপি এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৫	প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহীত পণ্য, কার্য ও সেবা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদির পর্যালোচনা;	ডিপিপি ও আরডিপিপি এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। মুখ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে ও কেস স্টাডি তৈরি করা হয়েছে।
৬	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত সময়সীমা, স্পেসিফিকেশন/ BoQ/ToR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা (স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগত মান নিশ্চিত	ডিপিপি ও আরডিপিপি এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। মুখ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ও কেস স্টাডি তৈরি করা হয়েছে।

সংখ্যা	কার্যপরিধি	পদ্ধতি
	করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা);	
৭	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারি ডেটা উপাত্ত সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ;	ডিপিপি ও আরডিপিপি এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সমীক্ষা, এফজিডি, মুখ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ও কেস স্টাডি তৈরি করা হয়েছে।
৮	প্রকল্প সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও বিল পরিশোধ বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা;	ডিপিপি ও আরডিপিপি এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা।
৯	প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;	আরডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ও প্রকল্পের নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
১০	প্রকল্পের শুরু হতে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য সুপারিশ প্রদান;	আরডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন ও প্রকল্পের নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সমীক্ষা, এফজিডি, মুখ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ও কেস স্টাডি তৈরি করা হয়েছে।
১১	প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ;	আরডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ও প্রকল্পের নথি পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সমীক্ষা, এফজিডি, মুখ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ও কেস স্টাডি তৈরি করা হয়েছে।
১২	প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ;	আরডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ও প্রকল্পের নথি পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সমীক্ষা, এফজিডি, মুখ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ও কেস স্টাডি তৈরি করা হয়েছে।
১৩	প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;	আরডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ও প্রকল্পের নথি পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সমীক্ষা, এফজিডি, মুখ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ও কেস স্টাডি তৈরি করা হয়েছে।
১৪	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।	আরডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ও প্রকল্পের নথি পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সমীক্ষা, এফজিডি (FGD), মুখ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ও কেস স্টাডি তৈরি করা হয়েছে।

সারণি ২.১: প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা পদ্ধতি

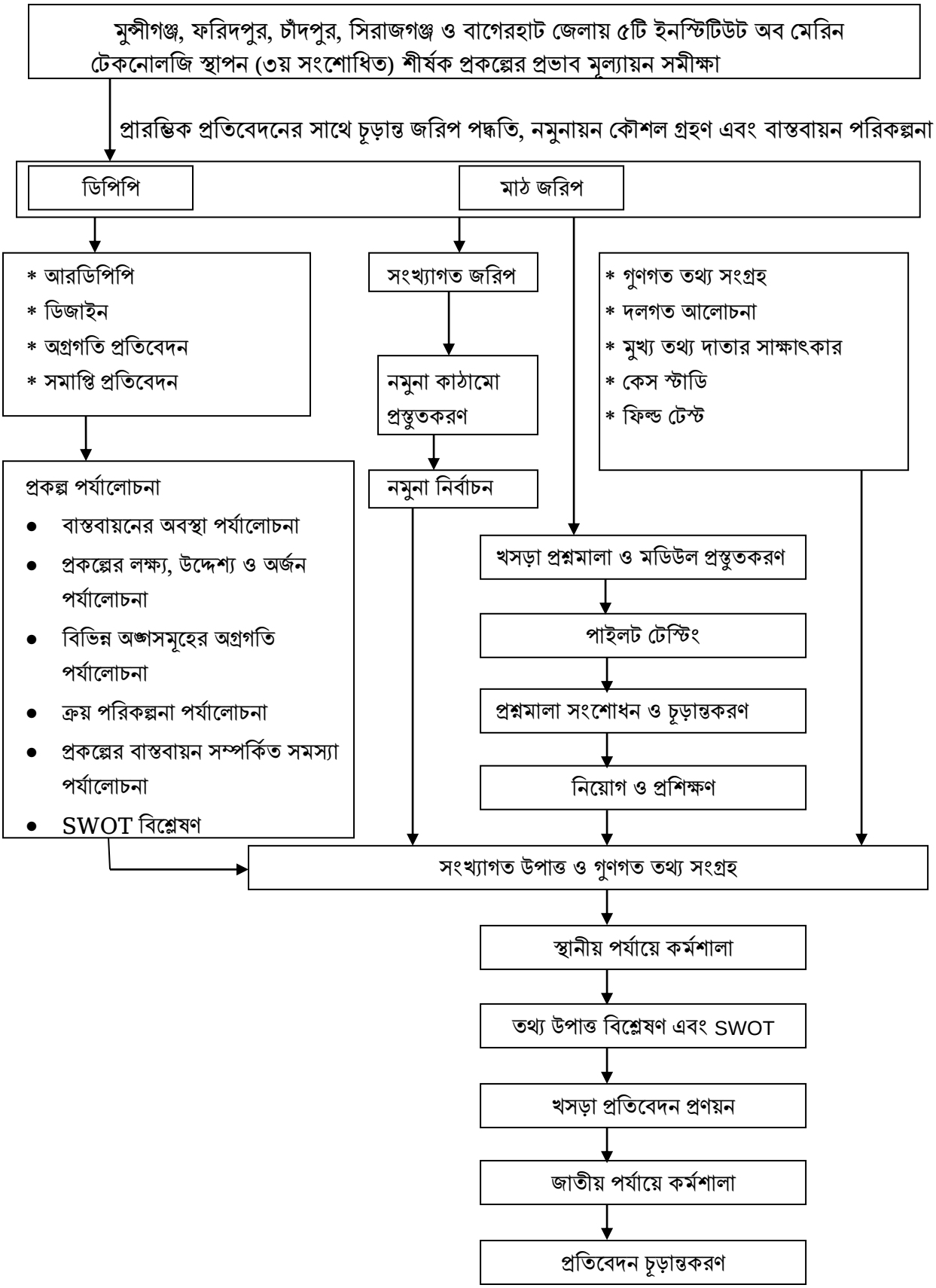

২.২ এলাকা নির্বাচন

প্রকল্পটি মোট পাঁচটি জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে ফলে সব এলাকা থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সমীক্ষাটি সম্পন্ন করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মোট ৫০৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন কৃত অঙ্গ যাচাই, নিয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি, পাস করা শিক্ষার্থীবৃন্দ, বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৩ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

বহুস্তর বিশিষ্ট নমুনা আকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। নমুনা আকার নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়ন তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনা আকার নির্ণয়ে আদর্শ পরিসংখ্যান প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনার আকার নির্ধারণে ৯৫% আস্থাস্তর, ৫% নির্ভুলতা স্তর। বর্তমানে ২০.৫% দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে এবং ২.০০% ডিজাইন ইফেক্ট উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রদত্ত প্রিভেলেন্স হার আস্থাস্তর ও ডিজাইন ইফেক্ট ব্যবহার করে নমুনার আকার নিম্ন সূত্রের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{(Z^{২}_{০.৯৫} \quad PQ)\ (df)}{e^{২}} = ৫০০.৮৬৭৮০৮$$

এখানে,

n = নমুনার আকার

P = নির্বাচন টার্গেট প্যারামিটার = ২০.৫%

Q = ১-P

Df = ডিজাইন ফ্যাক্টর

Z= ১.৯৬ [Standard normal variate (confidence interval at ৯৫% level of significance)]

E = ৫% ভুলের মাত্রা

সমীক্ষাটি সম্পন্ন করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মোট ৫০৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪ নমুনা বাছাই প্রক্রিয়া

সমীক্ষাটি সম্পন্ন করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মোট ৫০৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের উন্নয়নকৃত অঙ্গ যাচাই, নিয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি, পাস করা শিক্ষার্থীবৃন্দ, বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং নমুনা বিতরণের চিত্র সারণি ২.২ প্রদান করা হলো।

সারণি ২.২: নমুনা বিতরণের চিত্র

	নমুনার ধরন ও একক	প্রতি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির এলাকা থেকে নমুনার সংখ্যা			গণপূর্ত প্রতিনিধি	মোট
		সাক্ষাৎকার	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন	মুখ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার		
১	মুন্সীগঞ্জ মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট	৭৩	২০	১০	২	১০৫
২	ফরিদপুর মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট	৫৬	১৭	১০	২	৮৫
৩	চাঁদপুর মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট	৭৩	২০	১০	৩	১০৬
৪	সিরাজগঞ্জ মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট	৭৩	২০	১০	২	১০৫
৫	বাগেরহাট মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট	৭৩	১৬	১০	৩	১০২
	মোট	৩৪৮	৯৩	৫০	১২	৫০৩

২.৫ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহকারীদের ট্রেনিং

জরিপ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রগুলি সহজ ও জটিল উভয় ধরনের বিশ্লেষণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রগুলিতে জনমিতিক, উন্নয়ন, নিয়োগ, দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র তৈরিতে বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। আইএমইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে এবং সংক্ষিপ্ত মাঠ পরিদর্শন করে ফিল্ডে টেস্টের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে।

যোগ্যতা সম্পন্ন পাঁচজন গবেষণা সহকারী, পাঁচজন সুপারভাইজার এবং ১০ জন তথ্য সংগ্রহকারীর মাধ্যমে মাঠ থেকে সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের বিস্তারিত ভাবে শ্রেণিকক্ষে ও মাঠ পর্যায়ে থেকে তথ্য সংগ্রহ ও ডিজিটাল টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের ও ডেটা সম্পাদনের উপর এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যাতে তথ্য সংগ্রহের কৌশলে ও পদ্ধতিতে সমতা বজায় থাকে এবং তথ্যের মান বজায় থাকে। পরামর্শক ও সুপারভাইজারদের তত্ত্বাবধায়নে দলীয় আলোচনা (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন), মুখ্য ব্যক্তি সাক্ষাৎকার ও কেস স্টাডি পরিচালনা করা হয়েছে। পরামর্শকগণের তত্ত্বাবধানে ও তদারকিতে মাঠ জরিপের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

২.৬ সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বিভিন্ন স্থানে ৫টি প্রধান নির্মাণ কাজের উপর ভিত্তি করে বর্তমান প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে পরামর্শদাতাদের জন্য কার্যক্রমের দীর্ঘ তালিকা প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প মূল্যায়নে সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক উভয়

প্রকারের সূচক এবং সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সারণি ২.৩: তথ্য সংগ্রহের উপকরণসমূহের সার-সংক্ষেপ

উপকরণসমূহ	কার্যপ্রণালী	উপকরণ সমূহের উদ্দেশ্য
প্রতিবেদন পর্যালোচনা	আরডিপিপি, প্রকল্পের ডিজাইন, প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন ও প্রকল্পের নথি পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা ।	প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে সার্বিক অবস্থা ও ফলাফল পর্যালোচনা।
ব্যক্তিগত জরিপ প্রশ্নসমূহ	প্রকল্প সম্পর্কিত প্রশ্ন অনুযায়ী সুবিধাভোগীদের সাথে একক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে সুবিধাভোগীদের ধারণা বোঝার চেষ্টা করা।
মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই)	মুখ্য তথ্যদাতা হিসাবে এমন ব্যক্তি নির্বাচন করা হয়েছে যিনি প্রকল্প মূল্যায়নে যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত।	প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি, দুর্বলতা, সম্ভাবনা, ঝুঁকি এবং চলমান অবস্থা এবং সুপারিশসমূহ।
দলীয় আলোচনা (এফজিডি)	দলীয় আলোচনা কার্যক্রমে পুরুষ এবং মহিলা শিক্ষকদের সাথে খুব কাছ থেকে আলোচনা করা হয়েছে।	প্রকল্পভুক্ত প্রত্যেকটি এলাকা থেকে, এই প্রকল্প কার্যক্রমের লক্ষ্য ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা।
সরজমিনে পর্যালোচনা	এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন।	প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা, সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করা।
ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা	প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানের নমুনা প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত নথি	ক্রয় পদ্ধতির অবস্থা বিশ্লেষণ করা।
মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আইএমইডির কর্মকর্তা, ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির কর্মকর্তা ও অন্যান্য	প্রকল্পের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা।
জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা	আইএমইডির কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক দপ্তরের কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা।	ভবিষ্যতে অনুরুপ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা প্রদান।

২.৭ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

মাঠ পর্যায়ে স্মার্ট-ফোন ব্যবহার করে কম্পিউটারাইজড ওডিকে প্ল্যাটফর্ম ডেটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করে ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সুপারভাইজারদের স্মার্টফোনের মাধ্যমে জরিপ স্থান ও জরিপ কার্যক্রম পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ এবং অনুমোদন করা হয়েছে। গণনাকারী সুপারভাইজার দ্বারা অনুমোদিত ডেটা স্মার্টফোনে স্থাপন করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সদর দফতরের সার্ভারে পাঠানো হয়েছে। দুটি ইলেকট্রনিক ডেটা প্রসেসর সার্ভার সদর দফতরে স্থাপন করা হয়েছে এবং অনলাইনে ডেটার গুণমান এবং গণনাকারী এবং সুপারভাইজারদের কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়েছে।

মাঠের কাজ সম্পাদনের পর সম্পূর্ণ প্রশ্নমালাগুলো পরামর্শকদের নিকট দাখিল করা হয়েছে যাতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা যায়। প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে ছিল কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদনা, মুক্ত প্রশ্নমালার উত্তর, তথ্য-উপাত্ত তালিকাভুক্তকরণ ইত্যাদি।

প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা অনুধাবন এবং উপলব্ধি করার জন্য প্রকল্পের বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, প্রকল্পের কার্যকলাপ, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, প্রকল্পের সময়কাল, ব্যয়, অর্জন, ইত্যাদি, বিবেচনা করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি বুঝতে অভিজ্ঞতামূলক তথ্য ও সেকেন্ডারি রেকর্ডগুলোকে সমন্বয়ের মাধ্যমে SWOT বিশ্লেষণ নিম্নে দেখানো হলো।

S=Strength	W=Weakness
SWOT	
O=Opportunity	T=Threat

২.৮ খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন

টিম লিডারের নেতৃত্বে তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে একটি বর্ণনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে প্রকল্পের অঙ্গসমূহ উল্লেখ পূর্বক ভৌত ও আর্থিক দিকের মূল্যায়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রকৃত অর্জন এবং লক্ষ্যমাত্রা পর্যবেক্ষণ করার জন্য, প্রকল্পের যাবতীয় কাজ অনুমোদিত সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রোফর্মা (RDPP) অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা যাচাই ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের যাবতীয় কর্মকান্ড উহার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারছে কিনা তা মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়ন সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের যাবতীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য (দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন, অনুমোদন ইত্যাদি) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা হয়েছে। প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে প্রভাব (Impact) মূল্যায়নের ফলাফল এবং সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়ন সংস্থাকে ভবিষ্যৎ প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২.৯ সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

সারণি ২.৪: সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Time-Based Work Plan)

নং	কাজের নাম ও তারিখ		ফেব্রুয়ারি ২০২২				মার্চ ২০২২				এপ্রিল ২০২২				মে ২০২২			
		সপ্তাহ>>>	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	চুক্তিপত্র	২/২/২০২২																
২	আইএমইডি-র সঙ্গে সূচনা সভা	৩/২/২০২২																
৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা	৩/২/২০২২																
৪	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সূচনা সভা	৬/২/২০২২																
৫	প্রভাব মূল্যায়নের জন্য কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্মপরিকল্পনা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ	৬/২/২০২২ ১৩/২/২০২২																
৬	কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্ম পরিকল্পনা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল	১৪/২/২০২২																
৭	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা	১৫/২/২০২২																
৮	টেকনিক্যাল কমিটি সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন	১৬/২/২০২২																

নং	কাজের নাম ও তারিখ		ফেব্রুয়ারি ২০২২				মার্চ ২০২২				এপ্রিল ২০২২				মে ২০২২			
		সপ্তাহ>>>	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৯	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপ স্টিয়ারিং কমিটির সভার	১৭/২/২০২২																
১০	চূড়ান্ত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল	১৪/৩/২০২২																
১১	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	১৬/৩/২০২২																
১২	তথ্য সংগ্রহকারীদের মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ	১৯/৩/২০২২																
১৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং উপকারভোগীদের তালিকা এবং যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ	২০/৩/২০২২ ৩০/৩/২০২২																
১৪	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও সরেজমিনে পরিদর্শন	২০/৩/২০২২ ৪/৪/২০২২																
১৫	প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণের সাথে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ	২০/৩/২০২২ ৪/৪/২০২২																
১৬	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট পূরণ করা	২০/৩/২০২২ ৪/৪/২০২২																
১৭	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	২০/৩/২০২২ ৪/৪/২০২২																
১৮	তথ্য উপাত্ত কোডিং, এন্ট্রিকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	১/৪/২০২২ ১০/৪/৩/২০২																
১৯	স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন	৩০/৩/২০২২																
২০	১ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	১৭/৪/২০২২																
২১	১ম খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা	২০/৪/২০২২																
২২	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন	০৯/৫/২০২২																
২৩	১ম খসড়া প্রতিবেদনের স্টিয়ারিং কমিটির সভা	১২/৫/২০২২																
২৪	২য় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	২০/৫/২০২২																
২৫	প্রতিবেদনের উপর জাতীয় কর্মশালা আয়োজন	২৪/৫/২০২২																
২৬	কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সংযোজন ও দাখিল	৫/৬/২০২২																
২৭	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা	৯/৬/২০২২																
২৮	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	১৫/৬/২০২২*																

* আনুমানিক সমাপ্তির তারিখ আইএমইডি থেকে মন্তব্য প্রাপ্তির তারিখের উপর নির্ভরশীল।

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক অগ্রগতি হচ্ছে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়, প্রধান প্রধান কার্যক্রম, অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) এবং তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ ও বিশ্লেষণ।

৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ, অগ্রগতি ও পর্যালোচনা

"মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি পাঁচটি জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিতে একাধিক অঙ্গের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, পণ্য ক্রয়, সরবরাহ কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাস্তবায়নকৃত কাজসমূহ প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী ভৌত কাজের তালিকা, পরিমাণ ও আরডিপিপি (৩য় সংশোধিত) অনুযায়ী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণ সারণি নং ৩.১ এ উপস্থাপন করা হলো;

সারণি ৩.১: প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী ভৌত কাজের তালিকা

কাজের ধরন	একক	পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্জন	অগ্রগতি (%)
মুন্সীগঞ্জ					
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৩০৫.৪৬	১৭৩০.০০	৮৩০৫.৪৬	১০০
ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৫২৪.৬২	৬০৫.০০	২৫২৪.৬২	১০০
অধ্যক্ষের কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৩০১.৯৩	১১০.০০	৩০১.৯৩	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	৪০২.৩১	৯৫.০০	৪০২.৩১	১০০
সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৬৯.৬৭	১৯.২৪	৬৯.৬৭	১০০
আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার নির্মাণ	গ্যালন	২০০০০	৩৫.৮৭	২০০০০	১০০
গ্যারেজ ও সাইকেল শেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	৫৮.৬৪	২২.০০	৫৮.৬৪	১০০
ডিপটিউবওয়েল ও সরবরাহ লাইন স্থাপন	সংখ্যা	১	৪১.৯৮	১	১০০
কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মাণ	মিটার	১৮৮.৩৫	১২.০০	১৮৮.৩৫	১০০
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	বর্গ মিটার	১২১৯.৯৩	২৯.৮০	১২১৯.৯৩	১০০
সয়েল টেস্ট	সংখ্যা	১	২.৭০	১	১০০
আরবরি কালচার	সংখ্যা	১	৩.৬০	১	১০০
মহিলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৫২৩.৪৬	৪৩২.৫১	১৫২৩.৪৬	১০০
সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৭.৮৪	৫.৯৩	২৭.৮৪	১০০
ফরিদপুর					
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৩০৫.৪৬	১৮২০.২৬	৮৩০৫.৪৬	১০০
ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৫২৪.৬২	৫৩৩.২৩	২৫২৪.৬২	১০০
অধ্যক্ষের কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৩০১.৯৩	১৩৪.৯৮	৩০১.৯৩	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	৫০৯.৮৬	১৩২.৯৯	৫০৯.৮৬	১০০
সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	২২৬৪৬.২৯	৪৭.৫০	২২৬৪৬.২৯	১০০
আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার নির্মাণ	গ্যালন	৬৯.৬৭	১৩.০৬	৬৯.৬৭	১০০
গ্যারেজ ও সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	২০০০০	২৬.৬০	২০০০০	১০০
ডিপটিউবওয়েল ও সরবরাহ লাইন স্থাপন	সংখ্যা	৫৮.৬৪	১১.৭৯	৫৮.৬৪	১০০
কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মাণ	মিটার	১.০০	৩৩.৫০	১.০০	১০০
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৮৮.৩৫	১৫.৩৬	১৮৮.৩৫	১০০

কাজের ধরন	একক	পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্জন	অগ্রগতি (%)
সয়েল টেস্ট	সংখ্যা	১.০০	৪.৯৭	১.০০	১০০
আরবরি কালচার	সংখ্যা	১.০০	১.০০	১.০০	১০০
মহিলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১.০০	৩.০০	১.০০	১০০
সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৫২৩.৪৬	৪২৯.৭৬	১৫২৩.৪৬	১০০
চাঁদপুর					
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৩০৫.৪৬	১৮৮০.০০	৮৩০৫.৪৬	১০০
ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৬৩০.২৪	৫৪৬.১৭	২৬৩০.২৪	১০০
অধ্যক্ষের কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৩৪৮.৩৮	১২৯.৬৪	৩৪৮.৩৮	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	৪১৫.৭২	৬৫.২৬	৪১৫.৭২	১০০
ভূমি উন্নয়ন	বর্গ মিটার	৪০১৩১.৩৪	১২৭.৫০	৪০১৩১.৩৪	১০০
সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৬৯.৬৭	১৪.০০	৬৯.৬৭	১০০
আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার নির্মাণ	গ্যালন	২০০০০	২৫.৩৫	২০০০০	১০০
গ্যারেজ ও সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৮.৬৪	৫.০৩	২৮.৬৪	১০০
ডিপটিউবওয়েল ও সরবরাহ লাইন স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	২৫.০০	১.০০	১০০
কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মাণ	মিটার	১৮৮.৩৫	৯.২৫	১৮৮.৩৫	১০০
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	বর্গ মিটার	১২১৯.৯৩	৩৮.৩৫	১২১৯.৯৩	১০০
সয়েল টেস্ট	সংখ্যা	১.০০	৩.৫০	১.০০	১০০
আরবরি কালচার	সংখ্যা	১.০০	৩.০০	১.০০	১০০
মহিলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৯৭৯.৬২	৫৫২.৫৬	১৯৭৯.৬২	১০০
সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	১.০০	৪০.০০	১.০০	১০০
সিরাজগঞ্জ					
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮২১২.০০	১৭২৬.৭০	৮২১২.০০	১০০
ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৬৩০.০০	৫৮৭.৯৫	২৬৩০.০০	১০০
অধ্যক্ষের কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৩০১.৯৩	১২২.১৪	৩০১.৯৩	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	৩৯৭.০০	১৫৩.৩৬	৩৯৭.০০	১০০
ভূমি উন্নয়ন	বর্গ মিটার	১৭৬১৬.৭৬	৪৭.২৬	১৭৬১৬.৭৬	১০০
সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৫৬.০০	১৯.৪৮	৫৬.০০	১০০
আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার নির্মাণ	গ্যালন	২০০০০	২৫.০০	২০০০০	১০০
গ্যারেজ ও সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	৫৮.৬৪	১৬.৫০	৫৮.৬৪	১০০
ডিপটিউবওয়েল ও সরবরাহ লাইন স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	২৫.০০	১.০০	১০০
কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মাণ	মিটার	১১৬.০০	৬.৩৭	১১৬.০০	১০০
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৫০০.৮১	৩২.৮০	১৫০০.৮১	১০০
সয়েল টেস্ট	সংখ্যা	১.০০	৩.৫০	১.০০	১০০
আরবরি কালচার	বর্গ মিটার	১.০০	৩.০০	১.০০	১০০
মহিলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৫২৩.৪৬	৪৩৩.৩৯	১৫২৩.৪৬	১০০
বাগেরহাট					
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৩০৫.৪৬	১৮৩৮.৯২	৮৩০৫.৪৬	১০০
ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	২৫২৪.৬২	৬৪৯.২৭	২৫২৪.৬২	১০০
অধ্যক্ষের কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৩০১.৯৩	১১৫.৭৯	৩০১.৯৩	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	৪০৩.৫৩	৪৩.৮ ০	৪০৩.৫৩	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মিটার	১১৩৯৮.৬৭	১৩.৩০	১১৩৯৮.৬৭	১০০
সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	৬৯.৬৭	১৪.৮৬	৬৯.৬৭	১০০
আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার নির্মাণ	গ্যালন	২০০০০	৩৩.৪১	২০০০০	১০০
গ্যারেজ ও সাইকেলশেড নির্মাণ	বর্গ মিটার	৫৮.৬৪	১০.৪৬	৫৮.৬৪	১০০
ডিপটিউবওয়েল ও সরবরাহ লাইন স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	২৭.১২	১.০০	১০০
কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মাণ	মিটার	১৮৮.৩৫	১২.৮৪	১৮৮.৩৫	১০০

কাজের ধরন	একক	পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্জন	অগ্রগতি (%)
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	বর্গ মিটার	১২১৯.৯৩	২৫.৪৮	১২১৯.৯৩	১০০
সয়েল টেস্ট	সংখ্যা	১.০০	২.৬৫	১.০০	১০০
আরবরি কালচার	সংখ্যা	১.০০	৩.০০	১.০০	১০০
মহিলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৫২৩.৪৬	৪৩০.৮৭	১৫২৩.৪৬	১০০

প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন ও সরেজমিন পরিদর্শনে অবহিত হওয়া যায় যে, ঐ এলাকার ১০০% অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সংশ্লিষ্ট জেলার গণপূর্ত অধিদপ্তর অফিস সম্পাদন করেছে। সমাপ্ত প্রতিবেদনে যদিও রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ও পানি শোধনাগার নির্মাণ দেখানো হয়েছে কিন্তু বাস্তবে এগুলো পাওয়া যায়নি। তবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় এ গুলোর অব্যয়িত টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে। পানি শোধনাগারও সেখানে হয়নি, তার অব্যয়িত টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে।

পানি শোধনাগার স্থাপনের ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক থেকে জানা যায় যে, মুন্সীগঞ্জ ও ফরিদপুরে ডিপ টিউব ওয়েলের পানিতে আয়রণের পরিমাণ কম থাকায় আয়রণ প্লান্ট (IRP) করা হয়নি। বাগেরহাটের পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেশি থাকায় লবণাক্ততা কমিয়ে পানি খাবার উপযোগী করার মত ডিস্যালিনিটি প্লান করা হয়েছে। এলাকাভিত্তিক অন্যান্য অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সারণি নং ৩.২ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.২: নির্মাণ কাজ ছাড়া অন্য অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পণ্যের বিবরণ/পণ্য ক্রয়	একক	পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্জন	অগ্রগতি (%)
মুন্সীগঞ্জ					
কম্পাউন্ডলাইট সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	৯.০০	১.০০	১০০
লাইটেনিং এরেস্টার ড্রপ আউটফিউজ সরবরাহ	সংখ্যা	১.০০	৩.৩৬	১.০০	১০০
৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	১০০.০০	১.০০	১০০
এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন	টন	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	১০০
পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	১৬.০০	১.০০	১০০
ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	২.০০	১.০০	১০০
পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	৩.০০	১.০০	১০০
পিএ/কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	১২.০০	১.০০	১০০
পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ	সংখ্যা	১.০০	২০.০০	১.০০	১০০
সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন	কেডব্লিউপি	৪.০০	৮.০০	৪.০০	১০০
ফরিদপুর					
কম্পাউন্ডলাইট সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	৭.৮৩	১.০০	১০০
লাইটেনিং এরেস্টার ড্রপ আউটফিউজ সরবরাহ	সংখ্যা	১.০০	২.৭৫	১.০০	১০০
৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	১৪৯.৯০	১.০০	১০০
এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন	টন	৮.০০	১৮.৫৬	৮.০০	১০০
পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	২.০০	৯.৯৫	২.০০	১০০
ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	১.৯৯	১.০০	১০০
পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	৩.৩৮	১.০০	১০০
পিএ/কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	৯.৯৬	১.০০	১০০
পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ	সংখ্যা	১.০০	৯.৩১	১.০০	১০০
সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন	কেডব্লিউপি	২০.০০	১৯.৯৮	২০.০০	১০০
চাঁদপুর					
কম্পাউন্ডলাইট সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	১০.০০	১.০০	১০০
লাইটেনিং এরেস্টার ড্রপ আউটফিউজ সরবরাহ	সংখ্যা	১.০০	২.৫০	১.০০	১০০

পণ্যের বিবরণ/পণ্য ক্রয়	একক	পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্জন	অগ্রগতি (%)
৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	৫০.০০	১.০০	১০০
এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন	টন	২৪.০০	১৫.১১	২৪.০০	১০০
পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	২.০০	১০.৫০	২.০০	১০০
ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	২.০০	১.০০	১০০
পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	৩.০০	১.০০	১০০
পিএ/কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	১২.০০	১.০০	১০০
পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ	সংখ্যা	১.০০	২৫.০০	১.০০	১০০
সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন	কেডব্লিউপি	৪.০০	৮.০০	৪.০০	
সিরাজগঞ্জ					
কম্পাউন্ডলাইট সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	১১.৯৭	১.০০	১০০
লাইটেনিং এরেস্টার ড্রপ আউটফিউজ সরবরাহ	সংখ্যা	১.০০	২.৬০	১.০০	১০০
৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	৮৪.৫০	১.০০	১০০
এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন	টন	২১.০০	১৫.১১	২১.০০	১০০
পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	৪.০০	১০.০০	৪.০০	১০০
ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	১.৯৪	১.০০	১০০
পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	৮.০০	১.০০	১০০
পিএ/কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	৯.৭৭	১.০০	১০০
পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ	সংখ্যা	১.০০	১৯.২০	১.০০	১০০
সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন	কেডব্লিউপি	৪.০০	৯.৮২	৪.০০	১০০
বাগেরহাট					
কম্পাউন্ডলাইট সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	১০.০০	১.০০	১০০
৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	৮৮.০০	১.০০	১০০
এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন	টন	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	১০০
পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	২.০০	১০.৫০	২.০০	১০০
ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	২.০০	১.০০	১০০
পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	৩.০০	১.০০	১০০
পিএ/কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১.০০	১২.০০	১.০০	১০০
পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ	সংখ্যা	১.০০	৯.৮৪	১.০০	১০০
সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন	কেডব্লিউপি	৪.০০	১৯.৬৪	৪.০০	১০০

নির্মাণ কাজের মতই পণ্য ক্রয় কার্যক্রমও ঐ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলার গণপূর্ত অধিদপ্তর অফিস সম্পাদন করেছে। বাস্তবে দেখা যায় যে পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন এবং সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন করার পর থেকেই কাজ করছে না।

পিএবিএক্স সিস্টেম ও সোলার প্যানেল স্থাপন করার পর চলমান অবস্থাতে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তিতে পিএবিএক্স এর ব্যবহার না করতে করতে (মোবাইল ফোনের অধিক ব্যবহারের কারণে) এটা অকেজো হয়ে পরে।

সোলার প্যানেলের ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিদ্যুতের পরিমাণে কোন প্রকার ঘাটতি না থাকায় সোলার প্যানেলের ব্যবহার না করায় এটা অচল হয়ে পরে। ক্রয়কৃত পণ্যের বিবরণ সারণি নং ৩.৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৩: প্রকল্প অফিসের জন্য ক্রয়কৃত পণ্য

	পণ্যের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্জন	অগ্রগতি (%)
১	জীপ	সংখ্যা	১	৫০.০০	১	১০০
২	মাইক্রোবাস	সংখ্যা	৪	১৩৪.০০	৪	১০০
৩	মাইক্রোবাস	সংখ্যা	২	৭৭.০০	২	১০০
৪	মেশিনারি ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	১১ ট্রেড	৪৩৬০.৮৫	১১ ট্রেড	১০০
৫	আসবাব পত্র	সংখ্যা	৫০৫৯	৫১৭.৮০	৫০৫৯	১০০
৬	আসবাব পত্র	সংখ্যা	৩০৩০	৩৬৮.০০	৩০৩০	১০০
৭	অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	থোক	৬.০০	থোক	১০০
৮	অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	থোক	৫.০০	থোক	১০০
৯	অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	থোক	৭.০০	থোক	১০০

৩.৩ অর্থবছর অনুযায়ী প্রকল্পের বরাদ্দ এবং অগ্রগতি

অর্থবছর অনুযায়ী প্রকল্পের বরাদ্দ ও অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য নীচের সারণি ৩.৪ এ উপস্থাপন করা হলো। উল্লিখিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে ২০১৪-২০১৫ সালে বরাদ্দ ছিল সবচেয়ে বেশি এবং অগ্রগতিও হয়েছে বেশি।

সারণি ৩.৪: প্রকল্পের আর্থিক বৎসর অনুযায়ী সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ এবং লক্ষ্য			অর্থছাড়	প্রকৃত খরচ এবং বাস্তব অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	বাস্তব (%)		মোট	টাকা	বাস্তব (%)
২০০৯-২০১০	-	-	-	-	-	-	-
২০১০-২০১১	৭৮৫.১১	৭৮৫.১১	৩.২২	৭৮৫.১১	৭৮৫.১০	৭৮৫.১০	৯৪.৯০
২০১১-২০১২	১৮৪০.৩৪	১৮৪০.৩৪	৭.৫৪	১৮৪০.৩৪	১৮৪০.২৫	১৮৪০.২৫	১০০
২০১২-২০১৩	৩৪০৫.৪১	৩৪০৫.৪১	১৩.৯৫	৩৪০৩.০০	৩৪০৩.০০	৩৪০৩.০০	১০০
২০১৩-২০১৪	৩৩৯০.৪১	৩৩৯০.৪১	১৩.৮৮	৩৪০০.০০	৩৩৯২.২৫	৩৩৯২.২৫	৯৯.৭৭
২০১৪-২০১৫	৭৮৯৮.১৭	৭৮৯৮.১৭	৩২.৩৫	৭৯৭৮.০০	৭৮৮০.৭২	৭৮৮০.৭২	৯৮.৭৮
২০১৫-২০১৬	৪০৪২.০০	৪০৪২.০০	১৬.৫৫	৩৩৬০.০০	৩২০৫.৯৭	৩২০৫.৯৭	৯৫.৪২
২০১৬-২০১৭	২১০০.০০	২১০০.০০	৮.৬০	২২৫০.০০	১৯৯২.৭৪	১৯৯২.৭৪	৭৫.২৩
২০১৭-২০১৮	৯৫৬.৮৯	৯৫৬.৮৯	৩.৯২	২১২৮.৫০	১৭৫১.২৩	১৭৫১.২৩	৮২.২৮
মোট	২৪৪১৮.৩৩	২৪৪১৮.৩৩	-	২৫১৪৪.৯৫	২৩৯৫১.২৬	২৩৯৫১.২৬	৯৫.২৫

(সূত্রঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, সেপ্টেম্বর ২০১৯।)

৩.৪ প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কাজের অন্যতম অংশ হিসেবে ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য আহরণ, তথ্যের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। আরডিপিপিতে (৩য় সংশোধিত) পণ্য, কাজ এবং পরিসেবাদি ক্রয়ের জন্য পরিকল্পনা রয়েছে। মূল্যায়ন কাজের অংশ হিসেবে ক্রয় প্রক্রিয়াগুলো পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশাবলীর আলোকে দরপত্র আহবান, দরপত্রের মূল্যায়ন, অনুমোদনের পদ্ধতি, চুক্তিপত্র প্রদান করা হয়েছে। ক্রয়কৃত পণ্য/কাজ/সেবা দরপত্রের স্পেসিফিকেশন/ বিওকিউ/ টিওআর, গুণমান এবং পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প থেকে সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

উপস্থাপনের জন্য কেস স্টাডি সম্পন্ন করা হয়। সম্পন্নকৃত কেস স্টাডিগুলি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

৩.৫ কেস স্টাডি

৩.৫.১ চাঁদপুর ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির একাডেমিক ভবন নির্মাণ

চাঁদপুর ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির একাডেমিক ভবন

গণপূর্ত অধিদপ্তর কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষও গণপূর্ত অধিদপ্তর। কাজটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৮,৮০,০০,০০০ টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরই দরপত্র আহবান করে। দৈনিক চাঁদপুর পত্রিকায় ২১/১২/২০১১ তারিখে প্রকাশিত হয়। দি ডেইলি নিউনেশন পত্রিকায় ১৮/১২/২০১১ তারিখে ও দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ১৮/১২/২০১১ তারিখ দরপত্র ছাপা হয়। দরপত্রটি পিডব্লউডি ওয়েব সাইডে ১৯/১২/২০১১ তারিখে প্রকাশ করা হয়। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ৯ জুন ২০১২ সালে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর দরপত্র গ্রহণ করেন। কাজের জন্য তিনটি দরপত্র পাওয়া যায়। কোন দরপত্র বিলম্বে জমা দেয় নাই। ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর – ২০০৮ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

দরপত্র খোলার এবং মূল্যায়নের কমিটি ছিল। দরপত্রের বৈধতার সময় ছিল ১৮০ দিন। কাজের জন্য ৩/১/২০১৩ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মূল্য ছিল ১৮,৮০,০০,০০০ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমান। উত্তীর্ণ দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ২৯/১/২০১৩। একই দিন কাজ শুরু করা হয়। কাজের জন্য ৭২০ দিন ধার্য করা ছিল কিন্তু লেগেছে ৭৩০ দিন। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয় নাই। কাজ সময় মত সমাপ্ত না হওয়ার জন্য আর্থিক সংকট ও জায়গার স্বল্পতা উল্লেখ করা হয়েছে। ১২/৬/২০১৬ তারিখে চূড়ান্ত বিল জমা করা হয় এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ২১/৬/২০১৭ তারিখে। কাজের গুণগত মান রক্ষার্থে পরীক্ষাগারে মালামাল পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষাগারের প্রতিবেদন অনুযায়ী বালু, কংক্রিট ও এম এস রডের মান ভাল ছিল।

পর্যবেক্ষণ: কাজটি দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ সম্পাদন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করণ পর্যন্ত পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে।

ঠিকাদার দরপত্র দাখিল করার পূর্বেই প্রাক্কলিত ব্যয় জেনে যাওয়ার অর্থ দাড়ায় গণর্পূত অধিদপ্তর তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করেনি।

৩.৫.২ চাঁদপুর ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি ভূগর্ভস্থ পানির আধার নির্মাণ

গণপূর্ত অধিদপ্তর, চাঁদপুর কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষও গণপূর্ত অধিদপ্তর। কাজটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৫,৩৫,০০০ টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরই দরপত্র আহবান করে। দরপত্র আহবান করা হয় ২০ মার্চ ২০১২ সালে এবং গ্রহণ করা হয় ৪ এপ্রিল ২০১২ সালে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর দরপত্র গ্রহণ করেন। কাজের জন্য ৩টি দরপত্র পাওয়া যায়।

দরপত্র খোলার কমিটি ছিল, দরপত্র মূল্যায়নের কমিটিও ছিল। দরপত্রের বৈধতার সময় ছিল ১২০ দিন। কাজের জন্য ১৭/৭/২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মূল্য ছিল ২৫,৩৫,০০০ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমান। কাজের জন্য ৯০ দিন ধার্য করা ছিল। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়। চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ছিল ২৫,৩৫,০০০ টাকা। কাজের গুণগত মান রক্ষার্থে পরীক্ষাগারে মালামাল পরীক্ষা করা হয়েছে। টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী বালু, কংক্রিট ও এম এস রডের মান ভাল ছিল। ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর – ২০০৮ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: কাজটি দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ সম্পাদন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করণ পর্যন্ত পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে।

ঠিকাদার দরপত্র দাখিল করার পূর্বেই প্রাক্কলিত ব্যয় জেনে যাওয়ার অর্থ দাড়ায় গণর্পূত অধিদপ্তর তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করেনি।

৩.৫.৩ চাঁদপুর ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির অধ্যক্ষের বাস ভবন নির্মাণ

গণপূর্ত অধিদপ্তর কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষও গণপূর্ত অধিদপ্তর। কাজটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১,২৯,৬৪,০০০ টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরই দরপত্র আহবান করে। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ২৩/১২/২০১২ তারিখে ও দি ডেইলি নিউনেশন পত্রিকায় ২০/১২/২০১২ তারিখে দরপত্র ছাপা হয়। দরপত্রটি গণর্পূত অধিদপ্তরের ওয়েব সাইডে প্রকাশ করা হয়। ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ সালে দরপত্র গ্রহণ করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর দরপত্র গ্রহণ করেন। কাজের জন্য একটি দরপত্র পাওয়া যায়।

দরপত্র খোলার কমিটি ছিল, দরপত্র মূল্যায়নের কমিটিও ছিল। দরপত্রের বৈধতার সময় ছিল ১২০ দিন। কাজের জন্য ৯/৫/২০১৩ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মূল্য ছিল ১,২৪,২৭,০০০ টাকা। উত্তীর্ণ দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ২৮/৫/২০১৩। একই দিন কাজ শুরু করা হয়। কাজের জন্য ৩৬৫ দিন ধার্য করা ছিল। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয় নাই। কাজ সময় মত শেষ না হওয়ার জন্য আর্থিক সংকট ও জায়গার স্বল্পতা উল্লেখ করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ছিল ১,২৪,২৭,০০০ টাকা। ৩০/১২/২০১৭ তারিখে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়। কাজের গুণগত মান রক্ষার্থে পরীক্ষাগারে মালামাল পরীক্ষা করা হয়েছে। নির্মাণের পূর্বে গণর্পূত অধিদপ্তর নির্মাণ সামগ্রী পরীক্ষা করেছে। টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী বালু, কংক্রিট ও এম এস রডের মান ভাল ছিল। ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: কাজটি দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ সম্পাদন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করণ পর্যন্ত পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.৫.৪ বাগেরহাট মহিলা ডরমেটরি নির্মাণ

গণপূর্ত অধিদপ্তর খুলনা কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষও খুলনা গণপূর্ত অধিদপ্তর। কাজটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪,২৯,২১,৬৭৫ টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরই দরপত্র আহবান করে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ২৯ জুন ২০১৬ সালে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, দরপত্র গ্রহণ করেন। কাজের জন্য তিনটি দরপত্র পাওয়া যায়।

দরপত্র খোলার কমিটি ছিল, দরপত্র মূল্যায়নের কমিটিও ছিল। দরপত্রের বৈধতার সময় ছিল ১৮০ দিন। কাজের জন্য ৭/৯/২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মূল্য ছিল ৪,২৯,২১,৬৭৫ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমান। উত্তীর্ণ দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ২৯/১/২০১৩। একই দিন কাজ শুরু করা হয়। কাজের জন্য ৪৫৬ দিন ধার্য করা ছিল। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয় নাই। কাজ সময় মত

শেষ না হওয়া জন্য আর্থিক সংকট উল্লেখ করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ছিল ৪,২৮,৯৪,৬৮৭ টাকা। চূড়ান্ত বিল জমাদান করা হয় ২৫/৬/২০১৮ তারিখে এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ২৮/৬/২০১৮ তারিখে। কাজের গুণগত মান রক্ষার্থে পরীক্ষাগারে মালামাল পরীক্ষা করা হয়েছে। টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী বালু, কংক্রিট ও এম এস রডের মান ভাল ছিল। কাজের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে চুক্তি মূল্য হুবহু একই হওয়ায় দরপত্রের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর - ২০০৮ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: কাজটি দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ সম্পাদন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করণ পর্যন্ত পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে।

ঠিকাদার দরপত্র দাখিল করার পূর্বেই প্রাক্কলিত ব্যয় জেনে যাওয়ার অর্থ দাড়ায় গণর্পূত অধিদপ্তর তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করেনি।

৩.৫.৫ বাগেরহাট ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির একাডেমিক ভবন নির্মাণ

বাগের হাট ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির একাডেমিক ভবন

গণপূর্ত অধিদপ্তর খুলনা কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষও গণপূর্ত অধিদপ্তর, খুলনা। কাজটি প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৭,৯৭,০৭,২৮৮ টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরই ১২/৪/২০১১ তারিখে দরপত্র আহবান করে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ১২ মে ২০১১ সালে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, বাগেরহাট দরপত্র গ্রহণ করেন।

দরপত্র খোলার কমিটি ছিল, দরপত্র মূল্যায়নের কমিটিও ছিল। কাজের জন্য ১৯/৫/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মূল্য ছিল ১৭,৯৭,০৭,২৮৮ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমান। উত্তীর্ণ দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ১১/৯/২০১১ এবং একই দিন কাজ শুরু করা হয়। কাজের জন্য ৬৬০ দিন ধার্য করা ছিল কিন্তু লেগেছে ৭৩১ দিন। কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৭,৯৭,০,০২৫ টাকা। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয় নাই। কাজ সময় মত শেষ না হওয়ার জন্য আর্থিক সংকট উল্লেখ করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ছিল ১৭,৯৭,০২,০২৫ টাকা। চূড়ান্ত বিল জমাদান করা হয় ২৫/৬/২০১৫ তারিখে এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ২৮/৬/২০১৫ তারিখে। কাজের গুণগত মান রক্ষার্থে পরীক্ষাগারে মালামাল পরীক্ষা করা হয়েছে। টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী বালু, কংক্রিট ও এম এস রডের মান ভাল ছিল। ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: কাজটি দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ সম্পাদন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করণ পর্যন্ত পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে।

ঠিকাদার দরপত্র দাখিল করার পূর্বেই প্রাক্কলিত ব্যয় জেনে যাওয়ার অর্থ দাড়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তর তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করেনি।

৩.৫.৬ বাগেরহাট ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন

গণপূর্ত অধিদপ্তর খুলনা কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষও গণপূর্ত অধিদপ্তর, খুলনা। কাজটি প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১২,০৭,২২৭ টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরই ২০/২/২০১২ তারিখে দরপত্র আহবান করে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ২৮/৩/২০১৩ তারিখে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, বাগের হাট দরপত্র গ্রহণ করেন।

দরপত্র খোলার কমিটি ছিল, দরপত্র মূল্যায়নের কমিটিও ছিল। কাজের জন্য ২৩/৭/২০১৩ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মূল্য ছিল ১০,৮০,৫৭৫ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে কম। উত্তীর্ণ দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ৪/৮/২০১৩ এবং ৫/৮/২০১৩ তারিখে কাজ শুরু করা হয়। কাজের জন্য ৩৬৫ দিন ধার্য করা ছিল। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়। চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ছিল ১০,৭৯,৪৯৮ টাকা। চূড়ান্ত বিল জমাদান করা হয় ২১/৬/২০১৫ তারিখে এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ২৫/৬/২০১৫ তারিখে।

পর্যবেক্ষণ: কাজটি দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ সম্পাদন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করণ পর্যন্ত পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.৫.৭ ফরিদপুর চারতলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ

গণপূর্ত অধিদপ্তর খুলনা জোনের অধীনে ফরিদপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ও খুলনা গণপূর্ত অধিদপ্তর। কাজটি প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪,৫৫,৯৯,৩৩৩ টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরই ১৫ মার্চ ২০১১ সালে দরপত্র আহবান করে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ১৯ এপ্রিল ২০১১ সালে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী দরপত্র গ্রহণ করেন। কাজের জন্য ১২টি দরপত্র পাওয়া যায়। দৈনিক কালের কণ্ঠে ২১ মার্চ ২০১১, দি ডেইলি ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় ২২ মার্চ ২০১১ ছাপা হয়। ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর - ২০০৮ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: কাজটি দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ সম্পাদন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করণ পর্যন্ত পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.৫.৮ ফরিদপুর মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ

গণপূর্ত অধিদপ্তর খুলনা জোনের অধীনে ফরিদপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষও খুলনা গণপূর্ত অধিদপ্তর। কাজটি প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪,২৮,৯৪,০০২ টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরই ২/৮/২০১৬ তারিখে দরপত্র আহবান করে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ৩১/৮/২০১৬ তারিখে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী দরপত্র গ্রহণ করেন। কাজের জন্য ৪টি দরপত্র পাওয়া যায়। দৈনিক কালের কণ্ঠে ৩/৮/২০১৬, দৈনিক ফরিদপুরে ৩/৮/২০১৬ ও দি ডেইলি অবজারবারে ৩/৮/২০১৬ তারিখে ছাপা হয়। দরপত্রের বৈধতার সময় ছিল ৩০০ দিন। দরপত্র খোলার কমিটি ছিল, দরপত্র মূল্যায়নের কমিটিও ছিল। চুক্তি মূল্য ছিল ৪,২৮,৯৪,০০২ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমান। কাজের অনুমোদিত সময় ছিল ১০৯৫ দিন। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়। কাজের গুণগত মান রক্ষার্থে টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী বালু, কংক্রিট ও এম এস রডের মান ভাল ছিল। ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: কাজটি দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ সম্পাদন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করণ পর্যন্ত পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে।

ঠিকাদার দরপত্র দাখিল করার পূর্বেই প্রাক্কলিত ব্যয় জেনে যাওয়ার অর্থ দাড়ায় গণর্পূত অধিদপ্তর তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করেনি।

৩.৫.৯ সিরাজগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির একাডেমিক ভবন নির্মাণ

সিরাজগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির একাডেমিক ভবন

গণপূর্ত অধিদপ্তর কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষও গণপূর্ত অধিদপ্তর। কাজটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৭,২৬,০০,০০০ টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরই দরপত্র আহবান করে। ১৬ মে ২০১১ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। দৈনিক জনকণ্ঠে ২০ মে ২০১১ তারিখে দি ডেইলি ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় ২৩ মে ২০১১ ছাপা হয়। দৈনিক যুগের কণ্ঠে ১৯ মে ২০১১ তারিখে দরপত্র ছাপা হয়। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ১৬ জুন ২০১১ সালে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সিরাজগঞ্জ দরপত্র গ্রহণ করেন। কাজের জন্য ৪টি দরপত্র পাওয়া যায়।

দরপত্র খোলার কমিটি ছিল, দরপত্র মূল্যায়নের কমিটিও ছিল। দরপত্রের বৈধতার সময় ছিল ১৮০ দিন। কাজের জন্য ১৯ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মূল্য ছিল ১৭,২৬,০০,০০০ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমান। উত্তীর্ণ দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ৩/৮/২০১২ এবং কাজ শুরু করা হয় ১০/৮/২০১২ তারিখে। কাজের প্রকৃত ব্যয় ছিল ১৭,২৬,০০,০০০ টাকা। কাজের অনুমোদিত সময় ছিল ৭৩০ দিন। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়। চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ছিল ১৭,২৬,০০,০০০ টাকা। চূড়ান্ত বিল জমাদান করা হয় ২০/৮/২০১৪ তারিখে এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ১০/৯/২০১৪ তারিখে। কাজের গুণগত মান রক্ষার্থে টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী বালু, কংক্রিট ও এম এস রডের মান ভাল ছিল। ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর - ২০০৮ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: কাজটি দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ সম্পাদন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করণ পর্যন্ত পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে।

ঠিকাদার দরপত্র দাখিল করার পূর্বেই প্রাক্কলিত ব্যয় জেনে যাওয়ার অর্থ দাড়ায় গণর্পূত অধিদপ্তর তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করেনি।

৩.৫.১০ সিরাজগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির ডরমেটরি নির্মাণ ভবন নির্মাণ

গণপূর্ত অধিদপ্তর কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষও গণপূর্ত অধিদপ্তর। কাজটি প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৫,৮৭,০০,০০০ টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরই দরপত্র আহবান করে। ৭/১২/২০১১ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। দৈনিক জনকণ্ঠে ২০ মে ২০১১ তারিখে দি ডেইলি ফাইনানসিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায়

১০/১২/২০১১ ও দৈনিক যুগের কণ্ঠে ১০/১২/২০১১ তারিখে দরপত্র ছাপা হয়। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ১০/১/২০১২ তারিখে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ দরপত্র গ্রহণ করেন। কাজের জন্য ৫টি দরপত্র পাওয়া যায়।

দরপত্র খোলার কমিটি ছিল, দরপত্র মূল্যায়নের কমিটিও ছিল। দরপত্রের বৈধতার সময় ছিল ১৮০ দিন। কাজের জন্য ৪/৪/২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মূল্য ছিল ৫,৮৭,০০,০০০ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমান। উত্তীর্ণ দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ১১/৪/২০১২ এবং কাজ শুরু করা হয় ১৯/৪/২০১২ তারিখে। কাজের প্রকৃত ব্যয় ছিল ৫,৮৭,০০,০০০ টাকা। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়। চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ছিল ৫,৮৭,০০,০০০ টাকা। চূড়ান্ত বিল জমাদান করা হয় ১৫/১০/২০১৪ তারিখে এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ১৫/১১/২০১৪ তারিখে। কাজের গুণগত মান রক্ষার্থে টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী বালু, কংক্রিট ও এম এস রডের মান ভাল ছিল। ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: কাজটি দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ সম্পাদন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করণ পর্যন্ত পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে।

ঠিকাদার দরপত্র দাখিল করার পূর্বেই প্রাক্কলিত ব্যয় জেনে যাওয়ার অর্থ দাড়ায় গণর্পূত অধিদপ্তর তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করেনি।

৩.৫.১১ মুন্সীগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির একাডেমিক ভবন নির্মাণ

মুন্সীগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির একাডেমিক ভবন

গণপূর্ত অধিদপ্তর কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষও গণপূর্ত অধিদপ্তর। কাজটি প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৮,০৮,৭৫,১০৮ টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরই দরপত্র আহবান করে। ৭ জুন ২০১২ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ১/৮/২০১২ তারিখে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, মুন্সীগঞ্জ দরপত্র গ্রহণ করেন। কাজের জন্য ২টি দরপত্র পাওয়া যায়।

দরপত্র খোলার কমিটি ছিল, দরপত্র মূল্যায়নের কমিটিও ছিল। দরপত্রের বৈধতার সময় ছিল ১২০ দিন। কাজের প্রকৃত ব্যয় ছিল ১৭,৯৪,৩৬,৯৫২ টাকা। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়। কাজের গুণগত মান রক্ষার্থে টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী বালু, কংক্রিট ও এম এস রডের মান ভাল ছিল। ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর - ২০০৮ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: কাজটি দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ সম্পাদন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করণ পর্যন্ত পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.৫.১২ মুন্সীগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ

গণপূর্ত অধিদপ্তর কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষও গণপূর্ত অধিদপ্তর। কাজটি প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪,১৪,৩৫,৫৫৮ টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরই দরপত্র আহবান করে। ৯/১০/২০১৬ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। দৈনিক ভোরের কাগজে ৯/১০/২০১৬ তারিখে ও দি ডেইলি ফাইনানসিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় ৭/১০/২০১৬ তারিখে দরপত্র ছাপা হয়। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ১৯/১০/২০১৬ তারিখে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, মুন্সীগঞ্জ দরপত্র গ্রহণ করেন। কাজের জন্য ২টি দরপত্র পাওয়া যায়।

দরপত্র খোলার কমিটি ছিল, দরপত্র মূল্যায়নের কমিটিও ছিল। দরপত্রের বৈধতার সময় ছিল ১২০ দিন। কাজের প্রকৃত ব্যয় ছিল ৪,১৪,১৯,৭৭৬ টাকা। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়। কাজের গুণগত মান রক্ষার্থে টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী বালু, কংক্রিট ও এম এস রডের মান ভাল ছিল। ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর - ২০০৮ এর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা, পরিমাণ ও অর্জন সারণি ৩.৫ এ উপস্থাপন করা হলো।

পর্যবেক্ষণ: কাজটি দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ সম্পাদন এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করণ পর্যন্ত পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে।

সারণি ৩.৫: ক্রয় কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা, পরিমাণ ও অর্জন

	কাজের ধরন	লক্ষ্য	পরিমাণ	অর্জন
১	পূর্ত নির্মাণ	চাঁদপুর মেরিন টেকনোলজির একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৮৩০৫.৪৬ বর্গ মিটার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৮,৮০,০০,০০০ টাকা	৮৩০৫.৪৬ বর্গ মিটার (১০০%)
২	পূর্ত নির্মাণ	চাঁদপুর মেরিন টেকনোলজির ভূগর্ভস্থ পানির আধার নির্মাণ	২০০০০ গ্যালন প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৫,৩৫,০০০ টাকা	২০০০০ গ্যালন (১০০%)
৩	পূর্ত নির্মাণ	চাঁদপুর মেরিন টেকনোলজির অধ্যক্ষের বাস ভবন নির্মাণ	৩৪৮.৩৮ বর্গ মিটার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১,২৯,৬৪,০০০ টাকা	৩৪৮.৩৮ বর্গ মিটার (১০০%)
৪	পূর্ত নির্মাণ	বাগেরহাট টেকনোলজির মহিলা ডরমেটরি নির্মাণ	১৫২৩.৪৬ বর্গ মিটার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪,২৯,২১,৬৭৫ টাকা	১৫২৩.৪৬ বর্গ মিটার (১০০%)
৫	পূর্ত নির্মাণ	বাগেরহাট মেরিন টেকনোলজির একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৮৩০৫.৪৬ বর্গ মিটার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৭,৯৭,০৭,২৮৮ টাকা	৮৩০৫.৪৬ বর্গ মিটার (১০০%)
৬	পণ্য ক্রয়	বাগেরহাট মেরিন টেকনোলজির এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন	৮.০০ টন এয়ারকুলার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১২,০৭,২২৭ টাকা।	৮.০০ টন এয়ারকুলার (১০০%)
৭	পূর্ত নির্মাণ	ফরিদপুর মেরিন টেকনোলজির চারতলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	২৫২৪.৬২বর্গ মিটার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪,৫৫,৯৯,৩৩৩ টাকা।	২৫২৪.৬২বর্গ মিটার (১০০%)
৮	পূর্ত নির্মাণ	ফরিদপুর মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪,২৮,৯৪,০০২ টাকা।	(১০০%)
৯	পূর্ত নির্মাণ	সিরাজগঞ্জ মেরিন টেকনোলজির একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৮২১২.০০ বর্গ মিটার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৭,২৬,০০,০০০ টাকা	৮২১২.০০ বর্গ মিটার (১০০%)
১০	পূর্ত নির্মাণ	সিরাজগঞ্জ মেরিন টেকনোলজির ডরমেটরি নির্মাণ ভবন নির্মাণ	২৬৩০.০০ বর্গ মিটার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৫,৮৭,০০,০০০ টাকা	২৬৩০.০০ বর্গ মিটার (১০০%)
১১	পূর্ত নির্মাণ	মুন্সীগঞ্জ মেরিন টেকনোলজির একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৮৩০৫.৪৬ বর্গ মিটার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৮,০৮,৭৫,১০৮ টাকা	৮৩০৫.৪৬ বর্গ মিটার (১০০%)
১২	পূর্ত নির্মাণ	মুন্সীগঞ্জ মেরিন টেকনোলজির মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ	১৫২৩.৪৬ বর্গ মিটার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪,১৪,৩৫,৫৫৮ টাকা	১৫২৩.৪৬ বর্গ মিটার (১০০%)

৩.৬ উদ্দেশ্য অর্জন: প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য পাঁচটি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) স্থাপন যা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অবকাঠামোর গুণগত মান সন্তোষজনক। ভৌত পর্যবেক্ষণের ফলাফল হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে সকল অবকাঠামোগুলো ভাল অবস্থানে আছে। সমাপ্ত নির্মাণ কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর কাজের মান গ্রহণযোগ্য।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান নির্মাণ ও পরিচালনা শিল্পে দক্ষ লোকবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা, জলপথ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করা, এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব দূরীকরণ যা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। কারণ প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীগণের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব দূরীকরণ ও তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। অপরদিকে গুণগত শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এ ইনস্টিটিউট থেকে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন সরকারি - বেসরকারি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানে সুনামের সহিত কাজ করছে।

লগফ্রেম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপিত হয়েছে এবং দেশ ও বিদেশের শিল্পের উপযোগী দক্ষ জনবল তৈরি করা হচ্ছে। প্রতি বছর ৩০০০০ জনবল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করছে যা লগফ্রেমের লক্ষ্যমাত্রার (৫৭০০) চেয়ে বেশি। অপর পক্ষে ৫টি ইনস্টিটিউট প্রতি বছর ডিপ্লোমা কোর্সের বাইরে ৬টা ট্রেড কোর্সে প্রায় ত্রিশ হাজারের বেশি প্রশিক্ষিত জনবল দেশ-বিদেশে দক্ষতা ও সুনামের সহিত কাজ করছে। ডিপ্লোমা কোর্সে প্রতি বছর গড়ে ৪৬৫ জন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হয় এবং ৩৫২ জন পাশ করে।

৩.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পটি প্রথমে পাঁচ বছরের জন্য গ্রহণ করা হয়। ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে খন্ডকালীন ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। প্রকল্প চলার সময় চারজন প্রকল্প পরিচালক কাজ করেন। এদের মধ্যে শুধু একজন পূণ© কালীন হিসেবে কাজ করেন। প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৪টি সভা হয়েছে এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ১১টি সভা হয়েছে। সভাসমূহের প্রতিবেদন প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করা আছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩.৮ প্রভাব মূল্যায়ন

৩.৮.১ শিক্ষকদের মতামতের পর্যালোচনা

চাঁদপুর ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি থেকে শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় ও তা বিশ্লেষণ করা হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো।

মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের মূল প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ৫টি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট থেকে মোট ১৫ জন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী শিক্ষকদের তথ্য সারণি নং ৩.৬ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৬: সাক্ষাৎকার প্রদানকারী শিক্ষকদের তথ্য

	ইনস্টিটিউটের নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা (n=১৫)	উত্তরদাতার শতাংশ
১	মুন্সীগঞ্জ	৩	২০
২	ফরিদপুর	৩	২০
৩	চাঁদপুর	৩	২০
৪	সিরাজগঞ্জ	৩	২০
৫	বাগেরহাট	৩	২০
মোট		১৫	১০০

পদবি অনুযায়ী উত্তরদাতাদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যক্ষ এবং ইনস্ট্রাক্টর। ইনস্ট্রাক্টরদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের যেমন মেরিন ডিজেল। পদবি অনুযায়ী উত্তরদাতাদের তথ্য চিত্র ৩.১ এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৩.১: পদবি অনুযায়ী উত্তরদাতাদের তথ্য

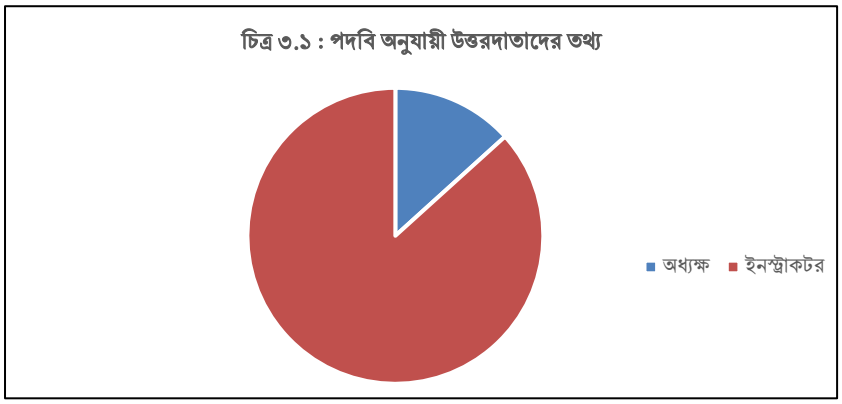

শিক্ষার্থী ভর্তির সময় সিট অনুসারে পূর্ণ সংখ্যায় ভর্তি হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের সমান দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সময় মত সকলে একই রুপ ফল করতে পারে না ফলে অনেকের শিক্ষা সমাপন করতে বেশি সময় লেগে যায়। তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনান্তে আনতে দেখা যায় যে ২৬% (শতাংশ) সময় মত পাশ করতে পারে না। শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা যায়। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও শীপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং এর চিত্র প্রায় একই রকম।

খুলনা ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি থেকে শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী ও শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাত ১০০:৭৪। পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থীদের সংখ্যার অনুপাত ২৫:২। শীপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী ও শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের অনুপাত ১০০:৫৬। এখানেও পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুপাত ৫১:১।

উত্তরদাতাদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিন্নতা রয়েছে। ৩ বৎসর থেকে ১৬ বৎসর পর্যন্ত তাদের শিক্ষকতার মেয়াদ কাল । শিক্ষকদের শিক্ষকতার মেয়াদ সারণি ৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৭: শিক্ষকদের শিক্ষকতার মেয়াদ

	উত্তরদাতাদের শিক্ষকতার মেয়াদ (বৎসর)	সংখ্যা (n=১৫)	উত্তরদাতার শতাংশ
১	৩ – ৫	৭	৪৬.৭
২	৬ – ১০	৪	২৬.৭
৩	১১ – ১৫	৩	২০.০
৪	১৬ – ২০	১	৬.৬
	মোট	১৫	১০০

সিরাজগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি থেকে শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

সব মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটেই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কোর্স ছাড়া স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। পুরুষ ও নারী উভয়কেই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পুরুষ ও নারী প্রশিক্ষণার্থীদের অনুপাত ৪:১।

২০২২ সাল পর্যন্ত ২টি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট থেকে ২টি করে এবং ৩টি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট থেকে ৩টি করে ব্যাচ পাস করে বের হয়েছে। পাস করা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ১১২৩ জন। তাদের মধ্যে দেশে ৪১৬ জন (৩৭.০৪%) চাকরি পেয়েছে ও ১৪৫ জন (১২.৯১%) বিদেশে চাকরি পেয়েছেন।

প্রকল্পের নিয়োগকৃত শিক্ষকদের মতে পাস করা শিক্ষার্থীদের দেশে-বিদেশে চাকরি সহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। শিক্ষা জীবন শেষে একজন ডিপ্লোমাধারী কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, উদ্যোক্তা হতে পারেন, নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করতে পারেন, সময় ও অর্থনৈতিক দক্ষতার সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারেন। শিক্ষকদের মতামত চিত্র ৩.২ এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৩.২: শিক্ষকদের মতামত

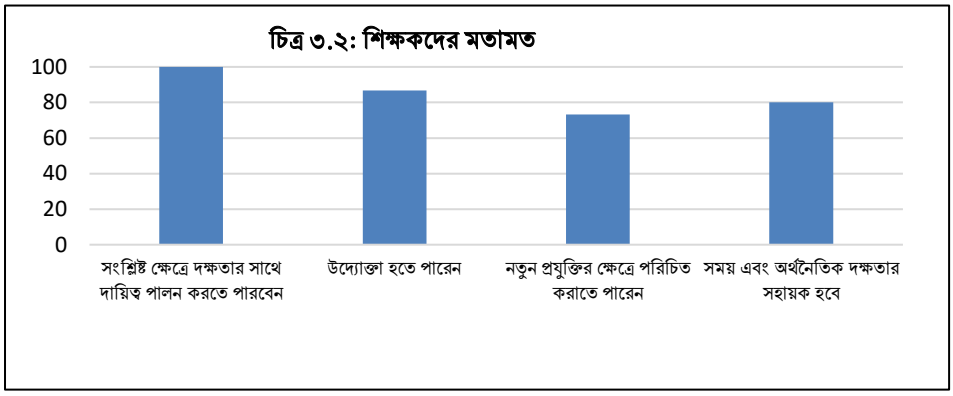

উত্তরদাতাগণ (৮৬.৭%) জানিয়েছেন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে ৫২ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ৩ জন বিদেশে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। মোট শিক্ষার্থীদের ৬০-৮০% এর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

ভবিষ্যতে এ ধরনের ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে ৯৩.৩% উত্তরদাতা এ ধরনের ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। মাত্র ৬.৭% উত্তরদাতা বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। পক্ষে মত প্রকাশের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত সুফল পেয়েছেন বলে ৯৩.৩% উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন এবং সুফলগুলি হলো শিক্ষার্থীগণ যথাযথ ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, পাস করা শিক্ষার্থীগণ চাকরি পেয়েছেন, দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। উত্তরদাতাদের মতামত চিত্র ৩.৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৩.৩: দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

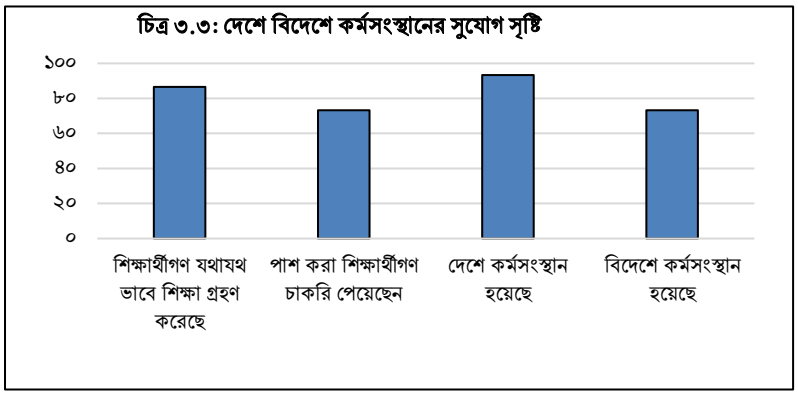

প্রকল্পের সকল অবকাঠামো সময়মত সম্পন্ন হয়েছে বলে ৮৬.৭% উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন এবং ১৩.৩% উত্তরদাতা সময়মত হয় না বলেছেন। কাজসমূহ সময়মত না হওয়ার জন্য ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, পরিকল্পনা সংশোধন ও অবকাঠামোর ডিজাইন সংশোধন।

সিরাজগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির যন্ত্রপাতি

যন্ত্রপাতি সময়মত স্থাপন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন ৯৩.৩ % উত্তরদাতা। প্রকল্পের আওতায় স্থাপনকৃত লিফ্ট, জেনারেটর, কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ইত্যাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি ফলে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে না। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়ী কোন জনবল নাই। প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট লোক নিয়োগের মাধ্যমে করা হয়।

উত্তরদাতাগণ প্রকল্পের সবলদিক চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের মতে সবলদিকসমূহ হলো - প্রতি বছর ১০০ ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে দেশে ও বিদেশে চাকরি ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে, বহুলোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এলাকার লোকজনের জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে, কার্যকরী মেরিটাইম প্রশিক্ষণের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা, আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে, ক্রয়কৃত প্রকল্পের মালামাল মানসম্মত ছিল, ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, ল্যাব এ ভাল যন্ত্রপাতি ছিল ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক। প্রকল্পের সবল দিকসমূহ সারণি ৩.৮ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৮: প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n=১৫)	শতাংশ
১	প্রতি বছর ১০০ ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে দেশে ও বিদেশে চাকরি ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে	১	৬.৬
২	বহুলোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে	৪	২৬.৭
৩	দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে	৪	২৬.৭
৪	এলাকার লোকজনের জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে	১	৬.৬
৫	কার্যকরী মেরিটাইম প্রশিক্ষণের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে	৩	২০.০
৬	নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা	১	৬.৬
৭	আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা	১	৬.৬
৮	প্রকল্পের মালামাল মানসম্মত ছিল	১	৬.৬
৯	ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল	১	৬.৬
১০	ল্যাব এ ভাল যন্ত্রপাতি ছিল	১	৬.৬
১১	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক	১	৬.৬
	মোট	১৫	১০০

উত্তরদাতাগণ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের মতে দুর্বল দিকসমূহ হলো- কিছু এলাকায় অবকাঠামো নিম্নমানের, পর্যাপ্ত মেশিনারি, যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ জনবলের অভাব, নিম্নমানের আসবাবপত্র, পর্যাপ্ত স্থান নেই, খেলার মাঠ নাই, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের অভাব, প্রকল্পের অবস্থান নদীর/সমুদ্রের পাশে নয়, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় নাই, বিভাগ অনুযায়ী শিক্ষকদের স্বল্পতা, লবণাক্ত হওয়ার জন্য অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি। প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ সারণি ৩.৯ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৯: প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n=১৫)	শতাংশ
১	অবকাঠামো নিম্নমানের	২	১৩.৩
২	পর্যাপ্ত মেশিনারি, যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ জনবলের অভাব	৩	২০.০
৩	নিম্নমানের আসবাবপত্র	১	৬.৬
৪	পর্যাপ্ত স্থান নেই	১	৬.৬
৫	খেলার মাঠ নাই	৫	৩৩.৩
৬	শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের অভাব	১	৬.৬
৭	প্রকল্পের অবস্থান নদীর/সমুদ্রের পাশে নয়	১	৬.৬
৮	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় নাই	১	৬.৬
৯	বিভাগ অনুযায়ী শিক্ষকদের স্বল্পতা	১	৬.৬
১০	লবণাক্ত হওয়ার জন্য অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি	১	৬.৬
	মোট	১৫	১০০

প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে উত্তরদাতাদের মতে সুযোগসমূহ হলো – কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে, সমুদ্র থেকে সম্পদ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সুযোগসমূহ সারণি ৩.১০ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.১০: প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগসমূহ

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n-১৫)	শতাংশ
১	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	১	৬.৬
২	নির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি	১	৬.৬
৩	আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে	১	৬.৬
৪	কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে	১	৬.৬
৫	সমুদ্র থেকে সম্পদ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি	১	৬.৬

প্রকল্প বাস্তবায়নে উত্তরদাতাগণ প্রকল্পের কিছু ঝুঁকি চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের মতে ঝুঁকিসমূহ হলো- যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি না হওয়া, Continuous Discharge Certificate (CDC) চালু না হওয়া ও বিদ্যুৎ লাইনের অসুবিধার জন্য ক্লাসে বিঘ্ন ঘটা। ঝুঁকিসমূহ সারণি ৩.১১ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.১১: প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n=১৫)	শতাংশ
১	যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি না হওয়া	১	৬.৬
২	Continuous Discharge Certificate (CDC) চালু না হওয়া	১	৬.৬
৩	বিদ্যুৎ লাইনের জন্য ক্লাস বিঘ্ন ঘটা	১	৬.৬

উত্তরদাতাগণ ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণে সুপারিশ প্রদান করেছেন এবং তাদের সুপারিশসমূহ হলো- প্রকল্পের মান উন্নয়নের জন্য সঠিক টেকনোলজি সঠিক নিরুপণে দক্ষ জনবলের প্রয়োজন, প্রতিষ্ঠান অবশ্যই কোন নদী/সমুদ্রের কাছে হওয়া দরকার, আরও বেশি জায়গার দরকার, ল্যাবের আকার বৃদ্ধি করতে হবে, সময় উপযোগী পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে, বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে, চাকরির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে হবে, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, আরও ট্রেড প্রয়োজন, খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা, প্রশিক্ষণ জাহাজ দরকার, নদীর ধারে Pontoon এবং Gangway প্রয়োজন, প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদগুলি দ্রুত পূরণ করা, প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করা। উত্তরদাতাদের সুপারিশ সারণি ৩.১২ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.১২: ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণে সুপারিশসমূহ

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n=১৫)	শতাংশ
১	প্রকল্পের মান উন্নয়নের জন্য সঠিক টেকনোলজিতে সঠিক জনবলের প্রয়োজন	৩	২০.০
২	প্রতিষ্ঠান অবশ্যই কোন নদী/সমুদ্রের কাছে হওয়া দরকার	৩	২০.০
৩	আরও বেশি জায়গার দরকার	১	৬.৬
৪	ল্যাব বৃদ্ধি করতে হবে	১	৬.৬
৫	সময় উপযোগী পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে	৫	৩৩.৩
৬	বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে	১	৬.৬
৭	প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে	১	৬.৬
৮	চাকরির ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে	১	৬.৬
৯	প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে	১	৬.৬
১০	আরও ট্রেড প্রয়োজন	১	৬.৬
১১	খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা	১	৬.৬
১২	প্রশিক্ষণ জাহাজ দরকার	১	৬.৬
১৩	নদীর ধারে Pontoon এবং Gangway প্রয়োজন	১	৬.৬
১৪	প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদগুলি দ্রুত পূরণ করা	১	৬.৬
১৫	প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা	১	৬.৬
১৬	পরিবীক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করা	১	৬.৬

একাধিক উত্তর

৩.৮.২ আইএমটিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, পাশ ও কর্মসংস্থানের তথ্য

সবগুলি ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর শিক্ষার্থী ভর্তি, পাস ও কর্মসংস্থানের তথ্য বিষয় অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সারণিতে ৩.১৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.১৩: মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি, পাশ ও নিয়োগের তথ্য

	বৎসর	শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা	পাসকরা শিক্ষার্থীর সংখ্যা	কর্মসংস্থানের সংখ্যা		
		মোট	মোট	দেশ	বিদেশ	মোট
১	২০২২	৯৮	০	০	০	০
২	২০২১	১৮৭	১৫০	১০৫	২৫	১৩০
৩	২০২০	২৪৪	১৯০	৭৮	১৯	৯৭
৪	২০১৯	২৬৬	২৩৬	১২৫	৪১	১৬৬
৫	২০১৮	২৫৮	৫৩	২৩	৮	৩১
৬	২০১৭	২৭৪	০	০	০	০
৭	২০১৬	২৮১	০	০	০	০
৮	২০১৫	২৯১	০	০	০	০
	মোট	১৮৯৯	৬২৯	৩৩১	৯৩	৪২৪

মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা পাস করার পর ৬৭.৪১% শিক্ষার্থী চাকরি পেয়েছেন। দেশে চাকরি পেয়েছেন ৫২.৬২ শতাংশ (৩৩১ জন) এবং বিদেশে চাকরি পেয়েছেন ১৪.৭৯ শতাংশ (৯৩ জন)। পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সিডিসি প্রদান করা হলে বিদেশী জাহাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পেত।

সারণি ৩.১৪: শীপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি, পাশ ও নিয়োগের তথ্য

	বৎসর	শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা	পাসকরা শিক্ষার্থীর সংখ্যা	কর্মসংস্থানের সংখ্যা		
		মোট	মোট	দেশ	বিদেশ	মোট
১	২০২২	৯০	১২৩	৫৬	৭	৬৩
২	২০২১	১৮৭	১৭৯	৯২	২১	১১৩
৩	২০২০	২৩২	১৯৪	৮৪	২৭	১১১
৪	২০১৯	২৬১	২৩৩	১২৩	৩৮	১৬১
৫	২০১৮	২৪৩	৪৮	১২	১০	২২
৬	২০১৭	২৫৪	০	০	০	০
৭	২০১৬	২৭৩	০	০	০	০
৮	২০১৫	২৭৯	০	০	০	০
	মোট	১৮১৯	৭৭৭	৩৬৭	১০৩	৪৭০

শীপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা পাস করার পর ৬০.৪৯% শিক্ষার্থী চাকরি পেয়েছেন। দেশে চাকরি পেয়েছেন ৪৭.২৩ শতাংশ (৩৬৭ জন) এবং বিদেশে চাকরি পেয়েছেন ১৩.২৬ শতাংশ (১০৩ জন) পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সিডিসি প্রদান করা হলে বিদেশী জাহাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পেত।

সারণি ৩.১৫: ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী **ভর্তি, পাস ও কর্মসংস্থানের তথ্য**

	বৎসর	প্রশিক্ষণার্থী ভর্তির সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী পাসের সংখ্যা	কর্মসংস্থানের সংখ্যা		
		মোট	মোট	দেশ	বিদেশ	মোট
১	২০২২	২২০৮১	২২০৮১	০	২২০৮১	২২০৮১
২	২০২১	৩৭১৯২	৩৭১৯২	০	৩৭১৯২	৩৭১৯২
৩	২০২০	১৪৫৮৫	১৪৫৮৫	০	১৪৫৮৫	১৪৫৮৫
৪	২০১৯	৩৩২৮৯	৩৩২৮৯	০	৩৩২৮৯	৩৩২৮৯
৫	২০১৮	৩০৫৪৫	৩০৫৪৫	০	৩০৫৪৫	৩০৫৪৫
৬	২০১৭	২০৮০৮	২০৮০৮	০	২০৮০৮	২০৮০৮
	মোট	১৫৮৫০০	১৫৮৫০০	০	১৫৮৫০০	১৫৮৫০০

ট্রেড কোর্সে ভর্তি হওয়া শতভাগ প্রশিক্ষণার্থী পাস করে এবং তাদের কর্মসংস্থান হয়।

৩.৮.৩ বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য পর্যালোচনা

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১০০ জন শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় তাদের মধ্যে ১৬ জন নারী ও ৮৪ জন পুরুষ। লিঙ্গ অনুসারে উত্তরদাতাদের তথ্য সারণি ৩.১৬ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.১৬: লিঙ্গ অনুযায়ী উত্তরদাতাদের তথ্য

	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির নাম	পুরুষ		নারী	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১	মুন্সীগঞ্জ	১৩	১৫.৫	৭	৪৩.৮
২	ফরিদপুর	১৭	২০.২	৩	১৮.৮
৩	চাঁদপুর	১৭	২০.২	৩	১৮.৮
৪	সিরাজগঞ্জ	১৮	২১.৪	২	১২.৫
৫	বাগেরহাট	১৯	২২.৬	১	৬.৩
	মোট	৮৪	১০০.০	১৬	১০০.০

ফরিদপুর ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির শিক্ষার্থীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ

তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের নিকট তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের মধ্যে তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৫৬ জন ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৪৪ জন। মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট অনুযায়ী উত্তরদাতাদের তথ্য সারণি ৩.১৭ নং এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.১৭: মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট অনুযায়ী উত্তরদাতাদের তথ্য

	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির নাম	তয় বর্ষের শিক্ষার্থী (n=৫৬)		৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী (n=৪৪)	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১	মুন্সীগঞ্জ	১২	২১.৪	৮	২০
২	ফরিদপুর	১৪	২৫.০	৬	২০
৩	চাঁদপুর	১০	১৭.৯	১০	২০
৪	সিরাজগঞ্জ	১০	১৭.৯	১০	২০
৫	বাগেরহাট	১০	১৭.৯	১০	২০
	মোট	৫৬	১০০.০	৪৪	১০০

খুলনৃ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির শিক্ষার্থীদের থেকে তথ্য

ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপ্লোমা ইন শীপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার উভয় প্রকার শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ৫৮ জন ও শীপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এর ৪২ জন শিক্ষার্থী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের তথ্য সারণি ৩.১৮ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.১৮: বিভাগ অনুযায়ী উত্তরদাতাদের তথ্য

	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির নাম	বিভাগ			
		মেরিন ইঞ্জিনিয়ার (n=৫৮)		শীপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার (n=৪২)	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১	মুন্সীগঞ্জ	১০	১৭.২	১০	২৩.৮
২	ফরিদপুর	১৩	২২.৪	৭	১৬.৭
৩	চাঁদপুর	১৫	২৫.৯	৫	১১.৯
৪	সিরাজগঞ্জ	১০	১৭.২	১০	২৩.৮
৫	বাগেরহাট	১০	১৭.২	১০	২৩.৮
	মোট	৫৮	১০০.০	৪২	১০০.০

উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতামত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। পাশ করার পর চাকরির নিশ্চয়তা আছে বলে বেশির ভাগ (৬৮%) উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন। উত্তরদাতাগণ দেশে এবং বিদেশে চাকরির নিশ্চয়তা আছে বলে জানিয়েছেন। দেশে চাকরির নিশ্চয়তা আছে বলেছেন ৫৭% এবং বিদেশে চাকরির নিশ্চয়তা আছে বলেছেন ৫৩%। কোন কোন উত্তরদাতা দেশে ও বিদেশে উভয় স্থানেই চাকরির নিশ্চয়তা আছে বলেছেন। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.১৯ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.১৯: দেশে ও বিদেশে চাকরির নিশ্চয়তার তথ্য

	চাকরির নিশ্চয়তা	সংখ্যা	শতাংশ
১	দেশে চাকরির নিশ্চয়তা	৫৭	৫৭
২	বিদেশে চাকরির নিশ্চয়তা	৫৩	৫৩

একাধিক উত্তর

উত্তরদাতাদের ৯০% জানিয়েছেন অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষকের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপর্যাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা হিসেবে উত্তরদাতাগণ কারণ উল্লেখ করেছে। তাদের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে - শিক্ষকগণ থাকতে চায় না, সুযোগ সুবিধা কম, শিক্ষকদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত, শিক্ষকদের পদ অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না। শিক্ষক অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণসমূহ সারণি ৩.২০ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.২০: শিক্ষক অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণসমূহ

	কারণসমূহ	সংখ্যা (n=১০০)	শতাংশ
১	শিক্ষক থাকতে চায় না	৪০	৪০
২	সুযোগ সুবিধা কম	৬৭	৬৭
৩	শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত	৩১	৩১
৪	পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়না	৩৪	৩৪

একাধিক উত্তর

ব্যবহারিক কাজের পর্যাপ্ত সুবিধা রয়েছে বলেছেন ৪৬% উত্তরদাতা তবে ৫৪% উত্তরদাতা বলেছেন ব্যবহারিক কাজের সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। পাঠ্যক্রম সম্পর্কে অনুযোগ আছে বলেছেন ৫৯% উত্তরদাতা এবং কোন অনুযোগ নাই বলেছেন ৪১% উত্তরদাতা। অনুযোগের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন পড়াশুনার সাথে কাজের সঙ্গতি কম, প্রযুক্তির দিক থেকে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উত্তরদাতাদের মতামত চিত্র ৩.৪ এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৩.৪: পাঠ্যক্রমে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অনুযোগসমূহ

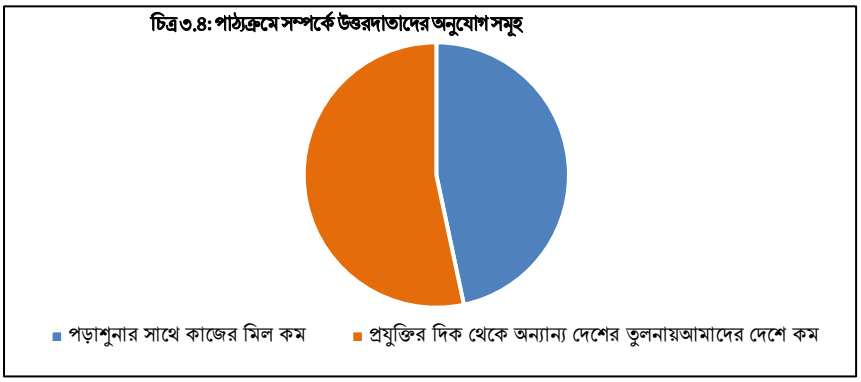

পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশে চাকরি পেয়েছেন কিছু সংখ্যক পাস করা শিক্ষার্থী চাকরি পান নাই। চাকরি না পাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন উচ্চতর পড়াশুনা, বিদেশে গমন,

চাকরির অভাব, সুযোগের অভাব, পাঠ্যক্রমের সাথে কাজের অসঙ্গতি, বেতন কম, সিডিসি না পাওয়া। পাস করা শিক্ষার্থীদের চাকরি না পাওয়ার কারণসমূহ সারণি ৩.২১ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.২১ পাস করা শিক্ষার্থীদের চাকরি না পাওয়ার কারণ

	কারণসমূহ	সংখ্যা (n=১০০)	শতাংশ
১	উচ্চতর পড়াশুনা	৬৭	৬৭.০
২	বিদেশ গমন	২২	২২.০
৩	চাকরির অভাব	৮২	৮২.০
৪	সুযোগের অভাব	৮৫	৮৫.০
৫	পাঠ্যক্রমের সাথে কাজের অসঙ্গতি	২১	২১.০
৬	বেতন কম	৪৯	৪৯.০

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৮% ছাত্রাবাসে অবস্থান করেন। পাঠাগারের সুযোগ সুবিধা ভাল বলেছেন ৩৫% উত্তরদাতা তবে ৬৪% উত্তরদাতা জানিয়েছেন ভাল নয়। ভাল না হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিষয় ভিত্তিক বইয়ের অপর্যাপ্ততা, পাঠাগার খোলার সময় মিলে না, জায়গার অভাব, পাঠাগারে পর্যাপ্ত রেফারেন্স বই নাই। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ উপযোগী গাইড বই নাই। উত্তরদাতাদের মতামত চিত্র ৩.৫ এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৩.৫: পাঠাগারে মানসম্মত না হওয়ার কারণসমূহ

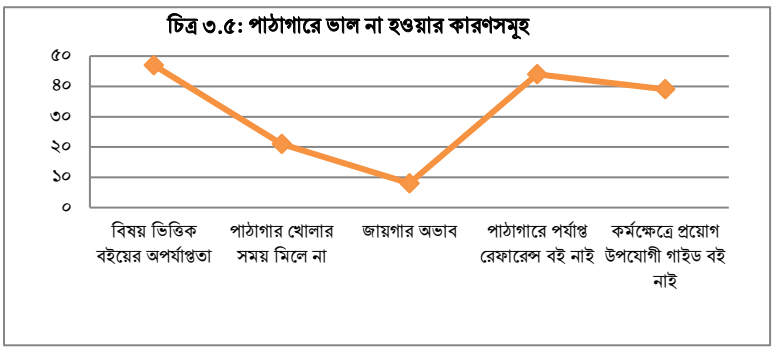

উত্তরদাতাগণ মেরিন টেকনোলজি ইন্সটিটিউটে ভর্তি হওয়ার কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে - ভাল চাকরির সুযোগ, পারিবারিক দরিদ্রতা দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা, দেশে-বিদেশে ভাল চাকরির সুযোগ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ, আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা, উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ ও দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.২২ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.২২: মেরিন টেকনোলজি ইন্সটিটিউটে ভর্তি হওয়ার কারণসমূহ

	কারণসমূহ	সংখ্যা (n=১০০)	শতাংশ
১	ভাল চাকরির সুযোগ	৫৫	৫৫.০
২	দরিদ্রতা দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা	২	২.০
৩	দেশে-বিদেশে ভাল চাকরির সুযোগ	৩	৩.০
৪	নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে	১	১.০
৫	বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ	২	২.০
৬	আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা	১	১.০
৭	উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ	২	২.০
৮	দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হওয়া	১০	১০.০

শিক্ষার্থীগণ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের মতে প্রকল্পের সবল দিকসমূহ হলো - দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করা, নৌ সেক্টরে, শিপইয়ার্ডে, ডক ইয়ার্ডে ও বিভিন্ন ফার্মের কাজের উপযোগী করে দক্ষতা অর্জন, বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী প্রকৌশলী তৈরি, নতুন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ, উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা, বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের সুযোগ সৃষ্টি, আবাসিক হলের ব্যবস্থা, খরচ কম, যন্ত্রপাতি ভাল, হাতে কলমে শিক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থা, শিক্ষার্থী পাওয়া যায়, নিয়ম কানুন ভাল, পরিবেশ ভাল ও শিক্ষকগণ আন্তরিক। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.২৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.২৩: শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিতে প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n=১০০)	শতাংশ
১	দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করা	১০	১০.০
২	নৌ সেক্টরে, শিপইয়ার্ডে, ডক ইয়ার্ডে ও বিভিন্ন ফার্মের কাজের উপযোগী করে দক্ষতা অর্জন	১৩	১৩.০
৩	বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী প্রকৌশলী তৈরি	৪	৪.০
৪	নতুন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ	৮	৮.০
৫	উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা	২	২.০
৬	বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের সুযোগ সৃষ্টি	৪	৪.০
৭	আবাসিক হলের ব্যবস্থা	৪	৪.০
৮	খরচ কম	৫	৫.০
৯	যন্ত্রপাতি ভাল	২	২.০
১০	হাতে কলমে শিক্ষা ব্যবস্থা	৭	৭.০
১১	ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থা	১	১.০
১২	শিক্ষার্থী পাওয়া যায়	২	২.০
১৩	নিয়ম কানুন ভাল	৩	৩.০
১৪	পরিবেশ ভাল	৪	৪.০
১৫	শিক্ষকগণ আন্তরিক	১	১.০

শিক্ষার্থীগণ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের মতে প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ হলো - সীমিত প্রযুক্তির ব্যবহার, সিডিসি দেওয়া হয় না, পর্যাপ্ত জনবল ও যন্ত্রপাতির অভাব, হাতে কলমে শিক্ষার সুযোগ সীমিত, বিষয় ভিত্তিক দক্ষ শিক্ষকের অভাব, ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নাই, জব ট্রেনিং এর ব্যবস্থা নাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদী/সমুদ্রের ধারে না হওয়া, লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই এর অভাব, আধুনিক ল্যাব নাই ও খেলার মাঠ নাই। উত্তরদাতাদের মতামত চিত্র ৩.৬ এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৩.৬: প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ হলো

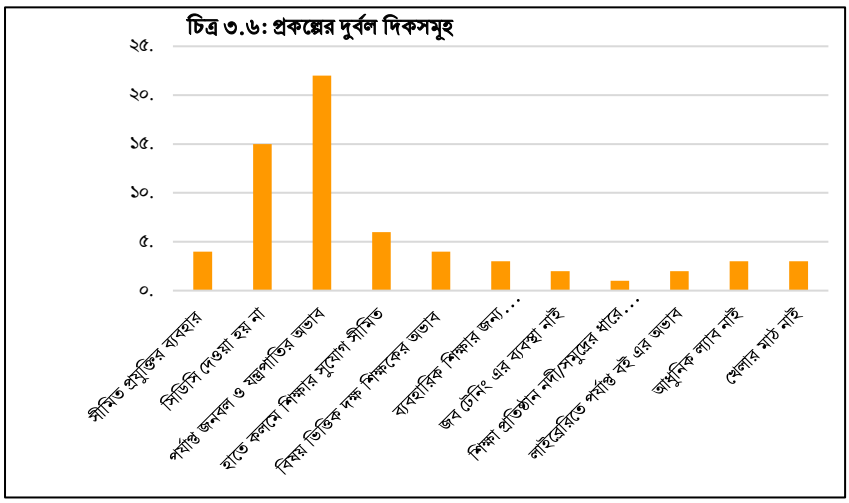

শিক্ষার্থীগণ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুযোগ সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে সুবিধাসমূহ- অনেক টিটিসি চালু হয়েছে , পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ হওয়ার জন্য বিভিন্ন কোর্স চালু হয়েছে, অন্যত্র নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, জাহাজ শিল্পে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, দেশে-বিদেশে নিয়োগের সুযোগ, উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এলাকার উন্নয়ন হয়েছে, ব্যবসা বাণিজ্যে সুযোগ সৃষ্টি হওয়া ও এলাকার জনগণের আয় বেড়েছে। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.২৪ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.২৪: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ (শিক্ষার্থীগণের মতে)

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n=১০০)	শতাংশ
১	অনেক টিটিসি চালু হয়েছে	২	২.০
২	পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু হয়েছে	৩	৩.০
৩	অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ হওয়ার জন্য বিভিন্ন কোর্স চালু হয়েছে	৮	৮.০
৪	অন্যত্র নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে	৬	৬.০
৫	জাহাজ শিল্পে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে	৬	৬.০
৬	দেশে-বিদেশে নিয়োগের সুযোগ	১৮	১৮.০
৭	উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে	৭	৭.০
৮	অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে	২	২.০
৯	এলাকার উন্নয়ন হয়েছে	৬	৬.০
১০	ব্যবসা বাণিজ্যে সুযোগ সৃষ্টি হওয়া	৫	৫.০
১১	এলাকার জনগণের আয় বেড়েছে	২	২.০

উত্তরদাতাগণ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে ঝুঁকিসমূহ হলো- সিডিসি না দেওয়া, শিক্ষার মান কম, শর্ট কোর্স করে চাকরির সুযোগ পাওয়া, নদীর ভাঙ্গন ও রোডে স্পীড ব্রেকার না থাকায় দুর্ঘটনার প্রবণতা বেড়ে যায়। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.২৫ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.২৫: প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n=১০০)	শতাংশ
১	সিডিসি না দেওয়া	৪	৪.০
২	শিক্ষার মান কম	১	১.০
৩	শর্ট কোর্স করে চাকরির সুযোগ পাওয়া	২	২.০
৪	নদীর ভাঙ্গন	১	১.০
৫	রোডে স্পীড ব্রেকার না থাকায় দুর্ঘটনার প্রবণতা বেড়ে যায়	২	২.০

ভবিষ্যতে প্রকল্পের মান উন্নয়নে উত্তরদাতাদের সুপারিশ হলো - চাকরির চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষার কোর্স ও কারিকুলাম প্রণয়ন করা ও পাঠদান করা, সিডিসি চালু করা, এই প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা চালু করা, মেরিন একাডেমি থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা, পর্যাপ্ত ব্যবহারিক ও ক্লাসের ব্যবস্থা করা, দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ করা, হাতে কলমে কাজের উপর গুরুত্ব প্রদান করা, উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা, উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা, খেলার মাঠের ব্যবস্থা রাখা, ভিতরে পুকুরের ব্যবস্থা রাখা, ডিপার্টমেন্টাল শিক্ষক নিয়োগ, লাইব্রেরীতে আরও প্রয়োজনীয় বই রাখা, ছাত্র বৃত্তি পুনরায় চালু করা, সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোর্স কারিকুলাম করা, জব ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা, দক্ষ ল্যাব অপারেটর দরকার, ল্যাব এ উন্নতমানের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, ডিজিটাল যন্ত্রপাতি দরকার, নদী/সমুদ্র উপকূলে প্রতিষ্ঠান স্থাপন কতে হবে ও ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য একটা জাহাজ রাখা। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.২৬ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.২৬: ভবিষ্যতে প্রকল্পের মান উন্নয়নে উত্তরদাতাদের সুপারিশ

	সুপারিশসমূহ	সংখ্যা (n=১০০)	শতাংশ
১	চাকরির চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার কোর্স ও কারিকুলাম তৈরি করা ও পাঠদান করা	৩	৩.০
২	সিডিসি চালু করা	১৫	১৫.০
৩	এই প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা চালু করা	১	১.০
৪	মেরিন একাডেমি থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা	১	১.০
৫	পর্যাপ্ত ব্যবহারিক ও ক্লাসের ব্যবস্থা করা	২	২.০
৬	দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ করা	১১	১১.০
৭	হাতে কলমে কাজের উপর গুরুত্ব প্রদান করা	১০	১০.০
৮	উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা	২	২.০
৯	উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা	৫	৫.০
১০	খেলার মাঠের ব্যবস্থা রাখা	৮	৮.০
১১	ভিতরে পুকুরের ব্যবস্থা রাখা	১	১.০
১২	ডিপার্টমেন্টাল শিক্ষক নিয়োগ	১৮	১৮.০
১৩	লাইব্রেরীতে আরও প্রয়োজনীয় বই রাখা	৩	৩.০
১৪	ছাত্র বৃত্তি পুনরায় চালু করা	৩	৩.০
১৫	সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে মিল রেখে কোর্সের ব্যবস্থা করা	১	১.০
১৬	জব ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা	৪	৪.০
১৭	দক্ষ ল্যাব অপারেটর দরকার	২	২.০
১৮	ল্যাব এ উন্নতমানের যন্ত্রপাতি দরকার	১১	১১.০
১৯	ডিজিটাল যন্ত্রপাতি দরকার	১	১.০
২০	নদী/সমুদ্র উপকূলে প্রতিষ্ঠান স্থাপন কতে হবে	৫	৫.০
২১	ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য একটা জাহাজ রাখা	৪	৪.০

৩.৮.৪ পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য পর্যালোচনা

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ২৩৩ জন পাস করা শিক্ষার্থীদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের পাঁচটি ইনস্টিটিউট থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। ইনস্টিটিউট অনুযায়ী উত্তরদাতাদের সংখ্যা চিত্র ৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৩.৭: ইনস্টিটিউট অনুযায়ী উত্তরদাতাদের তথ্য

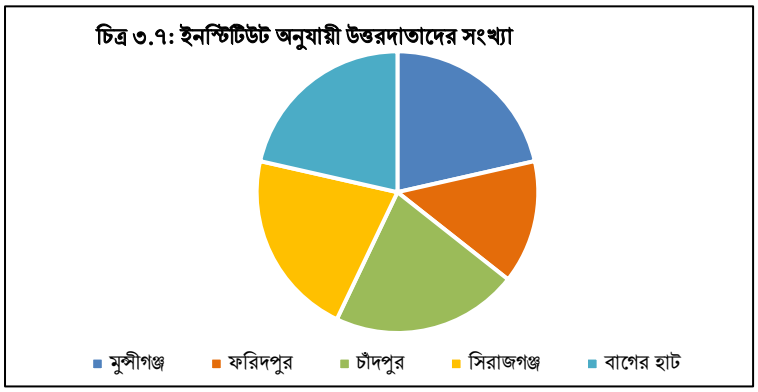

কোন কোন উত্তরদাতা একাধিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন বলে জানিয়েছেন। উত্তরদাতাদের চাকরি করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সারণি ৩.২৭ এ উপস্থাপন করা হলো। উত্তরদাতাদের তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে পাস

করার পর চাকরির সুযোগ আছে। তথ্য থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে ২৩৩ জনের মধ্যে ১৯৫ জনের চাকরি হয়েছে। চাকরি পাওয়ার হার ৮৩.৮%।

সারণি ৩.২৭: উত্তরদাতাদের চাকরি করা প্রতিষ্ঠানে তথ্য

	উত্তরদাতাদের চাকরি করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	শতাংশ
১	১	১৩০	৫৫.৮
২	২	৪৪	১৮.৯
৩	৩	১৭	৭.৩
৪	৪	২	০.৯
৫	৫	২	০.৯
মোট	১৫	১৯৫	৮৩.৮

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫২.৮% বলেছেন পাঠ্যক্রমের সঙ্গে কাজের সংগতি আছে তবে ৪৭.২% বলেছেন পাঠ্যক্রমের সঙ্গে কাজের সংগতি নাই। উত্তরদাতাগণ সংশ্লিষ্ট ট্রেডের পড়াশোনা চাকরির জন্য উপযোগী দিকগুলো তলে ধরেছেন। তাদের মতে সংশ্লিষ্ট পড়াশোনা চাকরির জন্য উপযোগী দিকগুলো হলো: কাজের সাথে শিক্ষার সঙ্গতি আছে, ডিজাইন করার সুযোগ আছে, সৃজনশীলতার সৃষ্টি সুযোগ আছে ও অন্যান্য। চাকরির জন্য উপযোগী উত্তরদাতাদের প্রদেয় তথ্য সারণি ৩.২৮ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.২৮: উত্তরদাতাদের মতে পড়াশোনা ও চাকরির জন্য উপযোগী দিকসমূহ

	পড়াশোনা ও চাকরির জন্য উপযোগী দিকসমূহ	উত্তরদাতাদের সংখ্যা (n=২৩৩)	শতাংশ
১	কাজের সাথে শিক্ষার মিল আছে	১২১	৫১.৯
২	ডিজাইন করার সুযোগ আছে	৭০	৩০.০
৩	সৃজনশীলতার সৃষ্টি সুযোগ	৬২	২৬.৬
৪	অন্যান্য	২৭	১১.৬

একাধিক উত্তর

উত্তরদাতাগণ পাঠ্যক্রমে চাকরির জন্য আরও কিছু উপযোগী বিষয় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে পাঠ্যক্রমে আশে পাশের দেশের সাথে সহিত সংগতি রাখা, উন্নতমানের ল্যাব প্রয়োজন, পাঠ্যক্রমে ব্যবহারিক দিক গুরুত্ব দেয়া ও অন্যান্য উপযোগী পাঠ্যক্রমে চাকরির জন্য আরও কিছু বিষয় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। উত্তরদাতাদের প্রদেয় তথ্য সারণি ৩.২৯ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.২৯: পাঠ্যক্রমে চাকরির জন্য আরও কিছু বিষয় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন

	যে যে বিষয় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন	উত্তরদাতাদের সংখ্যা (n=২৩৩)	শতাংশ
১	আশে পাশের দেশে সহিত সংগতি রাখা	১০৯	৪৬.৮
২	উন্নতমানের ল্যাব	৮৮	৩৭.৮
৩	পাঠ্যক্রমে ব্যবহারিক গুরুত্ব দেয়া	৯৩	৩৯.৯
৪	অন্যান্য	৩২	১৩.৭

একাধিক উত্তর

এই বিষয়ের ভবিষ্যৎ চাকরির বাজার সুবিধা করতে পারবে বলে মনে করেন ৬৬.১% উত্তরদাতা। বর্তমান চাকরিতে সন্তুষ্ট ৩৯.১% উত্তরদাতা। এ পাঠ্যক্রম শেষ করে সুযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনায় আগ্রহী ৮৯.৭% উত্তরদাতা। চাকরি পাওয়ার পর সকল উত্তর দাতারই মাসিক আয় বেড়েছে। আয় বাড়ার ফলে বিভিন্ন সুবিধা হয়েছে। সুবিধাসমূহ হলো: পরিবারের সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবারের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবারের মর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং অন্যান্য। আয় বৃদ্ধির ফলে সুবিধাসমূহ সারণি ৩.৩০ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৩০: আয় বাড়ার সুবিধাসমূহ হলো

	আয় বাড়ার সুবিধাসমূহ	উত্তরদাতাদের সংখ্যা (n=২৩৩)	শতাংশ
১	পরিবারের সচ্ছলতা বেড়েছে	১৭৯	৭৬.৮
২	পরিবারের শিক্ষার সুযোগ বেড়েছে	১২২	৫২.৪
৩	উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ বেড়েছে	৮৬	৩৬.৯
৪	পরিবারের মর্যাদা বেড়েছে	১৩৩	৫৭.১
৫	সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে	১১৫	৪৯.৪
৬	অন্যান্য	৩১	১৩.৩

একাধিক উত্তর

চাকরিরত শিক্ষার্থীদের প্রধান কাজসমূহ হলো – ডিজাইন, সুপারভাইজ, জাহাজ ফিটিং, ড্রইং, কাঠামো মেরামত, ডকিং প্লানিং, জাহাজ তৈরি, পাওয়ার প্লান্ট, মেকানিক্যাল, ওয়েল্ডিং, শিক্ষকতা, সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকরি, জাহাজ কোম্পানির কাজ, বিদেশী কোম্পানিতে, ইস্পাত কারখানায় ও আত্ম কর্মসংস্থান। উত্তরদাতাদের প্রদেয় তথ্য সারণি ৩.৩১ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৩১: চাকরিরত শিক্ষার্থীদের প্রধান কাজসমূহ

	চাকরিরত শিক্ষার্থীদের প্রধান কাজসমূহ হলো	উত্তরদাতাদের সংখ্যা (n=২৩৩)	শতাংশ
১	ডিজাইন	৩	১.৩
২	সুপারভাইজ	৩	১.৩
৩	জাহাজ ফিটিং	১	০.৪
৪	ড্রইং	১	০.৪
৫	কাঠামো মেরামত	১	০.৪
৬	ডকিং প্লানিং	১	০.৪
৭	জাহাজ তৈরি	১	০.৪
৮	পাওয়ার প্লান্ট	১২	৫.২
৯	মেকানিক্যাল	২৩	৯.৯
১০	ওয়েল্ডিং	১	০.৪
১১	শিক্ষকতা	১	০.৪
১২	সহকারী ইঞ্জিনিয়ার	২	০.৯
১৩	সরকারি চাকরি	৭	৩.০
১৪	জাহাজ কোম্পানির কাজ	৭৮	৩৩.৫
১৫	বিদেশী কোম্পানিতে	৩	১.৩
১৬	ইস্পাত কারখানায়	১	০.৪
১৭	আত্ম কর্মসংস্থান	২	০.৯

পাস করা শিক্ষার্থীগণ চাকরি না পাওয়ার কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং তাদের মতে চাকরি না পাওয়ার কারণসমূহ হলো - চাকরির সুযোগ কম, উচ্চশিক্ষা, বেতন কম, দক্ষতার অভাব, হাতে কলমে শিক্ষা নাই, সিডিসি চালু না করা, শীপবিল্ডিং এ চাহিদা কম, লেখাপড়ার সাথে কাজে মিল কম, শীপবিল্ডিং টেকনোলজি সরকারি গেজেটে যুক্ত নয় ও বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব। উত্তরদাতাদের প্রদেয় তথ্য সারণি ৩.৩২ এ উপস্থাপন করা হলো।

আইএমটি থেকে কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন থেকে CDC দেয়া হয় না এবং তাদের Post Training Orientation (PTO) করানো হয় না। এমনকি তাদের জন্য ইন্টারনি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও নেই। কাজেই তাদের জন্য একটি সিস্টার প্রকল্প হাতে নেয়া প্রয়োজন। এ রকম প্রকল্প বাস্তবায়ন করা

গেলে তাদের জন্য CDC, PTO ইন্টারনি প্রশিক্ষণ পেতে সহজ হবে ও মেরিন প্রশিক্ষণ কাজে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ কাজে তারা অবদান রাখতে পারবে।

সারণি ৩.৩২: চাকরি না পাওয়ার কারণসমূহ

	চাকরি না পাওয়ার কারণসমূহ	উত্তরদাতাদের সংখ্যা (n=২৩৩)	শতাংশ
১	চাকরির সুযোগ কম	৪১	১৭.৬
২	উচ্চশিক্ষা	৩	১.৩
৩	বেতন কম	৪৪	১৮.৯
৪	দক্ষতার অভাব	৫	২.১
৫	হাতে কলমে শিক্ষা নাই	৯	৩.৯
৬	সিডিসি চালু করা	১০৪	৪৪.৬
৭	শীপবিল্ডিং চাহিদা কম	৩	১.৩
৮	লেখাপড়ার সাথে কাজে মিল কম	৮	৩.৪
৯	শীপবিল্ডিং টেকনোলজি সরকারি গেজেটে যুক্ত নয়	২১	৯.০
১০	বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব	২	০.৯

সংশ্লিষ্ট শিল্পের সাথে প্রতিষ্ঠানের সংযোগ ছিল বলেছেন ১২.৪% উত্তরদাতা। চাকরি পাওয়ার ফলে সুবিধাসমূহ হলো - পরিবারের উন্নয়ন ও আর্থিক সচ্ছলতা বেড়েছে, উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে, দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে ও ভাল কাজ পাওয়ার সুযোগ বাড়ছে। উত্তরদাতাদের প্রদেয় তথ্য সারণি ৩.৩৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৩৩: চাকরি পাওয়ার ফলে সুবিধাসমূহ

	বিবরণ	উত্তরদাতাদের সংখ্যা (n=২৩৩)	শতাংশ
১	পরিবারের উন্নয়ন ও আর্থিক সচ্ছলতা বেড়েছে	১০২	৪৩.৮
২	উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ	১	০.৪
৩	জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন	২৫	১০.৭
৪	সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৪	১৪.৬
৫	দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে	৮	৩.৪
৬	উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে	৩	১.৩
৭	ভাল কাজ পাওয়ার সুযোগ বাড়ছে	৬	২.৬

৩.৯ ফোকাস গ্রুপ আলোচনার সার-সংক্ষেপ

মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (৩য় সংশোধন) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে মোট ১০টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়। আলোচনায় মোট ৯৫ জন অংশ গ্রহণ করেন, এদের মধ্যে ২০ জন নারী ছিলেন। বিভিন্ন পেশা থেকে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়, এদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষাবিদ, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, প্রকৌশলী, শিক্ষক, ঠিকাদার, সাংবাদিক, কলেজের অধ্যক্ষ, সমাজ সেবক।

আলোচনা অংশগ্রহণকারীগণ তাদের নিজ নিজ পেশায় অনেক অভিজ্ঞ এবং বিভিন্ন দিকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তার মধ্যে কারো কারো ৫ হইতে ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনার পর্যালোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদী কোর্স মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও শীপবিল্ডিং এ ইঞ্জিনিয়ারিং ছেলে মেয়েরা ভর্তি হচ্ছে। দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এসে ভর্তি হচ্ছে। শিক্ষা থেকে দক্ষতা অর্জন করে মেধার যোগ্যতায় দেশে বিদেশে কর্ম সংস্থান হচ্ছে। মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপিত হওয়ায় কর্মসংস্থান এর জন্য নৌযান নির্মাণ ও নৌ পরিবহনে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে। একাডেমিক ভবন, যন্ত্রপাতি, আবাসিক হলের ব্যবস্থা আছে।

প্রকল্পটি বেকারদেরকে নতুন কাজের সুযোগ করে দেয়। মেরিন টেকনোলজি থেকে পাস করে অনেক ছাত্র-ছাত্রী দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। তবে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে এগিয়ে যেতে হলে মেরিন সেক্টর সমন্বয় করা দরকার যাতে আরও সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। নৌযান তৈরি ও মেরামত এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে দক্ষ জনবল তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখান থেকে লেখাপড়া শেষে ছেলে মেয়েরা বিদেশে চাকরি এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে এলাকাবাসীর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি একটি আশীর্বাদ বলে জানান তারা। ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে এলাকার আরও বেশি উন্নতি হবে বলে জানায়। সর্বোপরি সকলেরই একই মত যে এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে এলাকার পরিচিতি দেশে বিদেশে আরও ব্যাপক ভাবে বাড়াবে বলে তাদের ধারণা। এই প্রকল্পের মধ্যেই বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের শর্ট কোর্সের ট্রেনিং দিয়ে ওয়েল্ডিং, কম্পিউটার ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান লাভের সহায়তা করে।

ডিপ্লোমা কোর্সের বাহিরে ৬টা ট্রেড কোর্স আছে। গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশনস, ইলেকট্রিক ইন্সটলেশন, মেনটেনেন্স, প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং এবং ড্রাইভিং।

এসএসসি পাশ করার পর মেধা যাচাই করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। তারা দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হয়ে দেশ বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি সুবিধা যে, স্থানীয় ছেলে মেয়েরা অল্প খরচে ৪ বছরের ডিপ্লোমা পাস করে দক্ষ হয়ে বিদেশে যাচ্ছে। দেশে চাকরি করছে। পরিবারের সচ্ছলতা বাড়ছে। এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নতি হচ্ছে। এলাকার জনগণের সহযোগিতায় প্রকল্প চালু হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় গণ্যমান্যগণের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে এ কাজ করা হয়েছে। যাতে করে জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ সুন্দরভাবে করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মেরিন টেকনোলজি হতে কোর্স করে অনেকে ভাল চাকরি করছে। প্রশিক্ষণ শেষে দেশ-বিদেশে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে লোকজন প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে উঠছে।

প্রকল্পের ফলে স্থানীয়ভাবে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ তৈরি হয়েছে, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে, স্থানীয়ভাবে চাকরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সর্বোপরি এলাকাবাসীর সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ভাবে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। রাস্তাঘাটের উন্নতি, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি, তাছাড়া এলাকাবাসীর অনেকে এখানে চাকরি করেন। তবে এলাকায় জিনিসের দাম বেড়েছে, বেশি বেতনের সুযোগ হয়েছে।

ছাত্র ছাত্রীদের, বেকার পুরুষ ও মহিলাদের কাজের সুযোগ হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন কর্মের সুযোগ হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসে দক্ষভাবে কাজ শিখতে পারছে। দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে এবং যুবকরা কর্মমুখী হচ্ছে। জাহাজ শিল্প এগিয়ে যাচ্ছে। জাহাজ পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণে দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে। প্রকল্পের সহায়তায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজের সুযোগ পাচ্ছে। ফলে বেকারত্ব দূর হচ্ছে দেশের প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে।

এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। যেমন - এ ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। এই উন্নয়নের চালিকা শক্তি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হচ্ছে। প্রকল্পের তেমন কোন ঝুঁকি নাই।

এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বড় বন্দর বা নদীর পাশে করলে ভাল হত। ছেলে মেয়েরা প্রাকটিকালি জাহাজে যেতে পারতো, দেখতে পারতো, এখানে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর ক্যাপাসিটি অনুযায়ী ভিতরে জায়গা কম, পুকুর নাই, খেলার মাঠ নাই, মসজিদ নাই। প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ও বেড়েছে, এলাকার উন্নয়ন ঘটেছে, ব্যবসা বাণিজ্য বেড়েছে, মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতি ঘটেছে এবং এলাকার রাস্তা ঘাট এর উন্নতি ঘটেছে।

এই প্রকল্পের ইতিবাচক দিক হলো - ছেলেমেয়েরা দেশ বিদেশে বিভিন্ন অফিসে চাকরি করছে; আয় বাড়ার ফলে তাদের পরিবারের সচ্ছলতা বেড়েছে, এবং তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। মেরিন টেকনোলজিতে দক্ষ ও এক্সপার্ট করে গড়ে তোলা হচ্ছে ও হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ছোট ছোট বেশ কিছু ট্রেড কোর্স রয়েছে। এতে শিখে অনেক মানুষ নতুন নতুন কর্মসংস্থান গড়ে তুলছে। তারা কেউ কেউ নিজের মত করে ব্যবসা করছে। আবার কিছুসংখ্যক লোক ট্রেইনার হিসাবে কাজ করছে। মেরিন টেকনোলজি থেকে ডিপ্লোমা করার পর বিএসসি করার জন্য তারা আবার কোন একাডেমিতে ভর্তি হচ্ছে। এখান থেকে কিছু দক্ষ জনবল প্রতিবছর বের হচ্ছে। কিছু ছেলে মেয়ে নৌ সেক্টরে কাজ করছে। কেউ বা অন্য কাজ করতে পারছে। পাঁচটা মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট হওয়ায় প্রাপ্যতা বাড়ছে। আগে ছিল ১টা এখন হয়েছে ছয়টা। আরও মনিটরিং এর দরকার আছে জব সেক্টর আরও জোরদার হওয়া দরকার। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেনিং এবং আর্থিকভাবে দেশ বেশ সুবিধা পাচ্ছে।

এখন পর্যন্ত কোন ধরনের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়নি। ইনস্টিটিউট স্থাপনের পর থেকে কোন ধরনের সমস্যা হয়নি।

দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা দিতে হলে বিষয় ভিত্তিক দক্ষ জনবল দরকার। শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ট্রেড কোর্স চালু করা দরকার। মেরিন টেকনোলজি বিষয়ে শিক্ষকদের ট্রেনিং দরকার। প্রকল্প নদী তীরবর্তী বা সমুদ্র উপকূলে হওয়া প্রয়োজন। নতুন নতুন প্রকল্প বেশি বেশি করা দরকার। দেশে দক্ষ জনবল প্রস্তুত হবে এবং বেকারত্ব দূর হবে। দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ হবে। খুবই ভাল সরকারি উদ্যোগ। এতে ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিতে পারবে।

ক্লাস রুমকে ডিজিটাল করতে হবে। কাঁচামাল, সরঞ্জাম বৃদ্ধি করা, ল্যাব পরিচালনার কোন দক্ষ টেকনিশিয়ান নেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নত টেকনোলজি ব্যবহার করা। আশে পাশের দেশের সাথে টেকনোলজির মিল রাখা বা সংগতি রাখা দরকার। আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলাম ব্যবহার করা দরকার। ওয়েল্ডিং ল্যাবরেটরিতে ডিজিটাল ওয়েল্ডিং মেশিন স্থাপন দরকার।

প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশের উন্নতি হয়েছে। এলাকার অবকাঠামো উন্নতি হয়েছে। রাস্তাঘাট তৈরি, দোকানপাট স্থাপনে সব ধরনের মানুষের উন্নয়ন হয়েছে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়েছে। এলাকার লোকজনের দেশের অভ্যন্তরে মাইগ্রেট করেছে। এলাকায় প্রকল্প হওয়াতে লোকজনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এলাকার ছেলেমেয়েরা আগে অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে বিদেশ যেত। বর্তমানে তারা অল্প খরচে স্কীল কোর্স করে দক্ষ হয়ে বিদেশ যাচ্ছে। দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে।

কর্মকর্তাদের আবাসিক ব্যবস্থা, গাড়ি, ভিতরে খেলার মাঠ, মসজিদ, পুকুর এর ব্যবস্থা খুব জরুরী। আধুনিক পদ্ধতিতে ডিপার্টমেন্টাল দক্ষ প্রশিক্ষকের নিয়োগ দান করা। প্রকল্প বাস্তবায়নে বেকারত্ব দূর হয়েছে। পরিবার তথা সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের সচ্ছলতা বেড়েছে, দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে।

পরিবারে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে, শিক্ষার সুযোগ বেড়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছে, শিক্ষিত লোকদের চলাফেরা ও ব্যবহার দেখে তাদের সাথে মিশে এলাকাবাসী উন্নত ও শিক্ষিত হয়ে উঠছে।

বাজেট স্বল্পতা দূর করতে হবে। যারা প্রশিক্ষক আছে তাদের বিষয় ভিত্তিক আধুনিক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা। শর্ট কোর্স এর ফর্মাল ট্রেনিং দরকার। প্রশিক্ষকদের শূন্য পদে নিয়োগ দিতে হবে। ছাত্রদের সিডিসি (Continuous Discharge Certificate) পাওয়ার অনুমিত সহজ করতে হবে যাতে তারা সাগরের জাহাজে ভাল বেতনে চাকরি করতে পারে।

ইঞ্জিন সংক্রান্ত বিষয়গুলোর জন্য একজন নেভাল আর্কিটেকচার শিক্ষক খুবই দরকার। ট্রেড বা ল্যাব পরিচালনার জন্য লোক লাগবে। মেশিন আছে কিন্তু চালানোর লোক নেই।

প্রচার প্রচারণা বাড়াতে হবে। ইনস্টিটিউট থেকে ভাল রেজাল্ট হলে কর্মসংস্থান হলে জানাজানি হবে। এভাবেই এলাকার ও দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে ছাত্র ছাত্রীরা পড়তে আসবে। শর্ট কোর্স এর ট্রেনিং এর মান ধরে রাখতে হবে। লেখাপড়ার মান ধরে রাখতে হবে ও বৃদ্ধি করতে হবে। বেশি বেশি প্রকল্পের কোর্স প্রয়োজন। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের প্রয়োজন, দক্ষ প্রশিক্ষকের প্রয়োজন, আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, উন্নত ল্যাব ও প্রাকট্রিক্যাল ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি সকল কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি জনগণ এক হয়ে সহযোগিতা করতে হবে।

৩.১০ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের মতামতের তথ্যের বিশ্লেষণ

ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ৫০ জন মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। মুখ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ৭ জন শিক্ষক, ১২ জন ব্যবসায়ী, ২ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ৫ জন ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার, ১৫ জন চাকরিজীবী, ৮ জন সমাজসেবক ও ১ জন চিকিৎসক। মুখ্য ব্যক্তিবর্গের মতামত নিম্নে প্রদান করা হলো।

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের মতে এলাকায় ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি হওয়ায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে বলে অধিকাংশ উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন, আংশিক ভাবে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে বলে কোন কোন উত্তরদাতা জানান। তবে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না বলেছেন ১ জন। মুখ্য ব্যক্তিবর্গের মতামতের তথ্য সারণি ৩.৩৪ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৩৪: এলাকায় ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি হওয়ায় দক্ষ জনশক্তি তৈরির মতামত

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n=৫০)	শতাংশ
১	দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে	৪৮	৯৬
২	আংশিক ভাবে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে	১	২
৩	দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না	১	২

ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি থেকে পাস করার পর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সম্পর্কে উত্তরদাতাগণ মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর পাস করার পর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান হচ্ছে। পাস করার পর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের চিত্র ৩.৮ এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৩.৮: পাস করার পর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের উপর মতামত

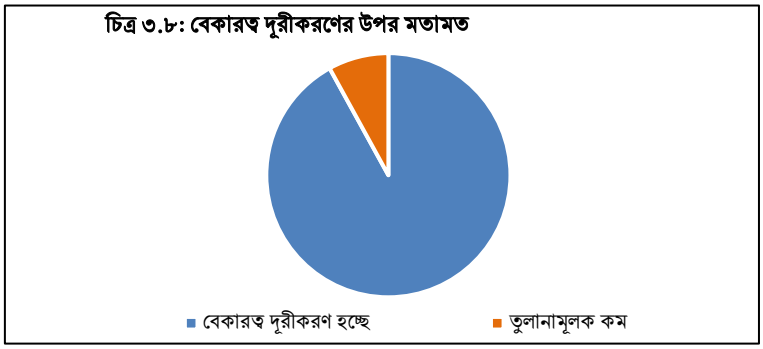

মুখ্য উত্তরদাতাগণ বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের বেকারত্ব দূরীকরণের উপর মতামত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেকারত্ব দূরীকরণ হচ্ছে। অনেকে বেশ দক্ষ হয়েছেন। তবে কোন কোন উত্তরদাতা বলেছেন তুলনামূলক কম কর্মসংস্থান হচ্ছে। বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের বেকারত্ব দূরীকরণের উপর মতামত চিত্র ৩.৯ এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৩.৯: বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের বেকারত্ব দূরীকরণের উপর মতামত

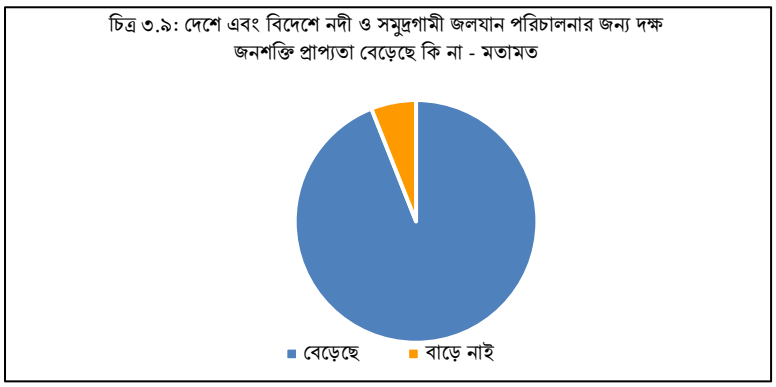

পাস করার পর অনেক ছাত্র-ছাত্রী দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা করার জন্য সুযোগ হয়েছে। দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা করার জন্য দক্ষ জনশক্তি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.৩৫ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৩৫ দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি প্রাপ্যতা

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n=৫০)	শতাংশ
১	বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৭	৯৪
২	বৃদ্ধি পায়নি	৩	৬

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জলযানের চাহিদা ক্রমান্বয়ে পূরণ হচ্ছে, পুরোপুরি বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। আরও সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কম হলেও আগের তুলনায় জনবলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.৩৬ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৩৬: জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n=৫০)	শতাংশ
১	জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ হচ্ছে	৪৭	৯৪
২	জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না	৩	৬

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত সুফল সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রায় সকল উত্তরদাতাই মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতামত হলো - কর্মসংস্থানের উন্নয়ন হয়েছে, বিদেশ ও দেশে কাজ করার মত যোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে, কারিগরি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন হচ্ছে। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.৩৭ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৩৭: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত সুফল সৃষ্টি

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n=৫০)	শতাংশ
১	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত সুফল সৃষ্টি হয়েছে	৪৯	৯৮
২	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত সুফল সৃষ্টি হয় নাই	১	২
৩	কর্মসংস্থানের উন্নয়ন হয়েছে	২৮	৫৬
৪	বিদেশ ও দেশে কাজ করার মত যোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে	১০	২০
৫	কারিগরি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন হচ্ছে	১২	২৪

মুখ্য উত্তরদাতাগণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফলসমূহ চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে সুফলসমূহ হলো - দক্ষ জনশক্তি তৈরি, কর্মসংস্থান বাড়ছে, কারিগরি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়ছে, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্প খরচে ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করে স্বাবলম্বী হচ্ছে, জাহাজ শিল্পে জনবল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, মেরিন ও শীপবিল্ডিং কোর্সে প্রসার ঘটেছে। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.৩৮ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৩৮: প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফলসমূহ

	উত্তরদাতাদের মতামত	সংখ্যা (n=৫০)	শতাংশ
১	দক্ষ জনশক্তি তৈরি	৮	১৬
২	কর্মসংস্থান বাড়ছে	৩১	৬২
৩	কারিগরি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য আগ্রহ বাড়ছে	১১	২২
৪	বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়ছে	৬	১২
৫	যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে	১০	২০
৬	শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে	৬	১২
৭	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে	১০	২০
৮	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্প খরচে ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করে স্বাবলম্বী হচ্ছে	৬	১২
৯	জাহাজ শিল্পে জনবল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে	৩	৬
১০	মেরিন ও শীপবিল্ডিং কোর্সে প্রসার ঘটেছে	৪	৮

মুখ্য উত্তরদাতাগণ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ চিহ্নিত করেছেন। তাদের চিহ্নিত সবল দিকসমূহ হলো যোগাযোগের উন্নয়ন হয়েছে, পারিবারিক উন্নয়ন হয়েছে, বাস্তবমুখী শিক্ষাদান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মের সুযোগ হয়েছে, ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠেছে, দরিদ্র ও ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখার সুযোগ হয়েছে, নতুন করে আবাসন তৈরি হয়েছে, চাকরি ক্ষেত্রে এ শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা পালন করে, বেকারত্ব দূর হয়েছে। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.৩৯ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৩৯: উত্তরদাতাদের মতে প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

	প্রকল্পের সবল দিকসমূহ	সংখ্যা (n=৫০)	শতাংশ
১	যোগাযোগের উন্নয়ন হয়েছে	৮	১৬
২	পারিবারিক উন্নয়ন হয়েছে	১২	২৪
৩	বাস্তবমুখী শিক্ষাদান	৮	১৬
৪	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মের সুযোগ হয়েছে	১৬	৩২
৫	ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠেছে	৮	১৬
৬	দরিদ্র ও ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখার সুযোগ হয়েছে	১৪	২৮
৭	নতুন করে আবাসন তৈরি হয়েছে	৭	১৪
৮	চাকরি ক্ষেত্রে এ শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা পালন করে	১২	২৪
৯	বেকারত্ব দূর হয়েছে	১৫	৩০

মুখ্য উত্তরদাতাগণ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করেছেন। তাদের চিহ্নিত দুর্বল দিকসমূহ হলো - একাডেমিক শিক্ষিত প্রশিক্ষকের অভাব, ম্যানেজমেন্ট এ সমস্যা, পরিবেশগত সমস্যা, পাসকৃত শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কম, প্রচার প্রচারণা কম, কৃষি জমি কমে যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে বই পুস্তক স্বল্পতা। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.৪০ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৪০: উত্তরদাতাদের মতে প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

	প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ	সংখ্যা (n=৫০)	শতাংশ
১	একাডেমিক শিক্ষিত প্রশিক্ষকের অভাব	১৩	২৬
২	ম্যানেজমেন্ট এ সমস্যা	১৭	৩৪
৩	পরিবেশগত সমস্যা	৬	১২
৪	পাসকৃত শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কম	১৪	২৮
৫	প্রচার প্রচারণা কম	৫	১০
৬	কৃষি জমি কমে যাচ্ছে	৭	১৪
৭	প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে বই পুস্তক স্বল্পতা	৬	১২

মুখ্য উত্তরদাতাগণ প্রকল্প বাস্তবায়নে সৃষ্ট সুযোগ চিহ্নিত করেছেন। তাদের চিহ্নিত সুযোগসমূহ হলো - প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক লোকের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, অনেক প্রশিক্ষণার্থীর অত্র প্রতিষ্ঠান হতে ট্রেনিং গ্রহণ করে দক্ষ হচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বিরাট ভূমিকা রাখছে, যাতায়াতের উন্নয়ন হয়েছে, শিক্ষার হার বেড়েছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে, এলাকায় দোকান, বাড়ি গড়ে উঠেছে, দেশ বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, জাহাজ শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়েছে। উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩.৪১ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৪১: উত্তরদাতাদের মতে প্রকল্প বাস্তবায়নে সৃষ্ট সুযোগসমূহ

	প্রকল্প বাস্তবায়নে সৃষ্ট সুযোগসমূহ	সংখ্যা (n=৫০)	শতাংশ
১	প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক লোকের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে	১৯	৩৮
২	অনেক প্রশিক্ষণার্থীর অত্র প্রতিষ্ঠান হতে ট্রেনিং গ্রহণ করে দক্ষ হচ্ছে	৪	৮
৩	দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বিরাট ভূমিকা রাখছে	৭	১৪
৪	যাতায়াতের উন্নয়ন হয়েছে	৮	১৬
৫	শিক্ষার হার বেড়েছে	২১	৪২
৬	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে	৮	১৬
৭	এলাকায় দোকান, বাড়ি গড়ে উঠেছে	৬	১২
৮	দেশ বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৩	৬
৯	জাহাজ শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে	৫	১০
১০	দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়েছে	৯	১৮

উত্তরদাতাগণ প্রকল্পের ঝুঁকি চিহ্নিত করেছেন। তাদের চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ হলো - সব সময় বিদ্যুৎ থাকে না, ফলে ডিজিটাল ক্লাস পরিচালনার জন্য অসুবিধা হয়। লবণাক্ততায় ভবনের ক্ষতি ও নদী ভাঙ্গন।

ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নে উত্তরদাতাদের সুপারিশসমূহ – ট্রেড ও ল্যাব পরিচালনার জন্য দক্ষ লোক নিতে হবে, স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় জমি থাকতে হবে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বাস্তবমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, পাস করা ছাত্র ছাত্রীদের সিডিসি সনদের ব্যবস্থা করা, নদীর তীরে বা সমুদ্র উপকূলে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা, দক্ষ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক নিয়োগ দান, শ্রম বাজারের চাহিদা নিরূপণ করা।

৩.১১ স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা

স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা, মুন্সীগঞ্জ

মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ৯ এপ্রিল ২০২২ মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ি উপজেলার ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি অফিসের সভাকক্ষে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ বশীর আহমেদ, সিনিয়র সহকারী সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যক্ষ, ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, মুন্সীগঞ্জ। উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোঃ আওলাদ হোসেন এবং প্রকল্প মূল্যায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত টিম লিডার মোঃ নূরুল হক, একেএম নজরুল হক, ইঞ্জিনিয়ার, মোঃ আব্দুল মজিদ, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির শিক্ষক, কর্মকর্তাগণ এবং পরামর্শকগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় মোট ৪০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। প্রকৌশলী মোঃ আওলাদ হোসেন উপস্থিত অতিথিদের কর্মশালায় স্বাগত জানান। কর্মশালার কার্যক্রমের প্রথম পর্বে জনাব মোঃ নূরুল হক, স্টাডি টিম লিডার প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মশালার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। কর্মশালার কার্যক্রম দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণকারীগণকে মুক্ত আলোচনার জন্য আহ্বান করা হয়। কর্মশালাটি সঞ্চালন করেন মোঃ আব্দুল মজিদ – মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতে প্রকল্পটি ভাল এবং এখানে শিক্ষা লাভ করে দেশে এবং বিদেশে চাকরির সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ সমস্যার রয়েছে এবং সেই সমস্যাগুলির কিছু কিছু সমাধান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও শীপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে তারা দেশে বিদেশে নিয়োগ প্রাপ্ত

হয়েছে। আবার কেউ কেউ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর পড়াশুনায় আগ্রহী হয়েছে। ডিপ্লোমা কোর্সের বাইরে ৬টা ট্রেড কোর্স আছে। গ্রাফিক্স ডিজাইন ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন, ইলেকট্রিক ইন্সটলেশন এন্ড মেনটেনেন্স, প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং, সিএনসি (কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল)। এই শর্ট কোর্সগুলিতে প্রাকটিক্যাল কাজগুলি করানো হয়। এই কাজগুলি স্থানীয় পর্যায়ে থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায় সব জায়গাতে যার যার সেক্টর এ সুন্দর মত করা যেতে পারে।

যে সকল ছাত্র/ছাত্রীরা পাস করে মেরিন টেকনোলজি থেকে বের হয়ে গেছে তাদেরকে সুন্দর মত সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারা যায়নি। যদিও অনেকে চাকরি করছে আবার অনেকে চাকরি পাচ্ছে না। এখানে যে ছাত্রগুলো আসে সকলের রেজাল্ট ভাল। এখানে প্রতি বিষয়ে খুব ভাল করে পড়ানো হয়। ছাত্র/ছাত্রীরা ভাল এবং দক্ষ ট্রেইনার না পাওয়াতে ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহারিক জ্ঞান হয় না। প্রাকটিক্যাল জ্ঞান ভালমতো আয়ত্ত করতে পারে না। তবে বিদ্যমান কারিকুলামটা শক্তিশালী নয়। কারিকুলাম কিছুটা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশের নাবিকদের কাজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা খুবই কম। সে জন্য জাহাজে চাকরি পেলেও আমাদের দেশের নাবিকদের বেতন অনেক কম। ছাত্রদের কোন দক্ষ ট্রেইনার দিয়ে ব্যবহারিক ক্লাস করা হয় না। জাহাজে নিয়ে কোন অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করা হয় না। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কোন বিদেশি জাহাজে চাকরি করার জন্য সিডিসি সনদ দেয় না। সিডিসি সনদ প্রদান করা হলে বিদেশি জাহাজে চাকরি করার সুযোগ পাওয়া যায়।

ডিপার্টমেন্টে কোন বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই। সে জন্য ডিপার্টমেন্ট এ কোন বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নাই। মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল বিষয়ে শিক্ষক আছে কিন্তু শীপবিল্ডিং বিষয়ের কোন শিক্ষক নাই। সরকারি গেজেটে আইএমটি এর ছাত্রদের নাম না থাকায় তারা সরকারি চাকরিতে আবেদন করতে পারে না।

মেরিন টেকনোলজিতে উচ্চতর পড়ার কোন সুযোগ নাই। প্রাইভেট অথবা জাহাজ সেক্টরে এ পাস করা শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারে না। কারণ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আর মেরিন টেকনোলজি থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এর মান সম মর্যাদার নয়।

ছাত্র অবস্থায় জাহাজের কোন ট্রেনিং নাই, ছাত্র অবস্থায় স্বচক্ষে কোন দিন জাহাজ (শীপ) দেখা যায় না। প্রতিষ্ঠান থেকে বাস্তবে শীপ দেখার কোন ব্যবস্থা করা হয় না। সে জন্য বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না। ২০১০ সাল পর্যন্ত সিডিসি দেয়া হতো কিন্তু বর্তমানে সিডিসি বন্ধ থাকায় বিদেশি জাহাজে চাকরির কোন সুযোগ পাচ্ছি না। বর্তমানে ইন্ডিয়া এর নাবিকরা একছত্র আধিপত্য বিস্তার করছে। ইন্ডিয়ান নাবিকদের সিডিসি সনদ প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের গ্রহণের ফলে বর্তমানে রাস্তা ঘাট তৈরি হয়েছে, চতুর্দিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। মেরিন টেকনোলজিতে সুয়ারেজ লাইন ভাল নয়। রাত্রি বেলায় নিরাপত্তার অভাব আছে - নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অসুস্থ রোগীদের কথা চিন্তা করে সাউন্ডলেজ অডিটোরিয়াম এর ব্যবস্থা থাকা উচিৎ।

বায়ো-ইকোনোমিক খুব ভাল, এ বিষয়ে বিশাল সম্ভাবনা আছে। মেরিন টেকনোলজির ছাত্ররা জাহাজে বা শীপে চাকরি করে ভাল উপার্জন করবে। শর্ট ট্রেনিং এর ফলে অনেক যুবক যুবতীদের দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থান হচ্ছে । আবার মেরিন টেকনোলজি ও শীপ বিল্ডিং টেকনোলজি এর ছাত্র/ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে।

ইনস্টিটিউট থেকে পাস করার পরই যে চাকরির কোন সুযোগ নাই বা নিশ্চয়তা নাই। চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা করে চাকরি নিতে হবে। সিডিসি সনদ এর ব্যবস্থা হচ্ছে আগামীতে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে রাজি হয়ে যাবে। গ্রাফিক্স ডিজাইন ও রিফ্রিজারেশন সম্বন্ধে ট্রেইনার

দরকার। প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষক নাই। মেরিন টেকনোলজি এন্ড শীপবিল্ডিং টেকনোলজি এর কোন নতুন করে প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করলে সেটা যেন কোন বড় নদী, সমুদ্র বা সমুদ্রের পাশে হয়। কোরিয়া থেকে চাকরির চাহিদা আসছে, যদি ছাত্র/ছাত্রীরা কোরিয়া ভাষা শিখতে পারে - তাহলে তাহারা সহজেই কোরিয়ায় ভালে বেতনে চাকরি করতে পারবে। এই প্রতিষ্ঠানে জাপানী ভাষা শিখার জন্য ব্যবস্থা আছে।

এই প্রতিষ্ঠানে কিছু সমস্যা আছে। সমস্যাগুলি হল - একাডেমিক অবকাঠামো ত্রুটিপূর্ণ, ইলেকট্রিক লাইন ভাল না, বিল্ডিং এর মানসম্মত নয়/আস্তর ভেঙ্গে যাচ্ছে, সুয়ারেজ লাইনে ত্রুটি, ভাল দক্ষ জনবলের অভাব, শীপবিল্ডিং এ শিক্ষক নাই এ জন্য খুব শীঘ্রই শীপবিল্ডিং বিষয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।

পরবর্তীতে এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হলে সমুদ্রের পাশে তা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, সিডিসি সনদ পেতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কঠিন নিয়ম করেছে, গেজেটে নাম লেখানোর জন্য ছাত্ররা আন্দোলন করেও মেরিন টেকনোলজির ছাত্র/ছাত্রীদের নাম লেখাতে পারে নাই, যার জন্য সরকারি চাকরিতে আবেদন করতে পারে না, (কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর ছাত্র/ছাত্রীরা এবং মাদ্রাসা বোর্ডের ছাত্র/ছাত্রীদের কোয়ালিটি ভাল না) সিডিসি সনদ সম্বন্ধে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে বার বার তাগিদ দিতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই ও পরিচালনা ইত্যাদির বিষয়ে SWOT Analysis

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক বাস্তবায়িত "মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ১ এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৩৯৫১.২৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ লোকবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা, জলপথ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা, এবং দেশে-বিদেশে কর্ম সংস্থান, বেকারত্ব দূরীকরণ। প্রকল্পে পরিকল্পনা অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে ও পণ্য ক্রয় করা হয়েছে এবং স্থাপন করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটগুলি ভালভাবে চলছে। সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে বলা যায় যে প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের আলোকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পটির সবল দিক (Strength), প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness) যেমন মূল্যায়নে উঠে এসেছে, তেমনি প্রকল্প হতে উদ্ভূত কিছু সুযোগও (Opportunity) সৃষ্টি হয়েছে। আলোচনান্তে মনে হয়েছে যে প্রকল্পটি বেশ কিছু ঝুঁকির (Threat) সম্মুখীন হয়েছে। সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে এখানে উপরোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো|

৪.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths)

- প্রতি বছর প্রতি ইনস্টিটিউট প্রতিশাখা থেকে ৫০ ছাত্র-ছাত্রী পাস করে দেশে ও বিদেশে চাকরি ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে, বহুলোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে;
- দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- এলাকার লোকজনের জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে, কার্যকরী মেরিটাইম প্রশিক্ষণের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে;
- ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তির ব্যবস্থা আছে;
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছে;
- দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- নৌ সেক্টরে শিপইয়ার্ডে, ডক ইয়ার্ডে ও বিভিন্ন ফার্মের কাজের উপযোগী করে দক্ষতা অর্জন;
- বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী প্রকৌশলী তৈরি হচ্ছে; এবং
- বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৪.২ প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weaknesses)

- ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে খন্ডকালীন ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়, প্রকল্প চলার সময় চার জন প্রকল্প পরিচালক কাজ করেন, এদের মধ্যে শুধু একজন পূর্ণ কালীন হিসেবে কাজ করেন;
- প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে বিলম্ব;
- পর্যাপ্ত মেশিনারি, যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ জনবলের অভাব;

- খেলার মাঠ নাই;
- শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের অভাব;
- মুন্সীগঞ্জ প্রকল্পের অবস্থান নদীর/সমুদ্রের পাশে নয়;
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় নাই;
- মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের স্বল্পতা;
- লবণাক্ত হওয়ার জন্য অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি;
- সিডিসি দেওয়া হয় না;
- অন দ্যা জব ট্রেনিং এর ব্যবস্থা নাই এবং
- লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই এর অভাব।

৪.৩ সুযোগ (Opportunities)

- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে;
- আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- সমুদ্র থেকে সম্পদ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে;
- অনেক টিটিসি চালু হয়েছে;
- অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ হওয়ার জন্য বিভিন্ন কোর্স চালু হয়েছে;
- জাহাজ শিল্পে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- এলাকার উন্নয়ন হয়েছে;
- ব্যবসা বাণিজ্যে ও পণ্য সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া; এবং
- এলাকার জনগণের আয় বেড়েছে।

৪.৪ ঝুঁকি (Threats)

- যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি না হওয়া;
- Continuous Discharge Certificate (CDC) চালু না হওয়া;
- সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ না থাকায় প্রশিক্ষণে অসুবিধা হচ্ছে এবং
- নদীর ভাঙ্গন দৃশ্যমান (চাঁদপুর)।

পঞ্চম অধ্যায়
পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ

আলোচ্য প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন, এপ্রোচ রোড নির্মাণ এবং যানবাহন, অফিস যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ বিষয়ক যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় উল্লেখযোগ্য। এই সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য কর্মপরিকল্পনা, দক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সঠিক ক্রয় পদ্ধতি একটি অপরিহার্য অংশ। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে এই সকল বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে উক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণগুলো আলোচনার সুবিধার্থে প্রশাসনিক ক্রয় সংক্রান্ত, অবকাঠামো, শিক্ষার মান এবং প্রকল্প বিশ্লেষণের আলোকে ক্রয়, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়সমূহ অপরিহার্য উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫.১ প্রশাসনিক বিষয়

প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল ছিল ১ এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত অর্থাৎ ৫১ মাস। পরবর্তীতে তিনবারে বাস্তবায়নকাল জুন ২০১৮ পর্যন্ত অর্থাৎ আরও ৪৮ মাস বৃদ্ধি করা হয়। ফলে ১ এপ্রিল ২০১০ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৮ বছর ৩ মাস অর্থাৎ ৯৯ মাস সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪৮ মাস (৯৬%) অতিরিক্ত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় একশত বিরানব্বই কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা (১৯২৩৭.৫৮ লক্ষ টাকা) থেকে ৫১৮০.৭৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দুইশত চুয়াল্লিশ কোটি আঠারো লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা (২৪৪১৮.৩৩ লক্ষ টাকা) নির্ধারণ করা হয়। বৃদ্ধি হার ২৬.৯%। প্রকল্পের সময়সীমা বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প পরিচালকগণও বদল হয়েছে যা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি ক্ষতিকর দিক।

৫.২ ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়

সব ভৌত কাজ ও বেশির ভাগ পণ্য ক্রয়ের কাজ সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করেছে। প্রতিটি ভৌত কাজ ও পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিধানগুলির আলোকে প্রতিটি দরপত্রই জাতীয় পর্যায়ে আহ্বান করা হয়েছিল। দরপত্র জমাদানের জন্য কমপক্ষে ২১ দিন সময় প্রদান করা হয়েছিল যা পিপিআর ২০০৮ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। দরপত্রের মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে কম বা বেশি হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু মোট ১২টি দরপত্রের মধ্যে ৫টি দরপত্রের প্রাক্কলিত ব্যয় ও কার্যাদেশ মূল্য সমান পাওয়া যায় যা অনেক ক্ষেত্রেই সমগ্র ক্রয় প্রক্রিয়াকে অস্বচ্ছলতা বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদনের পর প্রকল্পের পূর্ত নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর ওটিএম পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করে। কারণ ২০১০ সালে E-gp ব্যবহার শুরু করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্পের নিয়োগকৃত ঠিকাদার জানিয়েছে যে, কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয়েছে। সময় বেশি লাগার কারণ হিসেবে আর্থিক সমস্যা ও জায়গার স্বল্পতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং প্রকল্প বাস্তবায়নের যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও অবকাঠামোর নক্সার কথা পূর্বে বিবেচনায় আনা গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবায়ন পর্যায় প্রয়োজনীয় অঙ্গের সংশোধনীর পর মূল্যায়ন করতে হবে যা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

৫.৩ অবকাঠামো

প্রকল্পে নির্বাচিত পাঁচটি প্রতিষ্ঠানই বিএমইটি কর্তৃক নতুনভাবে স্থাপন করা হয়েছে। তাই সব অবকাঠামো আরডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়। অবকাঠামোর মধ্যে ছিল একাডেমিক ভবন, ডরমেটরি

ভবন, অধ্যক্ষের কোয়ার্টার ভবন, সীমানা প্রাচীর, সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ, আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার, গ্যারেজ ও সাইকেল শেড নির্মাণ, ডিপ-টিউবওয়েল ও সরবরাহ লাইন স্থাপন, কম্পাউন্ড ড্রেন, সংযোগ সড়ক ও মহিলা ডরমেটরি ভবন ইত্যাদি। ভৌত পর্যবেক্ষণের ফলাফল হিসেবে প্রতীয়মান হয় যে সকল অবকাঠামোগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতসহ প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান রয়েছে। সমাপ্ত নির্মাণ কাজের গুণগত মান পরীক্ষাগারে পর্যবেক্ষণপূর্বক সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর কাজের গুণগত মান সন্তোজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

৫.৪ প্রকল্পের ক্রয়কৃত পণ্য ও যন্ত্রপাতি

প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রকার পণ্য ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। পণ্য ও যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে কম্পাউন্ড লাইট সরবরাহ ও স্থাপন, লাইটেনিং এরেস্টার ড্রপ আউট ফিউজ সরবরাহ, ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ ও স্থাপন, এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন, পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন, ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন, পিএবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন, পিএ/কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন, পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ, ও সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন। ক্রয় কৃত পণ্য ও যন্ত্রপাতির মধ্যে সোলার প্যানেল ও পিএবিএক্স ছাড়া বাকি সব এখনও সচল রয়েছে। তবে যন্ত্রপাতিগুলো যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার মত যোগ্য টেকনেশিয়িান নিয়োগ না পাওয়ায় শিক্ষার্থীরা অনেক সময় সঠিকভাবে হাতে কলমে শিখতে পারছে না। যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৫.৫ অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনা

মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সমাপ্তি প্রতিবেদনে অডিট সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, “Not Applicable”. বিএমইটি থেকে জানানো হয়েছে যে, অডিট ডিপার্টমেন্টকে অডিটের জন্য বহুবার চিঠি লেখা হয়েছে। কিন্তু অডিট ডিপার্টমেন্ট থেকে জানানো হয়েছে যে, জনবলের স্বল্পতার জন্য অডিট করা সম্ভব হচ্ছে না।

বিএমইটি থেকে প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের অডিট সম্পাদনের জন্য অডিট অধিদপ্তর বরাবরে জারিকৃত পত্রের একটি খসড়া আনার জন্য বিএমইটির সঙ্গে ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে কোন প্রকল্প পরিচালক নেই। সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক তার অফিস স্থাপন করতে পারেনি। এমনকি দপ্তরের আসবাবপত্র, ফাইল ইত্যাদিও প্রকল্প পরিচালক দেখাতে পারেনি। পূর্বের প্রকল্প পরিচালক অফিসকে বর্তমানে অন্য প্রকল্পের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই তারা অডিট অধিদপ্তর বরাবরে জারিকৃত পত্র সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৫.৬ প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, টেকসই ও প্রভাব বিশ্লেষণ

প্রকল্প মূল্যায়নে প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, টেকসই ও প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিম্নে প্রদান করা হলো:

প্রভাব মূল্যায়নের কনসেপচুয়াল চিত্র নিম্নে দেখানো হলো

প্রাসঙ্গিকতা: প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে গোল অর্জিত হচ্ছে। দেশ ও উপকারভোগীদের চাহিদার আলোকে প্রকল্পটি অবদান রাখছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায় কোন অসামঞ্জস্য অবস্থা দৃশ্যমান হয়নি। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এ ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করেছে। প্রকল্পের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি হয়েছে। দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য জাতীয় ও দেশের উন্নয়নের সাথে প্রাসঙ্গিক।

কার্যকারিতা: প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংস্থানকৃত জনবল নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ ৫টি আইএমটি প্রতি বছর ৩০,০০০ জনবল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করছে যা লগ ফ্রেমের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। ডিপ্লোমা কোর্সে প্রতি বছর গড়ে ৪৬৫ জন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হয় এবং ৩৫২ জন পাশ করে। লগ ফ্রেম পরীক্ষান্তে দেখা গেছে উদ্দেশ্যের সাথে গোল অর্জন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নে যে সকল অঙ্গের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তার সবগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

দক্ষতা: প্রকল্পের লগ ফ্রেম অনুযায়ী ৫,৭০০ জনের স্থলে ৩০,০০০ জন প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি ও নিয়োগে অবদান রাখছে। যথোপযুক্তভাবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে টার্গেটকৃত (লক্ষ্যমাত্রা) উৎপাদন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অর্জিত উৎপাদনসমূহ (অবকাঠামো) নির্মাণসহ প্রকল্পটি প্রথমে ৫১ মাসের জন্য নির্ধারিত তবে বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ৯৩ মাস সময় ব্যয় হয় এবং প্রকল্পের ব্যয়ও একান্ন কোটি আশি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা (৫,১৮০.৭৫ লক্ষ টাকা) বৃদ্ধি পায়।

টেকসই: প্রকল্পের অবকাঠামো ও প্রাসঙ্গিক পণ্য ক্রয় করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্পের টেকসই বিবেচনায় জনবল, আর্থিক, অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরকারি রাজস্ব খাত থেকে জনবলের বেতন ও অন্যান্য খরচ নির্বাহ করা হয়েছে। আইএমটিগুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী নিয়মিত ভর্তি হচ্ছে। এ সকল বিবেচনায় প্রকল্পটি টেকসই বলা যায়। তবে অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গণর্পূত অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করে এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতে জন্য জনবল ও অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রকল্পটি টেকসই।

প্রভাব: প্রকল্পের উদ্দেশ্যের আলোকে প্রতি বছর ৩০,০০০ জন পুরুষ ও নারী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। এলাকার অন্যান্য কর্মকান্ড যেমন বাজার চ্যানেল ও রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হচ্ছে, বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে যাতে এলাকার জনগণ অংশগ্রহণের

সুযোগ পাবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়েছে। এলাকায় মানুষের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে স্ট্রাটেজিক পরিকল্পনা ও সঠিক নক্সা প্রণয়ন করতে হবে। সিডিসি পাওয়ার জন্য বিএমইটি শিপিং কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। নক্সা প্রণয়ন পূর্বক মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা আবশ্যক। আইএমটিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত টেকনিশিয়ান নিয়োগ প্রদান করতে হবে। চাকরির সুবিধার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের সঙ্গে একটি ধারাবাহিক আলোচনা করা ও তাদের মতামত জানা আবশ্যক। সে ভিত্তিতে কর্মসম্পাদন করা কাম্য।

দেশের ইনস্টিটিউট থেকে বিদ্যমান সার্টিফিকেটের সঙ্গে বিদেশে সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট সামঞ্জস্য আনার লক্ষ্যে কারিকুলাম পুনর্বিন্যাস করা কাম্য। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সঞ্চালন পদ্ধতি উন্নতি করা কাম্য। চাকরির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সিলেবাস প্রণয়ন করা আবশ্যক। ইনস্টিটিউটগুলো রাজস্ব কাঠামোর আওতায় তহবিলের ব্যবস্থা থাকা কাম্য। জনবল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তদারকির মাধ্যমে ইন্টারশীপ চালু থাকা কাম্য। ভবিষ্যতে প্রকল্পে E-gp ব্যবস্থা থাকা কাম্য। সংশ্লিষ্ট শিল্পে ভর্তিকৃত ও পাস করা ছাত্র ভিজিটের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যৌথ উদ্দ্যোগে নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমীতে ভিজিট ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ

মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (৩য় সংশোধিত)-শীর্ষক প্রকল্পটি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সমীক্ষা প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হলো-

৬.১ পাশ করা ছাত্র-ছাত্রী বা ক্যাডেটদের জন্য আইএমটি সংক্রান্ত Continuous Discharge Certificate (CDC) প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা আবাশ্যক। যাতে পাশ করার পর দেশি ও বিদেশী জাহাজে চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে বা চাকরি পেতে কোন বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে না হয়;

৬.২ পড়াশোনার সাথে কাজের মিল ও অন্যান্য দেশের সাথে প্রযুক্তির মিল রেখে বিশেষজ্ঞ দলের মাধ্যমে অভিন্ন কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন;

৬.৩ আইএমটি থেকে কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের CDC প্রদানের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬.৪ সংশ্লিষ্ট কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক এবং প্রশিক্ষক/ইনস্ট্রাক্টরদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

৬.৫ প্রকল্পের স্থান সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে প্রতিষ্ঠানের চলমান পাঠদান কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয়;

৬.৬ লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বইয়ের ব্যবস্থাকরণ এবং চাহিদামত তা' খোলা রাখার বাবস্থা করা;

৬.৭ নির্মিত অবকাঠামো ও স্থাপিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন;

৬.৮ কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইন্টার্নি প্রশিক্ষণের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক;

৬.৯ নারায়ণগঞ্জ মেরিন টেকনোলজি ও চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমীতে ভিজিট ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যৌথ ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

৬.১০ দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বিবেচনায় প্রকল্পটি একটি সার্থক প্রকল্প হিসেবে প্রতীয়মান। কাজেই এধরণের আরও প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন;

৬.১১ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার জন্য সঠিক সময়ে প্রকল্পের জনবল নিয়োগ, মাঠ পর্যায়ে ডিজাইন ও ড্রইং চূড়ান্তকরণ নিশ্চিত করতে হবে;এবং

৬.১২ ভবিষ্যৎ প্রকল্পে E-gp ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.৪ উপসংহার

পাঁচটি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) স্থাপনের ফলে দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে যা ভবিষ্যতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো বেশি অবদান রাখবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে উন্নয়নের ধারা আরো গতিশীল হবে। সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সফল হয়েছে। তবে আইএমটি থেকে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা সিডিসি না পাওয়ায় তারা বিদেশী জাহাজে এবং দেশি মার্চেন্ট-শীপেও সহজে চাকরি পাচ্ছে না। সিডিসি সংক্রান্ত জটিলতা এবং অভিন্ন কারিকুলাম চালুর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

References

১. Statistical Yearbook of Bangladesh ২০১৩; Bangladesh Bureau of Statistics.

২. "মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর), ২০১৯।

৩. Revised Development Project Proforma/ Proposal (RDPP) for Establishment of ০৫ (Five) Institute of Marine Technology (IMT) at Munshigonj, Faridpur, Chandpur, Sirajgonj and Bagerhat (৩rd Revised), ২০১৬.

৪. Public Procurement Act - ২০০৬ and Public Procurement Rules – ২০০৮.

"মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

প্রশ্নমালা সেট-১: শিক্ষকদের জন্য

Avm&mvjvgy AvjvBKzg,

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে "মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ লোকবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা; জলপথ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করা; এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব দূরীকরণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ (কনসালটিং ফার্ম) কে নিয়োগ করেছে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণের জন্য জরিপের কাজ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনার মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে কাজ শুরু করতে পারি।

সিডিউল নং [ ]

ইন্সটিটিউটের নামঃ [ ] [১=মুন্সীগঞ্জ, ২=ফরিদপুর, ৩=চাঁদপুর, ৪=সিরাজগঞ্জ, ৫=বাগেরহাট]

শিক্ষকের নামঃ শিক্ষকতার মেয়াদ: [ ] বৎসর

পদবি: [ ] [১=অধ্যক্ষ, ২=ইনস্ট্রাকটর, ৩=প্রভাষক, ৪=অন্যান্য]

মোবাইল নম্বরঃ [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

১. ভর্তির জন্য ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ আসন সংখ্যা কত?	[ ]	সংখ্যা
২. শেষ সেমিস্টারে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত?	[ ] [ ]	ছাত্র সংখ্যা ছাত্রী সংখ্যা
৩. ভর্তির জন্য ডিপ্লোমা ইন শীপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং এ আসন সংখ্যা কত?	[ ]	সংখ্যা
৪. শেষ সেমিস্টারে জলযান ইঞ্জিনিয়ারিং এ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত?	[ ] [ ]	ছাত্র সংখ্যা ছাত্রী সংখ্যা
৫. আপনার প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা কোর্স ছাড়া অন্য কোন শর্ট কোর্সের ব্যবস্থা আছে কিন?	[ ]	[১=হ্যাঁ, ২=না]
৬. থাকলে বছরে কতজন	[ ] [ ]	পুরুষ সংখ্যা মহিলা সংখ্যা
৭. এ পর্যন্ত ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ কতটি ব্যাচে ও কত জন শিক্ষার্থী পাস করেছে?	[ ] [ ]	ব্যাচের সংখ্যা পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা
৮. কতজন শিক্ষার্থী দেশে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে?	[ ]	সংখ্যা
৯. কতজন শিক্ষার্থী বিদেশে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে?	[ ]	সংখ্যা

১০. তাদের দেশে-বিদেশে চাকরি সহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে কিনা? [১=হ্যাঁ, ২=না]

১১. শিক্ষা জীবন শেষে একজন ডিপ্লোমাধারী কর্মক্ষেত্রে কি ধরণের ভূমিকা?

১=সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন
২=উদ্যোক্তা হতে পারেন
৩=নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরিচিত করাতে পারেন
৪=সময় এবং অর্থনৈতিক দক্ষতার সহায়ক হবে
৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১২. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে কি? [১=হ্যাঁ, ২=না]

১৩. হ্যাঁ হলে কতজন এই পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন?

কত জন দেশে
কত জন বিদেশে

১৪. মোট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কত শতাংশ বৃত্তি পেয়েছে? জন

১৫. ভবিষ্যতে এ ধরনের ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন রয়েছে কিনা? [১=হ্যাঁ, ২=না]

১৬. প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত সুফল সৃষ্টি হয়েছে কি? [১=হ্যাঁ, ২=না]

১৭. হয়ে থাকলে কিভাবে?

১=শিক্ষার্থীগণ যথাযথ ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেছে
২=পাশ করা শিক্ষার্থীগণ চাকরি পেয়েছেন
৩=দেশে কর্মসংস্থান হয়েছে
৪=বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে
৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১৮. এ প্রকল্প সকল অবকাঠামো সময়মত হয়েছে কিনা? [১=হ্যাঁ, ২=না]

১৯. না হলে কারনসমূহ?

১=জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব
২=পরিকল্পনা সংশোধন
৩=অবকাঠামোর ডিজাইন সংশোধন
৪=মূল্য বেড়ে যাওয়া
৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

২০. প্রকল্প শুরু থেকে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে কি? [১=হ্যাঁ, ২=না]

২১. না হলে, কারণসমূহ

১=জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব
২=পরিকল্পনা সংশোধন
৩=অবকাঠামোর ডিজাইন সংশোধন
৪=মূল্য বেড়ে যাওয়া
৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

২২. যন্ত্রপাতি সময়মত স্থাপন করা হয়েছিল কিনা? [১=হ্যাঁ, ২=না]

২৩ প্রকল্পের আওতায় লিফ্ট, জেনারেটর, কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ইত্যাদি কিভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ হয়েছে – লিখুন

২৪. আপনার মতে প্রকল্পের সবল দিকের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করুন

২৫. প্রকল্পের দুর্বল দিকের বিস্তারিত বর্ণনা দিন

২৬. প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে?

২৭. প্রকল্পের হুমকি সমূহের বর্ণনা প্রদান করুন।

২৮. ভবিষ্যতে প্রকল্পের মান উন্নয়নে আপনার সুপারিশ কি?

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তারিখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ

“মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

প্রশ্নমালা সেট-২: শিক্ষার্থীদের জন্য

Avm&mvjvgy AvjvBKzg,

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে “মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ লোকবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা; জলপথ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করা; এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব দূরীকরণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ (কনসালটিং ফার্ম) কে নিয়োগ করেছে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণের জন্য জরিপের কাজ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনার মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে কাজ শুরু করতে পারি।

সিডিউল নং [ ]

নামঃ লিঙ্গাঃ [ ] [১=পুরুষ, ২=মহিলা]

ইস্টিটিউটের নামঃ [ ] [১=মুন্সীগঞ্জ, ২=ফরিদপুর, ৩=চাঁদপুর, ৪=সিরাজগঞ্জ, ৫=বাগেরহাট]

বিভাগঃ [ ] [১=ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ২=ডিপ্লোমা ইন শিপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং]

শিক্ষাবর্ষঃ [ ] [১=৩য় বর্ষ, ২=৪র্থ বর্ষ]

মোবাইল নং [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

---

১. এ বিষয়ে পাস করে চাকরির নিশ্চয়তা আছে বলে মনে করেন কি?	[ ]	[১=হ্যাঁ, ২=না]
২. হ্যাঁ হলে, চাকরির নিশ্চয়তা কোথায়?	[ ]	[১=দেশে, ২=বিদেশে]
৩. শিক্ষকের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষক সংখ্যা পর্যাপ্ত কি?	[ ]	[১=হ্যাঁ, ২=না]
৪. না হয়ে থাকলে কেন নয়।	[ ] [ ] [ ]	১=শিক্ষক থাকতে চায় না ২=সুযোগ সুবিধা কম ৩=শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত ৪=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
৫. ব্যবহারিক কাজের পর্যাপ্ত সুবিধা রয়েছে কি?	[ ]	[১=হ্যাঁ, ২=না]
৬. সিলেবাস এর পাঠ্যক্রম নিয়ে কোন অনুযোগ আছে কি?	[ ]	[১=হ্যাঁ, ২=না]
৭. হ্যাঁ হলে	[ ] [ ]	১=পড়াশুনার সাথে কাজের মিল কম ২=প্রযুক্তির দিক থেকে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে কম ৩=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
৮. আপনার জানা মতে কত শতাংশ পাসকৃত ছাত্র-ছাত্রী চাকরি পেয়েছেন?	[ ]	শতাংশ

৯. কত শতাংশ সরকারি চাকরি পেয়েছেন?		শতাংশ
১০. কত শতাংশ বেসরকারি চাকরি পেয়েছেন?		শতাংশ
১১. কত শতাংশ বিদেশে চাকরি পেয়েছেন?		শতাংশ
১২. চাকরি না পাওয়ার কারণ কি?		১=উচ্চতর পড়াশুনা ২=বিদেশ গমন ৩=চাকরির অভাব ৪=সুযোগের অভাব ৫=পাঠ্যক্রমের সাথে কাজের অসঙ্গতি ৬=বেতন কম ৭=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
১৩. জব মেলার আয়োজন হয়েছিল কি?		[১=হ্যাঁ, ২=না]
১৪. হয়ে থাকলে, কত সংখ্যক প্রকৌশলীর চাকরি হয়েছে?		সংখ্যা
১৫. আপনি ছাত্রাবাসে (হলে) অবস্থান করেন কি?		[১=হ্যাঁ, ২=না]
১৬. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা রয়েছে কি?		[১=হ্যাঁ, ২=না]
কতজন শিক্ষা সফরে গিয়েছিল?		সংখ্যা
১৭. পাঠাগারের সুযোগ সুবিধা কেমন?		[১=ভাল, ২=ভাল না]
১৮. ভাল না হলে, কারণ উল্লেখ করুন?		১=বিষয় ভিত্তিক বইয়ের অপর্যাপ্ততা ২=পাঠাগার খোলার সময় মিলে না ৩=জায়গার অভাব ৪=পাঠাগারে পর্যাপ্ত রেফারেন্স বই নাই ৫=কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ উপযোগী গাইড বই নাই ৬=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১৯. এই বিভাগে ভর্তির উদ্দেশ্য কি? স্বল্প কথায় লিখুন।

২০. আপনার মতে প্রকল্পের সবল দিকের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করুন।

২১. প্রকল্পের দুর্বল দিকের বিস্তারিত বর্ণনা দিন।

২২. প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে?

২৩. প্রকল্পের হুমকি সমূহের বর্ণনা প্রদান করুন।

২৪. ভবিষ্যতে প্রকল্পের মান উন্নয়নে আপনার সুপারিশ কি?

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তারিখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ

“মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

প্রশ্নমালা সেট-৩: চাকরিরত শিক্ষার্থীদের জন্য

Avm&mvjvgy AvjvBKzg,

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে “মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ লোকবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা; জলপথ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করা; এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব দূরীকরণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ (কনসালটিং ফার্ম) কে নিয়োগ করেছে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণের জন্য জরিপের কাজ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনার মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে কাজ শুরু করতে পারি।

সিডিউল নং [ ]

ইন্সটিটিউটের নামঃ [ ] [১=মুন্সীগঞ্জ, ২=ফরিদপুর, ৩=চাঁদপুর, ৪=সিরাজগঞ্জ, ৫=বাগেরহাট]

পাশের বৎসর [ ] মোবাইল নং [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

১.	পাশ করার পর কয়টি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন? কতজন আবেদন করেছিল?(আনুমানিক)	[ ] [ ]	সংখ্যা জন
২.	প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম বলতে পারেন কি?	[ ]	[১=হ্যাঁ, ২=না]
৩.	আপনার পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংগতি আছে কি?	[ ]	[১=হ্যাঁ, ২=না]
৪.	যদি হ্যাঁ হয় সংশ্লিষ্ট পড়াশোনা চাকরির জন্য উপযোগী দিকগুলো কী কী?	[ ] [ ] [ ]	১=কাজের সাথে শিক্ষার মিল আছে ২=ডিজাইন করার মিল সুয়োগ আছে ৩=সৃজনশীলতার সুয়োগ ৪=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
৫.	যদি হ্যাঁ হয় পাঠ্যক্রমে চাকরির জন্য কী কী বিষয় আরও যুক্ত হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?	[ ] [ ] [ ]	১=আশে পাশের দেশে সহিত সংগতি রাখা ২=উন্নতমানের ল্যাব ৩=পাঠ্যকমে ব্যবহারিক গুরুত্ব দেয়া ৪=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
৬.	এই বিষয়ের ভবিষ্যৎ চাকরির বাজার সুবিধা করতে পারবে কি?	[ ]	[১=হ্যাঁ, ২=না]
৭.	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাকরি করে আপনি সন্তুষ্ট কি?	[ ]	[১=হ্যাঁ, ২=না]
৮.	সুযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনায় আগ্রহী কি?	[ ]	[১=হ্যাঁ, ২=না]
৯.	আপনার শ্রেণির কতজন শিক্ষার্থী চাকরি পাননি?	[ ]	সংখ্যা

১০. চাকরি পাওয়ার পর মাসিক আয় কত বেড়েছে? [ ] টাকা

১১. আয় বাড়ার ফলে কী কী সুবিধা হয়েছে? [ ] [ ] [ ]

১=পরিবারের স্বচ্ছলতা বেড়েছে
২=পরিবারের শিক্ষার সুয়োগ বেড়েছে
৩=উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ বেড়েছে
৪=পরিবারের মর্যাদা বেড়েছে
৫=সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে
৬=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১২. আপনার প্রতিষ্ঠানের কাজ কি? সংক্ষেপে বলুন

১৩. চাকরি না পাওয়ার কারণসমূহ কি? সংক্ষেপে বলুন

১৪. সংশ্লিষ্ট শিল্পের সাথে প্রতিষ্ঠানের সংযোগ ছিল কি লিখুন।

১৫. চাকরি পাওয়ার জীবন মান উন্নয়ন হয়ে থাকলে বিবরণ।

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তারিখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ

“মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন”

প্রশ্নমালা সেট-৪: মুখ্য ব্যক্তিবর্গের KII (এনজিও, সিভিল সোসাইটি, পেশাজীবী প্রতিনিধি) এর জন্য

Avm&mvjvgy AvjvBKzg,

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে “মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ লোকবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা; জলপথ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করা; এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব দূরীকরণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ (কনসালটিং ফার্ম) কে নিয়োগ করেছে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণের জন্য জরিপের কাজ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনার মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে কাজ শুরু করতে পারি।

সিডিউল নং

নামঃ

১। আপনার এলাকায় ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপিত হওয়ায় কর্মসংস্থানের জন্য নৌযান নির্মাণ ও নৌপরিবহনে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে কিনা?

৩। দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান হচ্ছে কিনা?

৪। বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের বেকারত্ব দূরীকরণ হচ্ছে কিনা?

৫। দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা করার জন্য দক্ষ জনশক্তি প্রাপ্যতা বেড়েছে কিনা?

৬। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা?

৭। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা? [১=হ্যাঁ, ২=না]

৮। হয়ে থাকলে কিভাবে?

৯। সুফলসমূহের বর্ণনা দিন।

১০। প্রকল্পের সবল দিকসমূহ কী কী?

১০। প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ কী কী?

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নে কী কী সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে?

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নে কী কী ঝুঁকি ছিল?

১৩। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার সুপারিশ কী?

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তারিখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ

“মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন”

প্রশ্নমালা সেট-৫: কেস স্টাডির জন্য গাইড লাইন

Avm&mvjvgy AvjvBKzg,

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে “মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ লোকবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা; জলপথ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করা; এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব দূরীকরণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ (কনসালটিং ফার্ম) কে নিয়োগ করেছে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণের জন্য জরিপের কাজ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনার মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে কাজ শুরু করতে পারি।

সিডিউল নং [ ]

উত্তরদাতার নামঃ

পদবিঃ মোবাইল নং [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ইন্সটিটিউটের নামঃ [ ] [১=মুন্সীগঞ্জ, ২=ফরিদপুর, ৩=চাঁদপুর, ৪=সিরাজগঞ্জ, ৫=বাগেরহাট]

জেলার নামঃ

১.	কাজ/দ্রব্যের নামঃ		
২.	কাজ/দ্রব্যের ধরনঃ		
৩.	কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		
৪.	কাজের প্রাক্কলিত ব্যয়	[ ]	টাকা
৫.	দরপত্র আহবানকারি কর্তৃপক্ষ	[ ]	১=প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২=জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ৩=মুন্সীগঞ্জ ইন্সটিটিউট ৪=ফরিদপুর ইন্সটিটিউট ৫=চাঁদপুর ইন্সটিটিউট ৬=সিরাজগঞ্জ ইন্সটিটিউট ৭=বাগেরহাট ইন্সটিটিউট ৮=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
৬.	দরপত্র আহবানের তারিখ	[ ][ ][ ] দিন মাস সাল	
৭.	দরপত্র গ্রহণকারী কর্মকর্তার পদবি:		
৮.	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	[ ][ ][ ] দিন মাস সাল	
৯.	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	[ ][ ][ ] দিন মাস সাল সময় [ ]	ঘন্টা

১০. প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা [ ] সংখ্যা

১১. বিলম্বে জমাকৃত দরপত্রের সংখ্যা [ ] সংখ্যা

১২. যে সকল পত্রিকাতে দরপত্র ছাপা হয়েছে তার নাম ও তারিখ

নাম

১। [ ][ ][ ]
দিন মাস সাল

২। [ ][ ][ ]
দিন মাস সাল

৩। [ ][ ][ ]
দিন মাস সাল

১৩. দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কি? [ ] [হ্যাঁ=১, না=২]

১৪. দরপত্র খোলার কমিটি (TOC) আছে কি? [ ] [হ্যাঁ=১, না=২]

১৫. দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) আছে কি? [ ] [হ্যাঁ=১, না=২]

১৬. মূল্যায়ন কমিটিতে দরপত্র খোলা কমিটির কতজন সদস্য ছিল? [ ] সংখ্যা

১৭. মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ [ ][ ][ ]
দিন মাস সাল

১৮. দরপত্রের বৈধতার সময়কাল [ ] দিন

১৯. দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

২০. Notification of Award প্রদানের তারিখ [ ][ ][ ]
দিন মাস সাল

২১. মোট চুক্তির মূল্য [ ] টাকা

২২. উত্তীর্ণ দরদাতার সাথে চুক্তি সাক্ষারের তারিখ [ ][ ][ ]
দিন মাস সাল

২৩. কাজ শুরুর তারিখ [ ][ ][ ]
দিন মাস সাল

২৪. সময় বৃদ্ধি থাকলে কতদিনের [ ] দিন

২৫. কাজের প্রকৃত খরচ কত ছিল? [ ] টাকা

২৬. কর্ম সম্পাদনের অনুমোদিত সময়কাল [ ] দিন

২৭. কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তের তারিখ [ ][ ][ ]

২৮. অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে কি? [ ] [হ্যাঁ=১, না=২]

২৯. না হয়ে থাকলে কারণসমূহ উল্লেখ করুন [ ]
[ ]
[ ]

১=আর্থিক সংকট
২=ঠিকাদারের গাফলতি
৩=নির্মাণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা
৪=জায়গার স্বল্পতা
৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

৩০.	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ	দিন মাস সাল	
৩১.	চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ		টাকা
৩২.	চূড়ান্ত বিল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		১. মন্ত্রণালয়, ২. পিডি, ৩. নির্বাহি প্রকোশলী
৩৩.	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ	দিন মাস সাল	
৩৪.	কাজের গুণগত মান রক্ষার্থে মালামাল পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়েছে কি?		[হ্যাঁ=১, না=২]
৩৫.	পরীক্ষাগারের রিপোর্ট অনুযায়ী মান কেমন?	বালু কংক্রিট এম এস রড	[মানসম্মত=১, *মানসম্মত*না=২]

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তারিখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ

“মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন”

প্রশ্নমালা সেট-৬: দলীয় আলোচনার নির্দেশিকা (চেক লিস্ট)

মহিলা দলের জন্য:
৫-৭ জন অভিজ্ঞ মহিলাদের (শিক্ষিকা, এনজিও কর্মী, স্থানীয় প্রতিনিধি, চাকরিজীবী ইত্যাদি)

আলোচ্য সূচি:

১। আনুষ্ঠানিক পরিচিতি/শিক্ষিকা/এনজিও কর্মী, নাম, পিতার নাম, গ্রাম, উপজেলা, এনজিওর নাম

২। প্রকল্প বিষয়ে তাদের ধারনা

৩। প্রকল্পের সুফল (স্থানীয় চাকরির জন্য/দেশ-বিদেশে ব্যবসা/অর্থনৈতিক উন্নয়ন) সম্পর্কে আলোচনা
(ক) এলাকাবাসীর কোন বিষয়ে উপকারিতা

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে মতামত (অবাধ সুযোগ ছিল/ছিল না/বাধাগ্রস্ত ছিল, হ্যাঁ/না)

৫। প্রকল্প উন্নয়নে জনগণের মতামত নেয়া হয়েছিল কি?

৬। আপনার কাজে প্রকল্পের কি ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে?

৭। আপনার কাজে প্রকল্পের কি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে?

৮। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পের উন্নয়নে আপনার মতামত দিন

৯। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের উন্নতি হয়েছে কি?

১০। বিদ্যমান অবস্থায় প্রকল্পের কাজ সমাপ্তি পর কোন বিষয়গুলো উন্নয়ন প্রয়োজন।

১১। ইন্সটিটিউটসমূহ চালু রাখতে হলে কি করা প্রয়োজন?

ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্

সাউথ এভিনিউ টাওয়ার (৫ম তলা, ব্লক-এ), ৭ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Tel phone: 883-2149, 4881-0739, Fax: 222-286-431, E-mail < eusuf1986@gmail.com >, Website: http/www.eusuf.org